Beauty Contests: The delusion of Beauty

December 2, 2010 at 12:28 AM

আমাদের সমাজে **“**সৌন্দর্য ” নামক বিষয়টার **default** কোন সংজ্ঞা নেই। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন একবার **spike** এর ফ্যাশন অনেক জনপ্রিয় হয়েছিল। একদল ছেলে (আমিও) চুল ছোট করে **spike** করা শুরু করল। ২ /১ বছর পর দেখলাম “তেরে নাম ” এর ফ্যাশন অনেক জনপ্রিয় , তখন দল বেধে সবাই চুল বড় করে “তেরে নাম ” করতে লাগল,সুন্দর লাগুক বা না লাগুক ,**spike** এর চল আর নেই। পরে একসময় মনে হল সুন্দর বলে এখানে কিছু নাই , সুন্দর তাই যাকে সুন্দর বলা হয় এবং সুন্দর বলে প্রচার করা হয়।

দেশে নোংরা এবং অসুস্থ সংস্কৃতির একটা আপত্তিকর প্রোগ্রাম চলছে -নাম লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার। এমন বিউটি কনটেস্ট ভুরি ভুরি হয় , আমার আপত্তি তাদের সব কয়টা নিয়েই। এসব সুন্দরীদের নিয়ে *specifically* কিছু বলার নাই , এরা সুন্দরী দাসী , মাথায় চিন্তা করতে পারার মত প্রয়োজনীয় element গুলো এদের মাথায় অনুপস্থিত। সার্কাসের বানরের কথা মনে পড়ে যায় এদের দেখলে। বানরকে কলার লোভ দেখিয়ে যা বলা হয় তা করে , লাফাতে বললে লাফায়, ভুড়ি নাচাতে বললে ভুড়ি নাচায়। এই সুন্দরীদের যদি বলা হয় “কোমর বাকাও” তারা বাকাবে , যদি বলা হয় “নিতম্ব দোলাও ” তারা তাই করবে। আরো নিচে নামতে বললে হয়ত নামবে , অনেকেই নামে, সেরকমই শোনা যায়, শুধু বিনিময়ে তাদের publicity করে দিলেই হবে , সে হবে আদর্শ মডেল। এদেরকে বোঝানো হয়েছে শরীর দেখিয়েই তুমি অনেক বড় ও বিখ্যাত হতে পার , তারা তাই হতে চায়।

আর আমরা কি করি ? আমরা এই মেয়েদের অনুকরণ করি, পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত। সুন্দরী কে *?* – ইশানা। স্মার্ট কে *?* –মম। তাই তাদের মত হও। তারা যদি ড্রেসিডেল থেকে কিছু কিনেছে , তুমিও কেনো। অমুক নায়িকা মাজাক্কালি পরেছে , “আম্মু আমাকেও কিনে দাও ” । গায়ে হলুদে ক্যাটরিনার মত করে “খাব দেখে ঝুটে মুটে ” অথবা "শিলা কি জাওয়ানি " নেচে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে।

পরের বছর যখন ফ্যাশন চেঞ্জ হল তখন আগের বছরের সব কিছু বাদ। যদি dress টা একবারও পরা হয় বা অনেক দামি -সেটা পুরোন হয়ে গেছে। গতবছর মম এবার মাহজাবিন। তাদের মত হতে পারলে সুন্দরী , নয়তো নয়।এই সুন্দরীরা সুন্দরী নয় , এরা আসলে পণ্য বিক্রেতা।এরা যা পরেছে তা পরতে হবে , যা খুলেছে খুলতে হবে। যদি বুকের ওপর থেকে তারা ওড়না সরিয়ে ফেলে তাহলে সেটা করা হবে ফ্যাশন। তারা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে *evening party* র জন্য আদর্শ পোষাক হিসেবে হাটুর উপর কাপড় তোলা উচিত। যত শীতই পড়ুক না কেন , পাতলা ওড়নার ফ্যাশন চালিয়ে যেতে হবে।

আর তাই মাথার ভিতরে অজস্র সব ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। ‘আমি কি একটি বেশিই মোটা *?”* “মার কোমরটা কি স্ট্যান্ডার্ড মাপ থেকে বেশি হয়ে গেল *?”* ‘আমাকে কালো দেখাচ্ছে কেন *?”* ‘চুল গুলোকে কেউ তো সুন্দর বলছে না *!”* ‘আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ মার *height* টা কম *”*

মেয়েদের শরীরের মাপ নেয়ার জন্য তিনটা সংখ্যা আছে। আমি জানি না ২০১০ সালে স্ট্যান্ডার্ডটা কত , যদি ধরে নিই সেটা ৩০ -২৬-৩০ টাইপ কিছু , তাহলে সেটা সব মেয়েকে অর্জন করতে হবে আর করতে না পারলে কোন দাম নেই ? USA তে *average model* এর ওজন স্বাভাবিক থেকে ২৩ % কম, এখন সব মেয়েকে কি সে ওজনে নেমে আসতে হবে? চুল straight না হলে সেটা কি হতাশার কারন ? লম্বা না বলে সারাজীবন দুঃখিত হয়ে থাকতে হবে না হলে সে unfit? এ ধরনের *certain appearance* কি *unrealistic expectation* হয়ে গেল না ? বাস্তবে দেখা গেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামানো হয়। **Germaine Greer**, তিনি একজন পশ্চিমা নারীবাদী , তিনি তার বই , *The Whole Woman* এ বর্তমান কালের মেয়েদের মানসিকতা নিয়ে তিনি লিখেছেন , *“Every woman knows that, regardless of all her other achievements, she is a failure if she is not beautiful.”*

Afterthought

Sexuality যদি একটা পণ্য হয় তাহলে লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার হল তার মার্কেটের একটা ছোট অংশ। একটা বিউটি কনটেস্ট এর সাথে দুনিয়ার ব্যবসা জড়িত -কাপড়ের ব্যবসা , কসমেটিক্সের ব্যবসা , বিউটি পার্লারের ব্যবসা ,পর্ণের ব্যবসা , মোবাইল ফোনের ব্যবসা , প্লেবয় ম্যাগাজিনের ব্যবসা। এদেরকে দিয়ে যত বেশি sex এর মার্কেট সৃষ্টি করা যাবে ব্যবসা তত বেশি ফুলে ফেপে উঠবে। আর পুজিবাদীরা চাহিদা না থাকলেও চাহিদা তৈরি করতে জানে। যেমন - চুল কালো মেয়েদের বলা হয় চুল লাল কর , লাল হলে বলে কালো করলে মায়াবতী লাগবে। মোটা গোছের হলে তাকে চিকন করিয়ে ছাড়বে। বুক ছোট হলে বলবে breast surgery করা ফরয হয়ে গেছে। আর curly চুল হলে straight করতে হবে সুন্দর লাগুক বা না লাগুক।যা দরকার নাই তাও দরকার বানিয়ে ছাড়া হয় আমাদের সামনে আর আমরা কপ কপ করে গিলতে থাকি আরে ভাবি *“▯▯▯ !smart ▯▯▯ ▯▯▯▯▯”*। অর্থনীতির বইয়ে শেখানো হয় , "চাহিদা হল অসীম "।বাস্তবে প্রকৃত চাহিদা অসীম না , লোভ আর fake চাহিদা অসীম।

এই হল সুন্দরীদের কাজ। নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি করে কাপড়ের fake চাহিদা সৃষ্টি করা ,হতে পারে ওয়ারড্রবে কাপড় রাখার জায়গা নেই। কাজ করুক বা না করুক কসমেটিক্সের বাক্স -প্যাটরা দিয়ে ড্রেসিং টেবিল ভর্তি করা। এই সুন্দরীদের আমাদের বোনদের সামনে role model হিসেবে উপস্থাপন করা হয় , সে সুন্দরী হোক না ব্যাভিচারীনি বা কর্পোরেট পতিতা কিংবা হোটেল রেডিসনের ১নং whore. পুজিবাদীদের ইলাহ হল profit, তা যোগাতেই সৌন্দর্যের সংজ্ঞার এত পরিবর্তন , পরিবর্ধন , পরিমার্জন এবং সংস্করন , মাঝখান দিয়ে আমরাও বিক্রি গেলাম , বিক্রি গেল সুন্দরীরাও।

পুজিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার এই হল ফসল। তারা মানুষকে দাস বানিয়ে রাখে। “প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে নিজের লাইফস্টাইল এবং appearance বেছে নেয়ার অধিকার আছে ”- এই ধারণার উপর তাদের সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার কথা ছিল , কিন্তু হয় নি। সে ঠিকই পরাধীন রয়ে গেছে। এর কারন মানুষ পরাধীন ,আর freedom হল illusion. প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকে কোন কিছুর দাসে পরিণত করে , সেটা হতে পারে অর্থ ,নারী ,গাড়ি ,বাড়ি ,খ্যাতি ,গান ,পুজি ,ক্ষমতা ইত্যাদি। সে ভাবতে থাকে এই অর্থ , নারী , গাড়ি , বাড়ি , খ্যাতি , গান , পুজি , ক্ষমতাই তাকে সবকিছু এনে দেবে , এই জিনিষটাই তাকে সুখী করবে , এটাই জীবনের উদ্দেশ্য সফল করবে – যেন বস্তুই সকল ক্ষমতার উৎস।

জীবন থেকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ভূমিকাটাকে সরিয়ে দিলে এই ভ্রান্ত ধারণাটাই কি স্বাভাবিক নয় ???

“হে মানুষ ! কিসে তোমায় তোমার মহামহিম প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল ?” [কুরআন ৮২:৬]

Collected From:
Brother
Zim Tanvir

ইভটিজিং : বুদ্ধিজীবিদের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্ব

December 2, 2010 at 12:31 AM

ইভ টিজিং নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছুদিন ধরে অনেক লেখালেখি হচ্ছে।ইভ টিজিং এর সমাধানের ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধিজীবিরা অনেক কিছুই বলছেন। একজন মুসলিম হিসেবে আমার উপর দায়িত্ব আছে এই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করা এবং সমাধানের চেষ্টা করা।

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত**,** মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।**” [**সূরা ইমরান **-**১১০**]**

এখানে অনেকগুলো ব্যাপার কাজ করে। এক-জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দুই - আমরা সমস্যার সঠিক কারণ চিহ্নিত করতে পারছি কিনা, তিন-যে সমাধান প্রস্তাব করছি তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছি কিনা এবং তা প্রশান্তি *(tranquility)* দিতে পারছে কিনা ইত্যাদি।

মানুষের কিছু প্রবৃত্তি আছে, যা সৃস্টির আদিকালেও ছিল এবং ২০১০ সালেও আছে। সেক্সুয়াল ইন্সটিংট সেরকম কিছু। এই প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা না হলে সেটি বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দেবে। ইভ টিজিং এর সাথে এটাও একটা সম্পর্ক আছে, একটা ছেলে একটা মেয়েকেই সাধারণত *tease* করে, ছেলেদেরকে করেনা।

ভাসাভাসা ভাবে দেখলে সবাই একমত হন ইভ টিজিং এর পিছনে কারণ নারীর প্রতি দৃস্টিভঙ্গি, কথাটা সত্য। কিন্তু আদর্শিক দুর্বলতার কারনে পশ্চিমা জীবনদর্শন এটির কোন সমাধান দিতে পারেনি। আমাদের পরজীবি ’বুদ্ধিজীবিরা” নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে,কেমন হবে,কিভাবে হবে এ ব্যাপারে পরিষ্কার এবং বাস্তব কোন দিকনির্দেশনা দিতে বরাবরের মত ব্যর্থ।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে নির্ভর করে সমাজে কিভাবে নারীদের উপস্থাপন করা হয়। আমরা এই সমাজে মেয়েদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করে এবং সমাজে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে ইভ টিজিং ও অন্যান্য নারী ঘটিত অপরাধ একটি অনিবার্য বাস্তবতা হয়ে দাড়িয়েছে।

বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে দেখা যাক। কোমল পানীয় থেকে শুরু করে BMW গাড়ির বিজ্ঞাপন, সাবানের প্যাকেট থেকে শুরু করে মুদির দোকানের চাল - প্রায় সব বিজ্ঞাপনেই নারীদেহের সীমাহীন ব্যবহার। কোথাও বেশি কোথাও কম। প্রয়োজন হলেও আছে না হলেও আছে। সহজ ভাষায় এই বিজ্ঞাপন গুলো পুরোপুরিই নারী সর্বস্ব, বারবার দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাপারটাই প্রাধান্য পায় এখানে।

এরপর আসা যাক *beauty contest* গুলোর দিকে। কে কত স্লিম, কোন মেয়ে কত লম্বা, কে কত যৌনাবেদনময়ী, কে কত রুপবতী – এই সুক্ষ হিসাবগুলোই আমাদের করতে শেখানো হয়। এদেশের অনেক মেয়েই বিকিনি পরে পোজ দেয়া না শিখলেও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আবেদনময়ী হিসেবে নিজেকে এক্সপোজ করতে জেনে গেছে – বিচারক-দর্শক উভয়ের মাথায় তা নিয়ে তর্ক - ’কে বেশি [বেদনময়ী?”। ঘুরে ফিরে চলেই আসছে নারীর শরীর।

নাটক-সিনেমা গুলোর মধ্যে একটা বিশাল অংশের থিম হল নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন মাত্রার মিলন। অস্বীকার করার কিছু নেই, এই সম্পর্কের একটা বিশাল অংশ জুড়ে শারীরিক আকর্ষনের ব্যাপারটি জড়িত আর এগুলো এখন সরাসরি প্রকাশ করতে বর্তমানকালের প্রযোজকরা সিদ্ধহস্ত, তারা মোটেই লজ্জাবোধ করেন না। আর এইসব নাটক-সিনেমায়-বইপত্রে নারী-পুরুষের যে কোন সম্পর্ককেই উতসাহিত করা হয় হোক সেটা *pre-*

marital বা *extra-marital* । সবচেয়ে ভাল উদাহারণ হল ফারুকীর 'থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার", 'ফার্স্ট ডেট", আনিসুল হকের 'দ্বিতীয় জীবন"; হুমায়ুন আযাদ আর তসলিমা নাসরিনরা তো আছেই।

আর পর্নগ্রাফি তো একটা ভয়াবহ ভুমিকা পালন করেই।একটা পর্ন মুভিতে একটা মেয়েকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয় তাতে আশা করা যায় না মেয়েদের প্রতি ছেলেদের ভাল কোন দৃস্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। সারারাত ধরে পর্ন দেখা একটি ছেলে যখন পরেরদিন সকালবেলা একটি মেয়েকে দেখলে তার impression হবে , তাতে নিশ্চিতভাবেই আগের রাতে দেখা মুভির ভাল প্রভাব থাকবে।

এইসব ব্যাপারগুলো সমাজের মানুষের মনে যৌন লোড়ন *(sexual agitation)* সৃষ্টি করে। মানুষের ধারণাগুলো আসে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে। তার চিন্তার গতিপথ সেদিকে অভিমুখী হয় যেদিকে তাকে প্ররোচনা (provoke) দেয়া হয়। *"Highest sensual pleasure"*- যে সমাজের আদর্শের সাথে একীভুত সে সমাজে পুরুষরা নারীদের মুল্যায়ন করার ক্ষেত্রে শরীরের ব্যাপারটাই অনিবার্যভাবেই তাই প্রাধান্য পায় এবং মানবিক ,সম্মান ও দায়িত্ব বিষয়ক ব্যাপারগুলোর গুরুত্ব কমে যায় আর ফলাফল আজকের সমাজ।

আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটাই দেখা প্রয়োজন। এদেশে বিয়ে করতে নুন্যতম বয়স ছেলেদের ২১ হলেও কার্যত এটা সম্ভব হয় না বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু সেক্সুয়াল ইন্সটিংট কাজ করতে শুরু করে ১৩ -১৪ বছর বয়সে, সময়টা নিঃসন্দেহে দীর্ঘ। একদিকে বিয়ের পথ বন্ধ তেমনি অন্যদিকে খোলা রয়েছে ব্যাভিচারের পথ, মেয়েদের ক্ষেত্রেও ব্যাতিক্রম নয়। এমনই এক সমাজ যেখানে ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ের সুযোগ নেই, তবে ১৪ বছরের মেয়েদের পতিতা হবার সুযোগ আছে। দুটি বিয়ে করা মোটামুটি সামাজিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে, তবে ব্যাভিচার করলে দোষ নেই। অবাধ যৌনাচারের এই পথটি সমাজই খুলে দিচ্ছে ,প্লেবয় হতে চাওয়াটাও তাই স্বাভাবিক।

আমাদের জীবনদর্শন আমাদের কাজকর্ম ও আচার -আচরণের রুপ দেয়, আর নিঃসন্দেহে আমাদের এই ধারণাগুলো পশ্চিমাদের জীবনদর্শনের একটি বিশেষ শাখা থেকে এসেছে ,যার নাম *LIBERALISM*। নারী -পুরুষের সম্পর্ককে তারা এক্সক্লুসিভলি একটা সেক্সুয়াল সম্পর্কের লেন্স থেকে দেখে, যা স্পষ্টত বোঝা যায় তাদের সমাজের দিকে দেখলে, সমাজে যৌনউদ্দীপক বিষয়গুলোর ব্যাপক ছড়াছড়ি, আমাদের সমাজও একই পথে যাচ্ছে। সমাজে এই ধরণের উদ্দীপক বিষয় গুলো মানুষের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, সাময়িক শারীরিক আনন্দ দিতে পারলেও প্রশান্তি আসে না।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে কথা বলেন ঠিক, কিন্তু তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্বের কারণে এটা বুঝতে পারেন না সমাজের কোন সব বিষয়গুলো এর জন্য দায়ী। "দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও জীবন বদলে যাবে" এটা ততক্ষন পর্যন্ত অসম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে sexuality stimulating element গুলো উপস্থিত থাকবে। "সচেতনতা বাড়াতে হবে" বললে সচেতনতা বাড়ে না, উপযুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে।

পশ্চিমাদের জীবনদর্শনে এই প্রবৃত্তিটিকে দেখা হয় শুধুই সেক্সুয়ালিটির ভিত্তিতে, কিন্তু ইসলামে এই প্রবৃত্তিটিকে দেখা হয় বংশবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে, এবং ব্যাপারটির সমাধান দেয়া হয়েছে বিয়ের মাধ্যমে ,যা একই সাথে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তির কাজটি করবে। যেহেতু এই বিষয়টিকে ইসলাম বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নির্দিষ্ট করে, তাই ইসলাম পাবলিক লাইফে এই যৌনউদ্দীপক বিষয়গুলোর অনুপস্থিতিকেও নিশ্চিত করে।

অবাধ যৌনতা কিংবা সন্যাসব্রত –ইসলাম দুটো extreme কে বাদ দিয়ে সমাধানের অংশ হিসেবে দিয়েছে বিয়ে, যা এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র দৈহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং, এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আছে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সততার মত বিষয়গুলো ।

"আর এক নিদর্শন এই যে **,** তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন**,** যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। **" [**সূরা রুম **-**২১**]**

ইসলাম নিষিদ্ধ করে সমাজে সেইসব জিনিষের উপস্থিতি যা মানুষের মনে নিরবিচ্ছিন্ন উত্তেজনা সৃষ্টি করে আর ফিতনা সৃষ্টি করে। এটা করা হয় হিজাবের মাধ্যমে এবং নারী-পুরুষের অপ্রয়োজনীয় সম্পর্কের ইতিটি টেনে। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তা’আলা বলেছেন,

“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।” [সূরা নূর-৩০]

“ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে …” [সূরা নূর-৩১]

“নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।” [সূরা আহযাব-৩৫]

এই পরিবেশ নিশ্চিত করে ইসলাম বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরের সম্পর্কের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে এই জীবনে এবং আখিরাতেও, একই সাথে বিধান দিয়েছে কঠোর শাস্তি তাদের জন্য যারা মিথ্যা অপবাদ দেয়।

“ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।” [সূরা নূর-২]

“যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না’ফারমান।” [সূরা নূর-৪]

“যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” [সূরা নূর-১৯]

ইসলাম মানুষকে একটি সঠিক জীবনব্যবস্থা দেয় যার মাধ্যমে সে নিজে ভাল থাকতে পারে এবং আল্লাহ আয ওয়া যালের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। তাই কোন মুসলিমাহর আইডল দেহসর্বস্ব ঐশ্বরিয়া নয়, কিংবা কোন মুসলিমও প্লেবয় হতে চাইবেনা।

“হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।” [সূরা নিসা-১৯]

ইসলামের সমাধানগুলো সম্পুর্ন রুপে আসতে পারে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে, যা ইসলামের হুকুম আহকাম গুলোকে বাস্তবায়িত করবে। আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দিন এবং আমাদেরকে সৎ মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদানের সুযোগ করে দিন।

যাযাকাল্লাহু খায়ের।

Collected From:
Brother
Zim Tanvir

ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ...

December 2, 2010 at 12:32 AM

ধর্মের নামে ব্যবসা - দুই ধরণের লোক এটা করে থাকে। একদল দাবি করে তারা খাঁটি মুসলিম [এই দলে আছে কিছু ভন্ড নবী আরে অসাধু পীর ফকির], আরেকদল দাবি করে তারা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম। দ্বিতীয় দলে আছে মুসলিম বিশ্বের অনেক রাজনীতিবিদ। দুইপক্ষের উদ্দেশ্য মোটামুটি এক, "ধর্মকেকাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থোদ্ধার"।

"ধর্মনিরপেক্ষ ইসলাম" – এই ধারণাটি অনেক দিন ধরেই মুসলিম বিশ্বের অনেক শাসক প্রচার করে আসছে। কিছুদিন আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এক মন্দিরে সূরা কাফিরূনের "তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার" আয়াতটি quote করে দাবি করে বসলেন যে, এই আয়াতের মানে হল ইসলাম নাকি ধর্মনিরপেক্ষ! এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার কি নির্লজ্জ অপচেষ্টা!

আবার মুসলিমদের ভোট পাওয়ার জন্য তাদেরকেই বলতে হয়, "আমরা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনআইন করব না"। সামরিক শাসকরাও একই কাজটা করেছেন, একজন ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বাদ দিয়েছেন যদিও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়েই শাসন করেছেন, আরেক ভদ্রলোক করেছেন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, যদিও ইসলামের কিছুই তিনি করেননি। আরেকদল ইসলামের সাথে compromise করে ক্ষমতায় চলে এসেছিল, তবে ইসলাম আসে নি।

ধর্মনিরপেক্ষতার মানে হল রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সম্পুর্নরুপে ধর্মের পৃথকীকরণ। Wikipedia তে বলা হয়েছে "***Secularism*** *is the concept that government or other entities should exist separately from religion and/or religious beliefs.*"। Encarta তে বলা আছে, "***exclusion of religion from public affairs:*** ", অর্থটা খব সহজ, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিচারিক জীবনে ধর্মের কোন say থাকবে না।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ এইসব রাজনীতিবিদরা ধর্মনিরপক্ষতাকে ব্যাখ্যা করেন "সকলে নিজ নিজ ধর্মপালন করবে"। কিন্তু এই ধর্ম পালন প্রকৃতপক্ষে ব্যাক্তিগত পর্যায়ের নামায-রোযা পর্যন্তই, মুসলিমদের loyal থাকতে হবে আল্লাহর পরিবর্তে সংবিধানের প্রতি, সর্বোচ্চ আইন হিসেবে মেনে নিতে হবে সুপ্রীম কোর্টকে, আল্লাহকে নয়, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ফেরাউনের ক্ষেত্রে, সে দাবি করেছিল সে ইলাহ, তার কথাই আইন।

এইসব রাজনীতিবিদরাই পারেন তাদের মত করে কুরআন হাদীস ব্যাখ্যা করতে, সূরা কাফিরূন এর আয়াতটির অর্থ এটা না, সংবিধানের আইনের প্রতি মুসলিমরা লয়্যালটি দেখাবে,এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এমন এক সময় যখন মক্কার কুরাইশরা রাসূল (সাঃ)কে প্রস্তাব দেয় যে, তারা দ্বীন ইসলামকে মেনে নেবে যদি রাসূল (সাঃ) তাদের মূর্তিপূজায় সম্মত হন,এই আয়াতটির মাধ্যমে এই প্রস্তাবটি কে প্রত্যাখান করা হয়। পুরো সূরাটি পড়লে প্রসঙ্গটি পরিস্কার হবে।

"(হে নবী **)** তুমি বলে দাও হে কাফিররা **!** আমি তাদের ইবাদাত করি না **,** যাদের তোমরাইবাদাত কর **,** না তোমরা তার ইবাদাত কর যার ইবাদাত আমি করি। এবং আমি **(**কখনোইতাদের**)**ইবাদাত করব না যাদের ইবাদাত তোমরা কর। না কখনো তোমরা তার ইবাদাত করবেযা ইবাদাত আমি করি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন **,** আমার জন্য আমার দ্বীন **"**

ইসলাম একটি আদর্শিক জীবনব্যবস্থা যার ভিত্তিতে রয়েছে এক আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য। সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব, আইন প্রণয়নের মালিক একমাত্র তিনিই। তাই ইসলামে শাসনব্যবস্থাকে ধর্ম থেকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে শুধু তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকব, ওবামা, শেখ হাসিনা কিংবা কিং আব্দুল্লাহর কথা শুনতে কেউ বাধ্য নয়।

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই" [সূরা ইউসুফ -৪০]

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করল কখনই তা গ্রহণ করা হবে না, আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত" [সূরা আল-ইমরান -৮৫]

"আর আমি আদেশ করেছি যে আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহ যা নাযিলকরেছেন তা দিয়ে ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে তা ছেড়ে তাদেরপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি" [সূরা মায়িদা -৪৮]

"নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি যেন আপনি মানুষের মধ্যেফয়সালা করেন যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকেবিতর্ককারী হবেন্ না" [সূরা নিসা -১০৫]

"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যাতে আছে প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পস্টব্যাখ্যা" [সূরা নাহল -৮৯]

ধর্মনিরপেক্ষ এই মানুষগুলো সব ধর্মের মানুষদেরকেই শোষন করেছে। দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষের মধ্যে আজ কোটি কোটি মানুষের চেহারা ঢাকা পড়ে BMW আর বড় বড় অট্টালিকার ছায়ায়, আমরা সেগুলো দেখে ভাবি "দেশ এগিয়ে যাচ্ছে"। Domino's pizza তে হাসিমুখে বসে থাকা couple দেখে মনে হয় "আহ মানুষ না জানি কত সুখে আছে"। অথচ বেমালুম ভুলে গেছি ইসলামে পুজির আগে মৌলিক চাহিদা পুরণের প্রতি জোর দেয়। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন,

"আদম সন্তানের এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই -একটি ঘর, যেখানে সে বসবাস করে, এক টুকরো কাপড়, যা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে এবং এক টুকরা রূটি ও কিছু পানি, যা দিয়েসে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটায়".

"জোর যার মুল্লুক তার"-এই মুলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা এই দীর্ঘসূত্রী, দুর্বল ও রাজনীতিবিদের উদ্দেশ্য serve করা এই বিচার ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরে আছি বছরের পর বছর। মানবরচিত এই আইনগুলোর ফাঁকফোকড় দিয়ে যখন অপরাধীরা বের হয়, তখন নিরপরাধ মানুষদের বিনা বিচারে কাটিয়ে দিতে হয় বছরের পর বছর। এ এমন এক বিচার ব্যবস্থা যা ১৪ বছরের কোন মেয়েকে পতিতা হবার জন্য লাইসেন্স দেয়, কিন্তু ১৭ বছর বয়সে বিয়ে করাটাকে অপরাধ বলে গণ্য করে যখন আল্লাহ বলেছে

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গতসাক্ষ্যদান কর, যদিও তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা তোমাদের নিকতবর্তীআত্মীয় সজনের ক্ষতি হয় তবুও; কেউ যদি ধনী বা দরিদ্রও হয়, তবে আল্লাহ তোমাদেরথেকে তাদের প্রতি বেশি শুভাকাঙ্খী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে নিজেদের কামনাবাসনার অনুসরণ কোর না, আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে-পেচিয়ে কিংবা পাশ কাটিয়ে চলে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত" [সূরা নিসা -১৩৫]

কালো টাকাকে সাদা করা থেকে টেন্ডারবাজি, ট্যাক্স ফাকিঁ থেকে অযথা বিদেশি ঋণের বোঝা মানুষের উপর চাপিয়ে part নেয়া ... খাম্বার ব্যবসা থেকে শুরু করে ইডেন কলেজে পতিতাবৃত্তি, হালাল-হারামের আর ভাল-খারাপের ধার ধারেনি এই ধর্মনিরপেক্ষ লোক গুলো। যার ফলাফল আজ গুটিকয়েক মানুষের আজ দেশের সমস্ত সম্পদ, বাকিরা না খেয়ে মরে।

"... তোমাদের মধ্যকার ধন-সম্পদ যেন তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভুত না হয়" [সূরা হাশর -৭]

বন্ধু-আড্ডা-গান-নারী-নেশাতে তরূণ সমাজকে ব্যস্ত রাখতে ধর্মনিরপেক্ষ কালের কন্ঠ আর চ্যানেল আইদের অপচেষ্টার কোন শেষ নেই, আর নারীদেরকে তারা পরিণত করতে চায় ভোগপণ্য আর বিপণণ পণ্যতে। শরীরে axe মেখে কিভাবে opposite sex কে seduce করতে হবে তাই শেখানো হচ্ছে এই ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে।

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দা

নশীল পুরুষ , দানশীল নারী , রোযা পালণকারী পুরুষ , রোযা পালনকারী নারী , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ , , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী , আল্লাহর অধিক যিকরকারীপুরুষ ও যিকরকারী নারী -তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। “ [সূরাআহযাব -৩৫]

দৃশ্যপট থেকে আল্লাহ সুবহানাল্লাওয়া ’তাআলা কে সরিয়ে দিলে , মানুষের ভয় পাওয়ার আর কিছুই থাকে না , যার ফলাফল অবিচার, নৈরাজ্য , অশ্রদ্ধা আর বিশৃংখলা। সে অন্ধকারের দিকে যাবেই , রাষ্ট্রীয় জীবনই হোক বা ব্যাক্তিগত জীবন।

"এটি একটি গ্রন্থ , যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি —যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকারথেকে আলোর দিকে বের করে আনেন" [কুরআন ১৪:১]

কেউ একজন খুব চমতকার করে বলেছে কিভাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার কাজটা করতে হবে , সে কে জানিনা , কথাটা quote করলাম

”...কোরআনের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আপনাদের কোন পছন্দ নেই বা আশ্রয়ও নেই , যাতে আল্লাহসুবহানুয়াতালার যমিনে তার শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় , কারন আল্লাহ শাসন কর্তৃত্বের মাধ্যমে (বান্দাদের) রক্ষা করেন যা আল্লাহ কোরআন দিয়েও রক্ষা করেন না । কারণ আল্লাহ কোরআনকেএজন্য নাযিল করেননি যে এটা মৃত মানুষের জন্য পড়া হবে , অথবা এর আয়াতগুলো তাবিজ হিসেবেবিক্রির জন্য ,বা এজন্য নয় যে দেয়াল বা বসার ঘর এটা দিয়ে সাজানো হবে অথবা এজন্য নয় যেবিশেষ বিশেষ দিনে তা তাড়াহুড়া করে পড়া হবে । বরং আল্লাহ কোরআন নাযিল করেছেন যাতে এটামানবজাতিকে পথনির্দেশ দিতে পারে । যাতে আল্লাহর রহমতে একে গ্রহণের মাধ্যমে তারা অন্ধকারথেকে আলোর পথে নিজেদের নিয়ে আসতে পারে ও নিজেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে এবংযাতে দাসত্ব করতে পারে সব দাসদের সেই রবের ,যিনি তাদের পানির বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবংযাতে মানবজাতির জীবনের অপর্যাপ্ততা থেকে বের হয়ে পরিপুর্ণ বিকাশের দিকে আসতে পারে - এইদুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও ।

আমি আপনাদের আহবান জানাই ! শত বছরের ধুলো -ময়লা শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ানএবং আপনাদের পরিশ্রমী ভাইদের প্রচেষ্টার সাথে মিলিতো হোন , যারা আমানতদার , পরিশ্রমের সাথেকাজ করে , যাতে ইসলামের সম্মান ও শক্তি ফিরে আসে এবং যাতে নবী (সা :)-এর পদ্ধতির দ্বিতীয়খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয় । এভাবেই আল্লাহর প্রতি আপনাদের দায়িত্ব পরিপুর্ণ করুন । যাতে আপনাদেরকেউ কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারে । সুতরাং , আল্লাহর কাছে সাহায্য চান এটি করারজন্য , যাতে আল্লাহ আপনাদের সম্মানিত করতে পারেন উভয় জীবনে এবং যাতে আপনারা আল্লাহরসন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন ”

Collected From:
Brother
Zim Tanvir

A long drive with a girl alone ... Freedom or Slavery???

December 2, 2010 at 12:52 AM

একটা ঘটনা একবার শুনেছিলাম , আফ্রিকাতে যখন সাদারা এসে কালোদের উপর শাসন করতে শুর করল , তখন তারা দেখল শুধুমাত্র গায়ের জোরে এদেরকে বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। তখন তারা বাইবেল থেকে নুহ (আঃ) এর একটা ঘটনা explain/wrong explain করে কালোদেরকে বোঝালো যে কালোরা হল নূহ(আঃ) এর অভিশপ্ত সন্তানের বংশধর, তাই আমরা (সাদারা) তোমাদের থেকে superior, তাই আমরা যা বলব তাই কর। এরপর ব্যাপারটা বেশ সহজ , কালোদেরকে দাস বানিয়ে বছরের পর বছর শোষণ ...

West এর concept এখন পৃথিবীকে ভালই dominate করছে, তাদের *personal freedom (ব্যাক্তিস্বাধীনতা)* এর concept বেশ জনপ্রিয় , মানুষজন গোগ্রাসে গিলছে ! একটা মানুষ এর কাজে অন্য কোন মানুষের say থাকা উচিত না -এটা একটা well accepted বিষয়। নিজের ব্যাক্তিস্বাধীনতা একটা *fundamental right*, এটা একমাত্র west ই serve করে, অন্য কোন ideology করে না , এটা নাকি *superior* এবং *universally true concept*.

মানুষ কি মনে করে আমি জানিনা , আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান বলে west আমাদেরকে freedom দেয়ার নামে তাদের দাসে পরিণত করেছে , *pure slavery*, ইউরোপের medieval age এর slavery থেকেও এটা ভয়ঙ্কর।

আমার বয়সী একটা ছেলে কি চায় ? *girlfriend?* অনেক টাকা, মোজ-মাস্তি , "বন্ধু -আড্ডা -গানে হারিয়ে যাও *" ... hero* হও *... part* নাও *...*

হ্যা , এটা করার "স্বাধীনতা " আছে... অন্তত west এটাই বলে ... society এর "traditional" (বিশেষ করে Islamic) কিছু ব্যাপার থেকে "মুক্ত " ও "স্বাধীন " হয়ে চিন্তা করা এবং যা মন চায় তা করা , কোন বাধা নেই - ভালই লাগে শুনতে !

আচ্ছা সে কেন কয়েকটা specific কাজ করে cool হতে চায় ? কেন gf চায় কেন বিয়ে করতে চায় না ? কেন অনেক টাকা উড়াইতে চায় কিন্তু সেটা দান করতে চায় না ? কোন মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে তার ভাল লাগে কিন্তু family তে সময় দিতে ভাল লাগে না ? latest model এর পোষাকটা কেন কিনতেই হবে যখন তার ওয়ারড্রোব ভর্তি নতুন কাপড়?

সে যে কারণে সে এইসব করতে চায় তার কারণ এটার দিকে তাকে provoke করা হয়, ব্যাপারটা freedom থেকে আসে না ... যেমন gf এর ব্যাপারটা ...নাটক-movie গুলোতে gf maintain করার ব্যাপারটা খুব positively প্রেজেন্ট করে ... একটা cool ছেলে bike এ বসে আছে, একটা মেয়ে এসে কোমর জড়িয়ে ধরা মাত্রই bike ছুটতে লাগল ... পিছনে heavy background music ... চরম একটা ব্যাপার !

যদি একটা gf না থাকে , সেক্ষেত্রে , "এখনও পারলি না একটা মেয়েকে পটাতে " , "হিজড়া নাকি ", "gay নাকি ", "মেয়েদের সাথে কথা বলার bail নাই ???" মেয়েদের সাথে "smartly" কথা বলতে পারলেই আমি smart !

ঘটনাটা কি হল ?Society একটা ছেলেকে evaluate করার জন্য কিছু criteria fix করে দিল "gf", "money", "smartness", "fashionable" ... যদি সেটা achieve করতে পারা না যায় , তখন সেই ছেলে আর hero নাই। কি আর করা ? নিজেকে "অনেক চেষ্টা -চরিত্র " করে "smart" বানাও ... "জোর" করে একটা gf খুজ়তে থাকা আর পটানো ... টাকা উড়ানোর জন্য "বাধ্য " হয়ে income source খোজা ...মাঝে মাঝে সিগারেট টানো ...

West খুব চমতকার ভাবে খেলতে থাকে , আমরা এটা বুঝি না। সে আমাদেরকে physically এইসব করার জন্য বাধ্য করে না , psychologically করে ... বাধ্য করে এই ব্যাপারটা চিন্তা করার জন্য , accept করার জন্য। mind game !... "এটা কর, না হলে লাভ নাই ", "ওইটা কর, না হলে দাম নাই ", "সেটা না করলে cool হতে পারবে না " ... একটা continuous mental pressure ... পুরোমাত্রায় mind occupation ... Iraq occupation থেকেও ভয়ঙ্কর ...

Society তে "slim", "fair", "sexy" মেয়েদের অনেক কদর ... ফলাফল হল মেয়েদের উপর এটা নিয়ে একটা "pressure" কাজ করে ..."স্লিম হও ", "মুখে এটা ওটা মাখতে থাক না হয় সুন্দর দেখাবে না ", "ছেলেরা তাকাবে না " etc etc ...

কি আর করা? মেয়েরা তখন নিজেদের কে "যেভাবে society চায় " ঠিক "সেভাবে " নিজেকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে চরম একটা "pressure" feel করে ... হতে পারে সেটা প্রভা কিংবা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার অন্ধ অনুকরনে। সে বাধ্য হয় তার freedom টা কে সেই দিকে ধাবিত করতে যেদিকে করতে society তাকে provoke করে। বাংলাদেশে একটা institute এর কথা শুনেছিলাম যেখানে মেয়েরাও সিগারেট টানে "corporate look" নেয়ার জন্য ! কাপড়ে-চোপড়ে "smart" হওয়া তো বাদই দিলাম।

নিজেদেরকে আমরা change করতে বাধ্য হই ... according to what media demands and what they highlight positively ... রুবাবা দৌলা মতিন হতে চেষ্টা করি , কিন্তু বিবি ফাতেমা না , কারন media রুবাবাকে hero হিসেবে দেখায় , বিবি ফাতেমাকে না। কিংবা বিল গেটসকে নিয়ে আমরা idol হিসেবে দেখি , আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে না (তিনি রাসূল এর একজন সাহাবী , হয়ত নামও জানিনা), উনি আলোচনার বিষয় না।

Media ই ঠিক করে আমি আসলে কি চাইব, আমি আসলে কি হব। media ই determine করে আমাদের কোন কাজটা করা উচিত, কোনটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত। এখানে freedom আছে ভাবলে ভুল হবে , আমরা mentally occupied, arrested.

Society কে এই ভোগবাদ এর দিকে move করানোর কাজটা media করে না , media যারা control করে তারা , handful of capitalists, handful of disbelievers. নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা আমাদেরকে তাদের মত করে তৈরি করে , আর আমাদেরকে বলে আমরা নাকি free ! মানুষ হয়ে মানুষের দাসত্ব !

LUX কোম্পানির business এর জন্য কোটি টাকা business এর স্বার্থে বলে , 'আয়েশ কর ঐশ্বরিয়ার মত ' ... djuice ঠিক একই কারনে বলে, 'বন্ধু আড্ডা গান -হারিয়ে যাও ' ... axe যখন বলে *"very very sexy"*-সেটার পিছনেও ভিন্ন কোন কারন থাকে না। শাহরুখ খানের ad এর underwear টা ই কি আমাকে পরতে হবে ? ব্রিটনি স্পিয়ার্স এর chewing gum এর জন্য আমরা কিই না করলাম ... আর আমরা ভাবছি আমরা তো অনেক cool হয়ে গেলাম।অথচ submit করলাম কিছু মানুষেরই হাতে। তারা আমাকে সৃষ্টিও করেনি , মৃত্যুও দেবেনা ,

আখিরাতেও আমাকে চিনবেনা, কোন ক্ষমতাই নাই।

“হে মানবজাতি! একটি উপমার কথা শোন। নিঃসন্দেহে আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাক তারা কখনও একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না যদিও তারা সেজন্য একত্রিত হয় ” [সূরা হাজ্জ-৭৩]

ইসলাম শব্দের অর্থ submission,সমর্পণ-কোন মানুষের কাছে নয়, আল্লাহর কাছে, মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সবকিছু। society, tradition, people, instinct সব কিছু থেকে freedom অর্জন করে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ।

“আর মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তো আল্লাহর, আল্লাহর প্রতিই প্রত্যাবর্তন” [সূরা নূর-৪২]

“তুমি বল, আল্লাহই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন তারপর তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন কিয়ামতের দিনে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না” [সূরা জাসিয়া-২৬]

“তুমি কি তাকে দেখনি যে তার খেয়াল খুশিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? আর আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে পথভ্রষ্ট হতে দিয়েছেন” [সূরা জাসিয়া-২৩]

এই সহজ ব্যাপারটা যেন আমরা বুঝতে পারি … may Allah guide us.

Collected From:
Brother
Zim Tanvir

ঈদ এবং...

December 3, 2010 at 12:00 AM
ইসলামের স্বাতন্ত্র্য
মো. এনামুল হক

আমরা অনেক সময়ই আমাদের দ্বীন নিয়ে গর্ব করি - নিজেদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ভিত্তিক জাতি বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করি । একই কথা ভৌগলিক সীমারেখা ভিত্তিক ন্যাশন-স্টেটের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমরা স্বভাবতই আমাদের দেশকে ভালোবাসি এবং একধরনের গর্ব বোধও করি। ভালোবাসতে যদিও কোন বিশেষ কারণের বা যুক্তির ধার ধারতে হয় না, কিন্তু গর্ব বোধ করতে হলে কিছু কারণ থাকতে হয় বইকি! আমি যখন কাউকে গর্ব মিশ্রিত স্বরে বলবো: ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ দ্বীন (বা ধর্ম) - তখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারে যে, কেন বা কিভাবে? প্রিয় ভাই-বোনেরা আপনারা ভেবে দেখেছেন যে, হঠাৎ কেউ যদি
আপনাকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে বসে, তবে আপনি কি জবাব দেবেন? বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ থাকলে আপনি হয়তো অনেক কিছু বলে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তার অবকাশ না থাকলে তৎক্ষণাৎ কি বরবেন?

আমরা খুব সহজ তিনটি দিক বলতে পারি:

১) আর সকল ধর্মেই কোন না কোন রূপে সৃষ্ট বস্তুর পূজা, অর্চনা, আরাধনা বা ইবাদত করা হয়। কিন্তু কেবলই এক আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়। এখানে কোন ছাড় পাবার উপায় নেই - কুর’আনে বলেছেন যে, তিনি “শিরক” ক্ষমা করবেন না, তবে এর চেয়ে ছোট [তাঁর কাছে করা] যে কোন পাপ/অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন [অবশ্য বান্দার হক্ব নষ্ট করা যে কোন পাপের হিসাব, ঐ মজলুম বান্দার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে]। ইবাদতের কোন কাজে কাউকে অংশীদার ভাবার/করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।

২) আর সকল ধর্মাবলম্বীরা তাদের মর্জিমত আইন বা অনুশাসন পরিবর্তন করে থাকে - সামাজিক, মানসিক বা পারিপর্শ্বিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে। যেমন ধরুন এখন থেকে ২০০ বছর আগেও খৃষ্টানরা সুদকে, আমরা যেমন হারাম মনে করি, তেমনি হারাম মনে করতো - কিন্তু এখন আর করে না। অথবা মাত্র ৫০ বছর আগেও পশ্চিমা খৃষ্টান জগতে সমকামিতা লজ্জার বিষয় ছিল, অথচ আজ তা গর্বের বিষয়। কিন্তু ইসলামে, ধর্মের আইন বা অনুশাসন
অপরিবর্তিত থাকে - নও মুসলিম বা সাময়িক বিচ্যুত ও বিপথগামী মুসলিমকে সেই অলঙ্ঘনীয় আইনে ও অনুশাসনে ফিরে আসতে হয়। আমার বাবা জানতেন না যে, ইসলামে সুদ হারাম, তাই তিনি হয়তো সুদভিত্তিক ব্যাঙ্ক ঋণ নিতেন - কিন্তু আমি যখন জেনেছি যে সুদ হারাম, আমাকে আমার পরিবারসহ আবার শুদ্ধ মূল ধারায় ফিরে আসতে হবে।
এজন্যই খৃষ্টানের ছেলে জন্মগতভাবেই খৃষ্টান হয়ে থাকে, ইংলিশম্যানের ছেলে জন্মগতভাবেই ইংলিশ হয়ে থাকে - কিন্তু মুসলিমের ছেলে অটোম্যাটিক মুসলিম হয়ে যায় না। তাকে সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হতে হয়। তা না হলে, তার একটা মুসলিম নাম থাকে বটে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মুসলিম স্ট্যাটাস থাকে না।

৩) অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের উৎসবগুলো হচ্ছে বাঁধনহারা আনন্দ, অবারিত ইন্দ্রিয়সুখে নিমজ্জিত হবার আয়োজন - শরীরী ভোগসুখে গা ভাসিয়ে দেবার সুবর্ণ সুযোগ। যারা ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় ক্রিসমাস বা নববর্ষ দেখেছেন, যারা মিয়ানমার বা থাইল্যান্ডে ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল দেখেছেন, অথবা যারা ভারতে দীপাবলি বা হোলী দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি - মদ, জুয়া আর ব্যভিচারের বন্যা বয়ে যায়, আর তার সাথে সীমাহীন অপচয় তো রয়েছেই। আর ইসলামের উৎসব - যা বাৎসরিক মাত্র দু’টি [আর সাপ্তাহিক পর্যায়ে
একটি অর্থাৎ জুম্মা] সেগুলো কেমন হবার কথা? প্রথমত সেগুলো হচ্ছে ভাব গম্ভীর ইবাদত বা উপাসনার দিন
- বাঁধভাঙ্গা উচ্ছৃঙ্খলতার মৌসুম মোটেই নয়। আমরা এমনি দিনে ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, কিন্তু ঈদের দিনে আমরা আরো একটা অতিরিক্ত সালাত আদায় করি আরো বড় সামাজিক জামাতে - যেখানে আমরা

প্রার্থনা করি যে, যেন আমাদের সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলি [যেমন, সিয়াম, তারাবী, ইতিকাফ ইত্যাদি] কবুল করেন। আমরা দান খয়রাত করি, জাকাত-ফিতরা আদায় করি - আমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করি। আমাদের মাঝে আরো প্রশান্তি ও শান্তির ছায়া নেমে আসার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণে বা পশ্চিমা প্রভুদের অনুকরণে আমরা সেই স্বাতন্ত্র্য ও সেসব ঐতিহ্য ক্রমেই হারিয়ে ফেলছি - ঈদের সুন্নাহ শুভেচ্ছা বা সম্ভাষণটাও আমরা ভুলে গিয়েছি। আজ দেখা যায়, ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে খাবার ভাগাভাগি করা মানুষের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা দেড় লক্ষ টাকার লেহেঙ্গা বা গারারা কেনার নির্লজ্জ প্রতিযোগীতায় মেতে উঠি, যাতে ঈদের দিন আমাদের বধূ-মাতা-কন্যারা পর-পুরুষের দেহ মনে পুলক সৃষ্টি করে নির্লজ্জ অহঙ্কারে রাস্তায় হেটে বেড়াতে পারে। পুরু লোহা-নির্মিত রুদ্ধ সিংহদ্বারের ভিতরে আবদ্ধ একান্ত নিজস্ব প্রকোষ্ঠে বসে ভুরিভোজন উত্তর ঢেকুর তুলতে তুলতে আমরা ভাবি, টেলিভিশনের কোন চ্যানেলের অশ্লীলতার কোন বিশেষ আয়োজনটা আজ, ঈদের দিনে, উপভোগ করবো! বাজারে কেনাকাটা আর অপচয়ের প্রতিযেগিতার ধূম আর ভোগ-সুখের আয়োজন দেখে, যে কারো পশ্চিমের ক্রিসমাস অথবা পুরাতন বাংলা উপন্যাসে দুর্গা-পূজার আয়োজনের কথা মনে পড়ে যাবে - সহজেই বোঝা যায় যে, আমরা এসব উচ্ছলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অন্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি।
কে বলবে যে, দীর্ঘ একমাস সময় আমরা সংযম আর কৃচ্ছতার ট্রেনিং নিয়েছি! , তুমি তোমার অন্ধ বান্দাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসো - ভোগ-সুখে গা ভসিয়ে দেবার জন্য মুসলিমরা যে পৃথিবীতে আসেনি, একথাটা তাদের আবার মনে করিয়ে দাও!!

যাহোক ‘ঈদ মুবারাক নয়’, সুন্নাহ শুভেচ্ছা হচ্ছে:

”তাকব্বালাল্লাহু মিননা ওয়া মিনকুম”
যেন আমাদের ভালো কাজগুলো [এই একমাসের যাবতীয় ইবাদত, সাদাক্বা ইত্যাদি] এবং তোমাদের ভালো কাজগুলো কবুল করেন।

তীব্র গরমে বিনামূল্যে আরামদায়ক ছায়া পেতে হলে...

December 3, 2010 at 12:38 AM
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

“সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই অবশিষ্ট থাকবে না। (তারা হলো:)

(১) ন্যায়পরায়ন শাসক,
(২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে বড় হয়েছে,
(৩) যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেও তার অন্তর এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে,
(৪) এমন দু’জন লোক যারা আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করেছে; এই সম্পর্কেই একত্র থাকে এবং বিচ্ছিন্ন হয়,
(৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী রূপসী নারী (খারাপ কাজে) আহ্বান করেছে কিন্তু সে তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে; আমি আল্লাহকে ভয় করি,
(৬) এমন ব্যক্তি যে এত গোপনের দান-সদকা করেছে যে, তার ডান হাত যা দান করেছে তার বাম হাতও তা জানতে পারেনি যে, ডান হাত কি দান করেছে,
(৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং তার দু’চোখ বয়ে পানি পড়েছে।”

[বুখারী: ৬৬০, মুসলিম: ১০৩১]

মনুষ্যত্ব

December 4, 2010 at 11:34 AM

And 'Ad and Thamud (people)! And indeed (their destruction) is clearly apparent to you from their (ruined) dwellings. Shaitan (Satan) made their deeds fair-seeming to them, and turned them away from the (Right) Path, though they were intelligent. [Al Quran 29:38]
আমাদেরও ঠিক সেই জিনিস গুলোর দোহাই দেওয়া শেখানো হচ্ছে যেগুলোর অভাব ছিল না আ 'দ আর সামুদ জাতিদেরও। আর এভাবেই আমাদের সব অন্যায় পাপকাজ গুলো বৈধতা লাভ করছে আমাদের কাছে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকে ..
শোন হে মানুষ ভাই ,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।
এখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানকারী হিসেবে যে জিনিসটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তা হল মনুষ্যত্ব। আবার কখনও বা চেষ্টা করা হয় আমাদের সামনে বাঁধাহীন মুক্ত জীবনের আস্বাদটিকে তুলে ধরার।
বনের পাখি বলে আকাশ ঘন নীল,
কোথাও বাঁধা নাহি তার।
খাঁচার পাখি বলে খাঁচাটি পরিপাটি ,
কেমনে ঢাকা চারিধার।
আর আমরাও ঐ কথাগুলোর ধারের আড়ালে কি লুকিয়ে আছে সেটা খেয়াল না করেই কাবু হয়ে যাই। আমরা বিশ্বাস করি ,
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।
আবার আমরা কিছু নির্দিষ্ট বাঁধা ধরা নিয়মের আওতায় থাকতেও নারাজ। আমরা স্বাধীনতা খুঁজি। আমরা দাবী করি যে ,
মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর একজন বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসুল।
কিন্তু নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে মনে করি না , হয়ত মেনে নিতে পারি না। কারন দাসত্বের বন্ধনে বন্দী হতে তো আমাদের কে শেখানো হয় নি। আমাদের ধারনা আমরা আকাশের বিশালতার সাথে তো পরিচিত। কিন্তু মহান রবের বিশালতা কি ঐ আকাশকে হার মানাতে পারবে কি না ভেবে দেখা হয় নি। এই হল আসলে মানুষের সেই সীমাহীনতার নমুনা যাকে কিনা সবার উপরে সত্য বলে দাবী করা হয়।

ধ্রুব মানদন্ড হিসেবে মনুষ্যত্ব

মনুষ্যত্ব , বিবেক এই জিনিস গুলো হয়ত আমার নাই , কিংবা এগুলো বোঝার মত ক্ষমতাই হয়ত আমার নাই। কারন আমার সংজ্ঞায় , মনুষ্যত্ব আমায় বলে দেবে কোন কাজটি ন্যায় , আর কোনটি অন্যায়। আমি তো জানি ,

- কাউকে হত্যা করা অন্যায়।
- দুর্বলের উপর জুলুম করা অন্যায়।
- কারো মতের উপর নিজের মত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়।
- চোখের সামনে অন্যায় দেখলে তার প্রতিরোধ না করা অন্যায়।

কিন্তু তবে কেন আমি পশু হত্যা করে খাওয়াকে অন্যায় বলি না। তবে কেন আমি নিরীহ উদ্ভিদটির জীবনের সমাপ্তি ঘটাই কেবল আমার নিজের জীবনের গতিময়তার জন্য। আমার মনুষ্যত্ব তো তখন আমায় বলে না যে, যেহেতু তোমার নিজের খাদ্য নিজে বানানোর ক্ষমতা নাই . সেহেতু অন্যের জীবন নষ্ট না করে তোমার জীবনের উৎসর্গ কর ? হায় রে মনুষ্যত্ব ! এই তোমার বিশালতা ??? কেন কেবল আমার নিরীহ ভাইকে মেরে যখন আমার survival এর জন্য তার সম্পদ গুলো আমি আত্নসাৎ করি , তখন ই গিয়ে বলে ওঠো .."ঠিক না , অন্যায় "। গাভীর দুধ যে খাচ্ছ , কখনো কি তাকে জিজ্ঞেস করেছ যে তুমি খাও তা সে চায় কিনা ? না তার

সন্তানের জন্য চায় ? তা তো করবো না। কারন তার সন্তান তো আর না খেয়ে মারা যাচ্ছে না ! তার সন্তানের জন্যেও তো আমি বেশ ভালো একটা অংশই রাখি। আমি তাকে খাওয়াই , আমার তো কিছু অধিকার আছে তাই না ? ফাইল আটকে রেখে ঘুষ খাওয়ার সময় হয়ত এ জন্যই মনুষ্যত্ব বেচারা চুপটি মেরে থাকে কেননা আমি তো মক্কেলের সব টাকা পয়সা নিয়ে নিচ্ছি না। তার স্ত্রী , ছেলে মেয়ে না খেয়ে মরবে জানলে আমি একটি টাকাও নেব না। তাছাড়া .. আমি তার কাজটা করে দিচ্ছি ...কিছু দাবী তো আছে। আমি যদি সামান্য টাকা কয়টা না নেই তবে আমার পরিবার চলবে কিভাবে ? তাই আমি সবল বিধায় যেভাবে নিরীহ গরু আমার খাদ্য হয় , ঠিক সেভাবেই আমার কাছে উনার ফাইল আটকা বিধায় আমি উনার কাছ থেকে টাকাও আদায় করবো !

আমি একজনের উপর ভীষন ক্ষুব্ধ। ওকে খুন করে ফেলা উচিত। এ জন্য শাস্তি তো দুরের কথা ওর মত একটা জানোয়ার মারার জন্য আমায় পুরষ্কৃত করা উচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি যদি ওকে খুন করেই ফেলি তবে আমার ফাঁসি হবে। অথচ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমায় পুরষ্কৃত করা উচিত। আমার উপর তবে কি ঐ শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না ?
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে ,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।
ছোট বেলায় আবার এ ও পড়েছিলাম। প্রতিনিয়ত বাঘ খেয়ে চলেছে হরিণ , সাপ খাচ্ছে ব্যাঙকে। তবে কি এগুলো অন্যায় না এজন্য যে এটাই নিয়ম। আমার মনুষ্যত্ব তবে এও বলবে ঘুষ দেয়া নেয়াই নিয়ম। অথবা সাপ ব্যাঙ মারুক আর বিড়ালটা ইঁদুর মারুক তাতে আমার কি ? তাহলে আমার দেশের সব মানুষ না খেয়ে মরুক   তো ভালোই আছি মার কি ? --সেটা আবার সমস্যা !!! হতে পারে ইঁদুর -বিড়াল কিংবা বাঘ -হরিন তো আর মানুষ না। তবে এটা কেন সম্ভব নয় যে আমি সাদা চামড়ার বলে কালো চামড়ার মানুষকে অত্যাচার করবো তারা তো সাদা চামড়ার মানুষ না কে জানে অ্যামেরিকানরাও কি আজ একই যুক্তি দেখিয়ে ইরাক আফগানিস্তানে হত্যাযজ্ঞ চালায় কিনা যে , ওরা তো অ্যামেরিকান না।

মনুষ্যত্ব , বিবেক যাই বলি না কেন আমার প্রয়োজন যেমন ঠিক তেমনি তাদের সংজ্ঞা। আমার প্রয়োজনে পতিতাবৃত্তিও মানবিক আর আমার প্রয়োজনে বিয়েও অমানবিক হতে বাধ্য।

একজন চোর ঐ চিন্তা ভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তার চুরি করা ছাড়া গতি নাই। ভালো -মন্দ , ন্যায় অন্যায় বিচার করা মানুষের পক্ষে কখনই পুর্ণাঙ্গভাবে সম্ভব না। তাই মনুষ্যত্ব কখনই কোন আদর্শ মানদন্ড হতে পারে না যা অনুযায়ী মানুষ চলবে। ঠিক একই কারনে বলা চলে যে মানুষের তৈরি কোন বিধানই ত্রুটি মুক্ত হতে পারে না। তা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। তাই ইলাহহিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে/কিছুকে নেয়া অন্তত কোন মুসলিমের কাজ না।
Have you seen he who has taken as his god his [own] desire, and Allah has sent him astray due to knowledge and has set a seal upon his hearing and his heart and put over his vision a veil? So who will guide him after Allah ? Then will you not be reminded?(Surat Al-Jāthiyah: 23)
সমস্যা হল আমাদের কে শেখানো হচ্ছে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরন করতে। আমাদের কে শেখানো হচ্ছে নিজের মুল্যবোধকে কাজে লাগাতে। আল্লাহ কি বলেছেন তা দেখতে নয়। একজন মুসলিম মানেই হল আল্লাহ তার ইলাহ। আল্লাহকে একজন মুসলিম কেবল মাত্র স্রষ্টা হিসেবেই দেখে না। ইলাহ হিসেবে দেখে। আর মুসলিম মাত্রই আল্লাহকে সর্বজ্ঞ মানে। একজন মুসলিম যদি বলে যে আল্লাহর সিদ্ধান্তের চাইতে আমার বা ওমক লোকের দেওয়া সিদ্ধান্তটাই হল উত্তম তবে তা স্পষ্ট কুফর। কারন আল্লাহর চাইতেও জ্ঞানী তবে কোন মানুষকে ঘোষনা করা হয়। তো এটাই স্বাভাবিক যে আমি মুসলিম হিসেবে মনে প্রানে বিশ্বাস করবো যে আল্লাহর বিধান আমার ও সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যানকর। আর তাই আল্লাহর বিধান মানা হোক তাই হবে আমার কাম্য। কিন্তু আমাদেরকে যে ইনজেকশন গুলো দেয়া হচ্ছে সেগুলোর ফলাফল এই যে , চুরির শাস্তি হাত কাটা অমানবিক যদি কোন রাষ্ট্রে ইসলামী ইন থাকে তবে অমুসলিমদের উপর তা চাপানো হয় -- অনেক মুসলিমের মুখেই এ ধরনের কথা শোনা যায়। তার মানে কি সে মুসলিম ভাই এ বিষয়ে নিশ্চিত নন যে আল্লাহর আইন অমুসলিম দের জন্য কল্যানকর কিনা। বা আল্লাহ এ বিষয়টা চিন্তা করে দেখেন নাই। --নাউযুবিল্লাহ।

আমরা যে সমাজে বাস করছি সেখানে ইসলামের বিধান প্রয়োগ হচ্ছে না। আমরা যে বিধান প্রনয়ন করেছি তা আমাদেরই হাতে গড়া। অথচ যারা এই বিধানকে নিজেদের জন্য পছন্দ করেছেন তারা সবাই মুসলিম বলে নিজেদের স্বীকার করেন। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বিধান সম্পর্কেও তাদের অজ্ঞ থাকার কথা নয়। আমরা

মুসলিম হয়েও এই সহজ বিষয়গুলো, এই সব ইঞ্জেকশন গুলো ধরতে পারছি না এর কারনও এই ইঞ্জেকশন গুলোই।

আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে কেন বাল্য বিয়ে খারাপ। কিন্তু এর ব্যাখ্যা সব সময়ই এড়িয়ে যাওয়া হয় একজন পুরুষের সাথে ১৭ বছর ১১ মাসের নারীর বৈধ শারীরিক সম্পর্ক অবৈধ করা হলেও একাধিক পুরুষের সাথে কেন ১৪ বছর থেকেই শারীরিক সম্পর্ক রাখা যায়। কি জানি! হয়ত অর্থনৈতিক কারনে। Capitalist সমাজ হয়ত একে রোজগারের উৎস হিসেবে দেখে। একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের সময় শত আইনী বাঁধা আর সমাজের বিদ্রুপবাক্য সত্ত্বেও একাধিক পুরুষের সাথে মহিলার শারীরিক সম্পর্ক তা যদি হয় টাকার বিনিময়ে সেক্ষেত্রে কেন আইনী সমস্যা নাই। পুরুষেরা সিনেমা, নাটক আর টিভি চ্যানেল এ যতই হাজারো নারীর দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাক না কেন সমাজের সেখানে কিছুই আসে যায় না। নিজের ছেলে সারা রাত মোবাইলে কি জরুরী কথা সারছে তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাতেই যত দোষ। মুসলিমদেরকে এই মরীচিকা থেকে কে উদ্ধার করবে যদি তারা নিজেরাই সত্য থেকে বিমুখ থাকে?

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই) কালিমাটির অর্থ তখনকার কাফির মুশরিক আরবরাও আমাদের চাইতে ভালো বুঝত।

ইসলামের স্বাতন্ত্র্য

December 6, 2010 at 9:39 PM
মো. এনামুল হক

আমরা অনেক সময়ই আমাদের দ্বীন নিয়ে গর্ব করি - নিজেদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ভিত্তিক জাতি বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করি । একই কথা ভৌগলিক সীমারেখা ভিত্তিক ন্যাশন-স্টেটের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমরা স্বভাবতই আমাদের দেশকে ভালোবাসি এবং একধরনের গর্ব বোধও করি। ভালোবাসতে যদিও কোন বিশেষ কারণের বা যুক্তির ধার ধারতে হয় না, কিন্তু গর্ব বোধ করতে হলে কিছু কারণ থাকতে হয় বইকি! আমি যখন কাউকে গর্ব মিশ্রিত স্বরে বলবো: ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ দ্বীন (বা ধর্ম) - তখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারে যে, কেন বা কিভাবে? প্রিয় ভাই-বোনেরা আপনারা ভেবে দেখেছেন যে, হঠাৎ কেউ যদি

আপনাকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে বসে, তবে আপনি কি জবাব দেবেন? বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ থাকলে আপনি হয়তো অনেক কিছু বলে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তার অবকাশ না থাকলে ততক্ষনাত কি বরবেন?

আমরা খুব সহজ তিনটি দিক বলতে পারি:

১) আর সকল ধর্মেই কোন না কোন রূপে সৃষ্ট বস্তুর পূজা, অর্চনা, আরাধনা বা ইবাদত করা হয়। কিন্তু কেবলই এক আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়। এখানে কোন ছাড় পাবার উপায় নেই - কুর’আনে বলেছেন যে, তিনি “শিরক” ক্ষমা করবেন না, তবে এর চেয়ে ছোট [তাঁর কাছে করা] যে কোন পাপ/অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন [অবশ্য বান্দার হক্ব নষ্ট করা যে কোন পাপের হিসাব, ঐ মজলুম বান্দার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে]। ইবাদতের কোন কাজে কাউকে অংশীদার ভাবার/করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।

২) আর সকল ধর্মাবলম্বীরা তাদের মর্জিমত আইন বা অনুশাসন পরিবর্তন করে থাকে - সামাজিক, মানসিক বা পারিপর্শ্বিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে। যেমন ধরুন এখন থেকে ২০০ বছর আগেও খৃষ্টানরা সুদকে, আমরা যেমন হারাম মনে করি, তেমনি হারাম মনে করতো - কিন্তু এখন আর করে না। অথবা মাত্র ৫০ বছর আগেও পশ্চিমা খৃষ্টান জগতে সমকামিতা লজ্জার বিষয় ছিল, অথচ আজ তা গর্বের বিষয়। কিন্তু ইসলামে, ধর্মের আইন বা অনুশাসন

অপরিবর্তিত থাকে - নও মুসলিম বা সাময়িক বিচ্যুত ও বিপথগামী মুসলিমকে সেই অলঙ্ঘনীয় আইনে ও অনুশাসনে ফিরে আসতে হয়। আমার বাবা জানতেন না যে, ইসলামে সুদ হারাম, তাই তিনি হয়তো সুদভিত্তিক ব্যাঙ্ক ঋণ নিতেন - কিন্তু আমি যখন জেনেছি যে সুদ হারাম, আমাকে আমার পরিবারসহ আবার শুদ্ধ মূল ধারায় ফিরে আসতে হবে।

এজন্যই খৃষ্টানের ছেলে জন্মগতভাবেই খৃষ্টান হয়ে থাকে, ইংলিশম্যানের ছেলে জন্মগতভাবেই ইংলিশ হয়ে থাকে - কিন্তু মুসলিমের ছেলে অটোম্যাটিক মুসলিম হয়ে যায় না। তাকে সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হতে হয়। তা না হলে, তার একটা মুসলিম নাম থাকে বটে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মুসলিম স্ট্যাটাস থাকে না।

৩) অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের উত্সবগুলো হচ্ছে বাঁধনহারা আনন্দ, অবারিত ইন্দ্রিয়সুখে নিমজ্জিত হবার আয়োজন - শরীরী ভোগসুখে গা ভাসিয়ে দেবার সুবর্ণ সুযোগ। যারা ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় ক্রিসমাস বা নববর্ষ দেখেছেন, যারা মিয়ানমার বা থাইল্যান্ডে ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল দেখেছেন, অথবা যারা ভারতে দীপাবলি বা হোলী দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি - মদ, জুয়া আর ব্যভিচারের বন্যা বয়ে যায়, আর তার সাথে সীমাহীন অপচয় তো রয়েছেই। আর ইসলামের উত্সব - যা বাত্সরিক মাত্র দু’টি [আর সাপ্তাহিক পর্যায়ে

একটি অর্থাত্ জুম্মা] সেগুলো কেমন হবার কথা? প্রথমত সেগুলো হচ্ছে ভাব গম্ভীর ইবাদত বা উপাসনার দিন - বাঁধভাঙ্গা উচ্ছৃঙ্খলতার মৌসুম মোটেই নয়। আমরা এমনি দিনে ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, কিন্তু ঈদের দিনে আমরা আরো একটা অতিরিক্ত সালাত আদায় করি আরো বড় সামাজিক জামাতে - যেখানে আমরা প্রার্থনা করি যে, যেন আমাদের সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলি [যেমন, সিয়াম, তারাবী, ইতিকাফ ইত্যাদি] কবুল করেন। আমরা দান খয়রাত করি, জাকাত-ফিতরা আদায় করি - আমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করি। আমাদের মাঝে আরো প্রশান্তি ও শান্তির ছায়া নেমে আসার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণে বা পশ্চিমা প্রভুদের অনুকরণে আমরা সেই স্বাতন্ত্র্য ও সেসব ঐতিহ্য ক্রমেই হারিয়ে ফেলছি - ঈদের সুন্নাহ শুভেচ্ছা বা সম্ভাষণটাও আমরা ভুলে গিয়েছি। আজ দেখা যায়, ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে খাবার ভাগাভাগি করা মানুষের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা দেড় লক্ষ টাকার লেহেঙ্গা বা গারারা কেনার নির্লজ্জ প্রতিযোগীতায় মেতে উঠি, যাতে ঈদের দিন আমাদের বধূ-মাতা-কন্যারা পর-পুরুষের দেহ মনে পুলক সৃষ্টি করে নির্লজ্জ অহঙ্কারে রাস্তায় হেটে বেড়াতে পারে। পুরু লোহা-নির্মিত রুদ্ধ সিংহদ্বারের ভিতরে আবদ্ধ একান্ত নিজস্ব প্রকোষ্ঠে বসে ভুরিভোজন উত্তর ঢেকুর তুলতে তুলতে আমরা ভাবি, টেলিভিশনের কোন চ্যানেলের অশ্লীলতার কোন বিশেষ আয়োজনটা আজ, ঈদের দিনে, উপভোগ করবো! বাজারে কেনাকাটা আর অপচয়ের প্রতিযেগিতার ধূম আর ভোগ-সুখের আয়োজন দেখে, যে কারো পশ্চিমের ক্রিসমাস অথবা পুরাতন বাংলা উপন্যাসে দুর্গা-পূজার আয়োজনের কথা মনে পড়ে যাবে - সহজেই বোঝা যায় যে, আমরা এসব উচ্ছলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অন্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি।

কে বলবে যে, দীর্ঘ একমাস সময় আমরা সংযম আর কৃচ্ছতার ট্রেনিং নিয়েছি! , তুমি তোমার অন্ধ বান্দাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসো - ভোগ-সুখে গা ভসিয়ে দেবার জন্য মুসলিমরা যে পৃথিবীতে আসেনি, একথাটা তাদের আবার মনে করিয়ে দাও!!

যাহোক ‘ঈদ মুবারাক নয়’, সুন্নাহ শুভেচ্ছা হচ্ছে:

”তাকব্বালাল্লাহু মিননা ওয়া মিনকুম”

যেন আমাদের ভালো কাজগুলো [এই একমাসের যাবতীয় ইবাদত, সাদাক্বা ইত্যাদি] এবং তোমাদের ভালো কাজগুলো কবুল করেন।

ওয়াইলুল লি কুল লি হুমাযাতিল লুমাযাহ

December 7, 2010 at 2:58 PM

সূরা হুমাযাহ এর প্রথম লাইন। এর মধ্যে বেশ একটা ছন্দ আছে, আমার খুব ভাল লাগত, তাই কবিতার লাইনের মত আওড়াতাম - মানে সম্পর্কে কোন ধারণাই না রেখে। সেদিন একজনের মুখে শুনলাম হুমাযাহ আর লুমাযাহ এই শব্দ দুটি দিয়ে নাকি ২৩ ধরণের আচার আচরণকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাফসিরটা শুনলাম, ভয় খেলাম, যথারীতি আরো একবার মানুষের কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহর জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হলাম।

প্রেক্ষাপট:

সূরা হুমাযাহ হচ্ছে কুরআনের শেষ পারার প্রায় শেষের দিকের একটা সূরা। ধারাবাহিকতার দিক থেকে এই সূরার বেশ একটা তাৎপর্য আছে। আল্লাহ জানেন কুরআনের শেষ পারার মিনি সূরাগুলিই বেশি মানুষ শিখবে আর পড়বে, তাই অল্প ছোট্ট ছোট্ট লাইনে বিপুল মেসেজ দেয়া আছে। বলা হয় তিন লাইন বিশিষ্ট সূরা আসর নাকি একজন মুসলিমের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আর শেষ পারার অর্থ পড়লে দেখবেন নিয়ম কানুনের চেয়ে এখানে স্পিরিচুয়ালিটির উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। মানুষের কিছু অপছন্দনীয় স্বভাবের সমালোচনা করা হয়েছে এবং পরকালে তার শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সূরা হচ্ছে হুমাযাহ; এখানে দোজখের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপটা তুলে ধরা হয়েছে, পুরো কুরআনের আর কোথাও শাস্তিকে এত কঠিন করে বলা হয়নি।

জানেন, সূরা হুমাযাহর বিষয়বস্তু কী? যারা বলেন কুরআন কল্পিত কিছু জায়গার বর্ণনা আর পুরানো গল্প রূপকথার সংকলন তারা একটু ধৈর্য ধরে পড়ে দেখেন।

পুরনো বান্ধবীর সাথে ফোনে কথা বলছি, অন্যরা কে কেমন আছে খোঁজ নিচ্ছি। চট করে ওপাশ থেকে বলে ফেলল, 'জানিস সিমির বিয়ে হয়েছে, জামাইটা দেখতে একদম সুন্দর না।' অথবা 'রিদিমা কীইইই মোটা হইসে দেখসিই্ইস......' অথবা 'আমার শাশুড়ির কাজকাম দেখলে মেজাজটা এমন খারাপ হয়..'. ছেলেদের বেলায় 'শাফিন কি এখনো ওই ১২,০০০ টাকার চাকরিই করে?' 'দুইদিন পরপর জিএফ চেঞ্জ করে কেন?' 'পোলাটার ভাবস মারা আর শেষ হইলনা।'

আমার মনে হয় সবাই বুঝে গেছেন আমি কী বলতে চাচ্ছি। জ্বী। সূরা হুমাযাহ আপনাকে আমাকে নিয়েই কথা বলছে। এখন দু'একটা কমন রেসপন্স এর উত্তর দেই।

'বাহ! সে করতে পারবে আর আমি বলতে পারবনা?'

- জ্বী না। সে কিছু করলেই পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়ানোর অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি।

'আহা! পাড়ায় পাড়ায় বলব কেন? আমরা আমরাই ত, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা যাবেনা?'

- যাবে! যাবে না কেন? আপনি চাইলে কে নিষেধ করেছে? মদ ও্ খাওয়া যাবে, পরকীয়াও করা যাবে, মানুষ খুন ও করা যাবে। খালি শাস্তির চিন্তাটা মাথায় না থাকলেই হল।

'কী বল! এইগুলি ত অবভিয়াস, সবাই জানে, জানা জিনিস আমি বললেই কী আর না বললেই কী?'

- তাই? না বললে কিছু না? তাহলে কেন ভাই শুধু শুধু মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগসেন? আপনি দাবি করতে পারেন এই ছোট্ট কথাগুলি যে গীবত এইটা আপনার জানা ছিলনা। জানা আর না জানার মধ্যে

পার্থক্য ত কেবল একটা স্টেটমেন্ট, তাই না? তা্হলে এখন বলি, জেনে নিন!

'তোমরা কি জান গীবত কী? গীবত হচ্ছে কারো অনুপস্থিতিতে এমন কিছু বলা যা সাক্ষাতে বলা হলে সে অখুশি হত।' ইয়া রাসুলুল্লাহ, যদি তা সত্য হয়, তবুও? 'যদি সত্য হয় তাহলে ত তুমি তার গীবত করলে, আর মিথ্যা হলে তুমি তার নামে অপবাদ দিলে।' (বুখারী)

হুমাযাহ আর লুমাযাহ বলতে যদি খালি গীবতই বোঝাত, বেঁচে যেতাম। পড়তে থাকুন।

বাংলাদেশের আড্ডার প্রিয় উপকরণ হচ্ছে চা আর বিটলামী। হো হো হাসি চালায় যাওয়ার জন্য একেকজনকে টার্গেট করা হয়, তার মাথার টাক, কথার অ্যাক্সেন্ট, পেটের মেদ থেকে শুরু করে বারো-চোদ্দ বছর আগেকার অতীব লজ্জাস্কর ঘটনা পর্যন্ত তুলে হাসাহাসি করা হয়। বাই চান্স, কোন ভাবে, কোন কথায়, কারো কোন ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে যদি সে কষ্ট পেয়ে যায়, তাহলে বিদ্রুপকারীর জন্য তিন লেভেলে অভিশাপ আছে।
১. তার অভিশাপ, যে কষ্ট পেল
২. সে যদি অভিশাপ নাও দেয়, তার কষ্ট পাওয়াটা নিজেই একটা অভিশাপ
৩. সেই মানুষের হয়ে আল্লাহ বিদ্রুপকারীকে অভিশাপ দেন।

আল্লাহই যদি অভিশাপ দেয়, কাটাবো কার কাছে গিয়ে? ভয়াবহতা বা সিরিয়াসনেস এর দিক থেকে প্রথমে হচ্ছে নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ (যা আল্লাহ বাবা মায়ের দু'আর মতই গুরূত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন), তার উপরে ফেরেশতাদের দু'আ, সবচেয়ে উপরে আল্লাহর দু'আ বা কমিটমেন্ট। হুমায বা লুমায এর শিকার সেই ব্যক্তির অপমানকে আল্লাহ নিজে অভিশপ্ত করার প্রয়োজন মনে করেছেন।

তাহলে কি ফান করা বন্ধ করে দিতে হবে? না! তবে পচানো বন্ধ করে দিতে হবে, অথবা পচানোর এমন আর্ট আবিষ্কার করতে হবে যে পচানো হবে, কিন্তু কেউ পচবে না।

মানুষের আরেকটা চমৎকার স্টাইল হচ্ছে খোঁচা দিয়ে চরম অপমানজনক একটা কথা বলা, কিন্তু এমনভাবে, যে রিঅ্যাক্ট করলে উল্টো হাসির পাত্র হতে হবে। বা যদি বুকে সাহস নিয়ে রিঅ্যাক্ট করেই ফেলা হয়, উড়ায় দিয়ে বলবে, 'আমি ত মজা করতেসিলাম, ফান ও বুঝিস না?' এই আচরণটা 'লুমায' শব্দের আন্ডারে পড়ে। যারা এই অসাধারণ শিল্পটাকে আয়ত্ত করেছেন, তাদেরকে আবারো মনে করিয়ে দেই, 'লুমায' এর মধ্যে শুধু দু'জন ব্যক্তি জড়িত না, আল্লাহও জড়িত। আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন কোনটা নির্দোষ ফান আর কোনটা 'লুমায'।

গালি দেয়া 'লুমায', এমনকি যদি মিন করে নাও বলা হয়। ইউনিভার্সিটিতে রাশি রাশি গালি শিখেছি, এখন আর কাজে লাগাতে পারিনা, ।

কেউ একজন একটা কথা খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, সবাই মিলে সেটা হেসে উড়ায় দিল বা হালকা করে দিল, মানুষটা একটু দমে গেল, এটাও হুমায বা লুমায। কিছু কিছু মানুষের স্বভাবই আছে, সব কিছু নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে, সবসময়। আবার কিছু মানুষ বলার সময় খুব মন দিয়ে শুনবে, ভালভাবে রেসপন্ড ও করবে। আড়ালে অন্যদের সাথে হাসির ফোয়ারা তুলবে। আড়ালে মানুষটার প্রতি যে অন্যায় করা হল তার প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ নিজে তাদের জন্য আগুনের অভিশাপ দিয়েছেন।

কথা বলার সময় একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখানো হুমায বা লুমায। চোখ কুচকায় বিরক্তি সহকারে তাকানো, বা এমন ভাব করা যে কী ফালতু কথা বলছে - এটাও হুমায বা লুমায।

দেশের বাইরে এসে যেটা প্রতিনিয়ত ফেস করতে হচ্ছে তা হচ্ছে পর্দা করা বা একটু ইসলামী জীবনাচরণ অভ্যাস করার কারণে মানুষের উপহাসের পাত্র হওয়া। দেশেও একই অবস্থা হত কোন সন্দেহ নেই। বেশির ভাগ মানুষেরই যেটা হয়, এইসব উপহাসগুলি তারা সহ্য করে খুব কাছের আত্মীয়স্বজন থেকে। অন্যদের দোষ দিব কী, আমিই ত কিছুদিন আগ পর্যন্ত তাই করতাম। ধর্ম পালন আর পলিটিক্স - এই দুটো বিষয় নিয়ে তুচ্ছ

তাচ্ছিল্য করাটাকে বোধহয় মানুষ তাদের জন্মগত অধিকার ধরে নিয়েছে। কাউকে 'হুজুর', 'মোল্লা', 'দাড়িয়াল ভন্ড' বা 'নিনজা' বলার আগে এই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে, যে পোশাক বা আউটলুক নিয়ে তাকে ফাইজলামি করা হচ্ছে সেটা রাসুলুল্লাহ (স) এর পোশাক, ইসা (আ) এর মায়ের পোশাক। আল্লাহর প্রিয় এই মানুষগুলির অনুকরণীয় আচরণকে হাসি ঠাট্টা করে পার পেয়ে যাওয়ার খুব একটা অবকাশ নেই।

আরো অনেকগুলি ছোট ছোট আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার মনে হয় মানুষের সচেতনতা তৈরি করার জন্য এ ক'টাই যথেষ্ট।

source:

Meaning of Sura Humazah http://quran.com/104
Tafseer of Sura Humazah (Nouman Ali Khan) http://bayyinah.com/podcast/2010/01/21/104-humazah-part-1/http://bayyinah.com/podcast/2010/02/23/104-humazah-part-2/

Collected From:
Sister
Nusrat Rahman

আলহামদুলিল্লাহ শব্দের অর্থ

December 7, 2010 at 3:10 PM
আলহামদুলিল্লাহ মানে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যারা ধার্মিক তারা এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কোন প্রশংসা করা হলে থ্যাংক ইউ এর বদলে আলহামদুলিল্লাহ বলা হয়। এর পেছনের আইডিয়াটা হচ্ছে, আমি এই প্রশংসার সবটুকু আল্লাহ কে দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে যা তুমি বললে, তার দাবিদার আমি না, আল্লাহ, যিনি এই মেধা, এই অবস্থানে আমাকে রেখেছেন এই প্রশংসিত কাজটুকু সম্পাদন করার জন্য।

প্রশংসা করলে উত্তরে একটা দু'আ পড়তে হয়।

"হে আল্লাহ! আমার সম্পর্কে ওরা যা বলেছে তার জন্য আমাকে তুমি প্রশ্ন করনা। তুমি আমাকে তাদের ধারণার চেয়েও উত্তম করে দাও আর আমার সম্পর্কে তারা যা জানে না, সে বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

এই দু'আর প্রথম অংশ টা বেশ লক্ষণীয়। এখানে আল্লাহর কাছে আর্জি জানানো হচ্ছে যে ওদের করা প্রশংসার জন্য আমাকে যেন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। তাদের প্রশংসা তারা করেছে, এইখানে আমাকে প্রশ্নের ব্যাপারটা আসছে কোথা থেকে? আসছে এখানেই যখন আমরা একটা প্রশংসা শুনে তা গ্রহণ করব, বা উত্তরে সম্মতিসূচক বা ধন্যবাদ সূচক কিছু বলব, তার অর্থ আমি কিছুটা হলেও ধরে নিয়েছি যে এই প্রশংসা আমার প্রাপ্য। অথচ কুরআনের প্রথম সুরার প্রথম আয়াত ই হচ্ছে 'সমস্ত' প্রশংসা 'কেবল' আল্লাহর প্রাপ্য। প্রশংসা গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা কুরআনের সর্বপ্রথম মেসেজ কেই অস্বীকার করছি। আল্লাহ এবং রাসুল (স) সবসময়ই সতর্ক করে দিয়েছেন যে আল্লাহ আমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। স্মিত হেসে ধন্যবাদ জানালে তার অন্তর্নিহিত অর্থ আল্লাহ খুব ভালভাবেই ধরতে পারেন।

এর সূত্র ধরে আরেকটা ব্যাপারে আলোকপাত করা যায়। যে আমাকে প্রশংসা করছে, সে আমার জন্য আসলে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাড়ানোর আরেকটা কারণ তৈরি করে দিচ্ছে। অর্থাৎ একভাবে ধরতে গেলে সে আমার সুহৃদ না, বরং আমার বিচারকাজ কে আরো কঠোর করে তুলছে।

উমর (রা) এর একটা কাহিনী মনে পড়ে গেল। রাসুলুল্লাহ (স) মারা যাওয়ার আগে নাকি মুনাফেক দের একটা তালিকা করে উনার স্ত্রীর কাছে (কার কাছে মনে নাই) রেখে গিয়েছিলেন। উমর (রা) তাঁর কাছে গিয়ে কসম খেয়ে জানতে চেয়েছেন, এই তালিকায় উনার নাম আছে কিনা। সুবহানাল্লাহ! উমর (রা) হলেন রাসুলুল্লাহ (স) এর নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত জান্নাত বাসীদের মধ্যে একজন। উনি সেই কথা ধরে বসে থাকা ত দূরে থাক, মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে ছিলেন যে তিনি মুনাফিক দের একজন! এই হচ্ছে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। প্রশংসা, সেটা যার থেকেই আসুক না কেন, তাকে মনের কোথাও তাঁরা জায়গা দেয়ার কথা চিন্তায়ও আনেন না।

রাসুলুল্লাহ (সা) সারারাত নামায পড়তে পড়তে পা ফুলিয়ে ফেলতেন। আয়িশা (রা) উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আল্লাহর সবচাইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত, আপনি কোন দোষ করেন না, তারপরেও এত ক্ষমা চান কেন? (আমি আবারও হাদীস টা ঠিক মত বলতে পারলাম না) উনি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, আমার কি উচিৎ না এই অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা?

প্রকৃত মুসলিমরা যে যত প্রশংসার যোগ্য, এই প্রশংসার ঝুলি কে তারা তত বড় বোঝা বলে মনে করেছেন। কারণ সম্পদ, সন্তান এর মত এটাও আল্লাহর একটা অনুগ্রহ, একই সাথে তার কৃতজ্ঞতাবোধের একটা পরীক্ষা। আমাদের ইগো এত বেশি, হালকা পাতলা একটা কাজ করে এপ্রিসিয়েশন না পেলে ভাবি কিসের জন্য আর করব? প্রশংসা পেলে সেই মানুষটার উপর বেশ খুশি হয়ে যাই (এই প্রতিক্রিয়াটাই অনেক কে চাটুকারিতা করতে উৎসাহ দেয়) আরেকটা ভয়াবহ সাইড ইফেক্ট হচ্ছে, আমরা মুখে বলি আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়াই। এটা ভয়াবহ এই জন্য যে, কোন ফাকে সমস্ত প্রশংসার ৯৫% আল্লাহ কে দিয়ে বাকি ৫%

এ নিজেকে শরীক করে ফেলছি টেরও পাচ্ছিনা। অথচ শিরক এর মূল কথাটা যেন কী? :-)

যাই হোক। উপরে যে দু'আ টা লিখেছি তার দ্বিতীয় অংশটাও বেশ গুরূত্বপূর্ণ। আমার সম্পর্কে তারা যা জানে না সে বিষয়ে আমাকে তুমি ক্ষমা কর। এখানে যা জানে না বলতে আমার দোষ এর কথা বলা হয়েছে। আমরা অনেকেই নিজের বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা বা দোষগুলি মানুষকে বলি। সত্যি কথা, নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারার মত সাহস ও উদারতা খুব কম মানুষই দেখাতে পারে। কিন্তু ওই যে, ইসলাম মধ্যপন্থার অনুসারী... সেলফ প্রেইজ বা সেলফ হিউমিলিয়েশন - দুটো এক্সট্রিম এর কোনটাই করা যাবেনা। স্পষ্ট হাদীস আছে, অপরাধ করলে গোপনে আল্লাহর কাছে একান্তভাবে ক্ষমা চাও, কারও কাছে প্রকাশ কর না। কারণ যে দোষ আল্লাহ নিজে গোপন রেখেছেন বান্দা তা প্রকাশ করলে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

অনেক সেলিব্রিটি ছাত্রজীবনের নানা দৌরাত্মের কথা খুব মজা করে বলেন... এতে করে কিন্তু অন্য একজন উৎসাহিত হতে পারে। আমি এখনও মার্ক টোয়েনের সেই উক্তির জাল ছিড়ে বের হতে পারিনি, বই ধার করে জোগাড় করেছি, শেলফ ত আর সেভাবে জোগাড় করা যায়না - এই ছোট্ট একটা উক্তি গত ১৭-১৮ বছরে আমাকে বহু আমানতের খিয়ানত করতে উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ আমাকে সহ সব অত্যুৎসাহী পাঠকদের ক্ষমা করুন।

নিজের দোষ প্রকাশ করা কেও এক ধরনের গীবত এর অন্তর্গত ধরা হয়। কারণ আমার আত্মা, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর নির্দেশে কিছুদিনের জন্য আমি ব্যবহার করছি। আমি এদের সম্পর্কে বাজে কথা বলার যোগ্যতা রাখিনা। একটা কথা ঘুরে ফিরে বার বার আসে, কোনকিছুই গ্র্যান্টেড ধরে নিওনা। আমার বাবা মা, আমার চাকরি, আমার আয়ু, আমার ইন্টারনেটের স্পিড, আমার পিএইচডির থিসিস, আমার মাথার চুল - কিচ্ছু না! যা পাই, সব আলহামদুলিল্লাহ! যা থেকে গা বাঁচায় চলি, তাও আলহামদুলিল্লাহ।

উপরের একটা লাইন ও আমার মাথা থেকে বের হয় নাই। দুইটা লিংক দিচ্ছি, নিজেকে শোধরানোর জন্য সোর্স খুঁজলে এগুলো সাহায্য করতে পারে।

http://www.youtube.com/watch?v=xtjwtmjbOKE

http://www.myspiritualfix.com/vid1riyaa.htm

Collected From:
Sister
Nusrat Rahman

শহরের শেষ বাড়ি ও কিছু মৃত্যু

December 9, 2010 at 3:37 PM
এক অর্থে সেটাই ছিলো শহরের শেষ বাড়ি। সরু গলির মাথার যেখানে শেষ, একমুখী রাস্তার প্রান্তবিন্দু হয়ে ছিল বাড়িটি। শহরের কোলাহল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসতে আসতে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত। যখন নীরবতার স্তব্ধ রূপ প্রকট হয়ে উঠত তখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করতাম শৈশবের দেখা বিটিভির সেই আলিফ লায়লার সিনবাদের ভূমিকায়, যে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জুতা পায়ে ঠক ঠক করে শয়তানের প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতো। শুধু ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’। অন্য কোন শব্দ নেই।

চারতলায় থাকতাম আমরা। বাড়িটির তিন দিকে কবরস্থান আর এক দিকে সরু গলি দিয়ে প্রবেশপথ। একটি বিশেষ কারণে বছর দেড়েক আমাদের অবস্থান করতে হয়েছিল সেই লাইট হাউসের মতন বাড়িটিতে।

দিনের বেলায় কোন পার্থক্য বোঝার উপায় ছিল না। তবে ঢাকা শহরের অবিরাম যান্ত্রিক কোলাহল থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। দিনের বেলাতেও বাতাসে নারিকেলের পাতায় সরসর আওয়াজ টের পাওয়া যেত একটু কান পাতলে। মাঝে মাঝে শেষ রাতের ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের হুইসেলের শব্দ ছাড়া তেমন কোন কোলাহল ছিল না।

নীরবতার অনেক রূপ আছে। তার একটি রূপ সোনালী। যখন প্রকৃতির কাছাকাছি চলে যাওয়া যায় তখন তা রূপবতী হয়ে উঠে। প্রকৃতির কোনো ভাষা নেই, ‘যদি দেখতে পারো তবে বুঝে নিও’। গ্র্যাণ্ড ক্যানিওনের বিশাল গিরিখাতে নিস্তব্ধতা ভেদ করে যাওয়া চিলের চিৎকার অনেক সুমধুর। তাই আমি কান পেতে রই। এরকম তীব্র নিশ্চুপ রূপের অনেক কাছাকাছি যাবার সুযোগ হয়েছিল আরেকবার। শাহজীবাজার চা বাগানে যাবার পথে। একা একা বের হয়েছিলাম ক্যামেরা হাতে। দুধারে গহীন রাবার বাগান। পাহাড়ি বন । তার মাঝখানে কিছুদূর চলার মতন ইটের পথ। পথের শেষে মাটির রাস্তা। আর কিছুদূর এগুলে এরপর চা বাগান। রোদ ঝলমলে দিনটিতেও অনেক আলো আঁধারি খেলা করে গিয়েছিল পথে বনে। মাঝ দুপুরেও উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে আরব বেদুঈনরা ইসলাম পূর্ব জীবনে উপাসনা করত নানান কাল্পনিক দেবতা আর জ্বিনের, এই অসহ্য নিস্তব্ধতা থেকে মুক্তি পেতে। শিস কেটে চলে যাওয়া বাতাসে নিজের সাথে কথা বলা ছাড়া কিছু করার থাকে না এমন সময়।

সে অর্থে যান্ত্রিক নাগরিক জীবনের নীরবতার সোনালী আলো পুরোপুরি সোনালী নয়, ইমিটেশনের গয়নার মতন সোনালী বলা যেতে পারে। খুব বিরক্তিকর, আর একটা মৃত্যুপুরির ভাব নিয়ে চারদিক থেকে সংকুচিত হয়ে আসে ইট কাঠের দেয়ালগুলো। নিজেকে মনে হয় পৃথিবী আক্রমণকারী এলিয়েনদের অবহেলার শিকার হয়ে বেঁচে থাকা শেষ মানব। হৃদপিণ্ডের ধুকপুকের সাথে ছন্দ মিলিয়ে যায় মাঝরাতের ঘড়ির কাঁটা।

বাসার দুদিকে দুটো বারান্দা ছিল। সম্ভবত উত্তর দিকেই হবে, যেদিকের বারান্দার দরোজার প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল আমার বিরোধিতা সত্ত্বেও। বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছুদিনের জন্য ঐ বাড়িতে অবস্থান করেছিলাম। অনেক ছোট পরিসরের হওয়ার কারণে আসবাবপত্র রাখার চাপাচাপিটা ছিল ফ্রি কিক ঠেকানো ওয়ালের মত। উত্তরের বারান্দার ভিঊ না দেখার জন্যে ঐ দরোজা বন্ধ করে দেয়া হল। যদিও ছোট ছিল তবু অন্তত বারান্দায় যাবার দরোজাটা খোলা রাখা যেত। কিন্তু আলমারি টেনে এনে বন্ধ করে দেয়া হল ঐ দরোজা। কারণ বুঝতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল।

যে কোন বারান্দার একটা একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার ভিউ। সেদিক থেকে ঐ বারান্দায় যাবার তেমন কোনো কারণ নেই। কারণ এক অর্থে শহরের শেষ ঐ বাড়িটির, তিন দিকে একেবারে দেয়াল ঘেঁষেই ছিল কবরস্থান।
আর উত্তরের বারান্দার নিচের কবরগুলোর ছিলো অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। কতগুলো তিন আড়াই ফুট দুয়েকটা চার ফুট। মানে, ওগুলো বাচ্চাদের কবর।

আমি আমার নিজের বাসায় ক্যাডেট কলেজ থেকে ছুটিতে অতিথি হিসেবে আসি। বাসার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে এক দুদিন সময় লাগে প্রতিবার। প্রথম যখন আসি তখন এইরকম শীতকাল। ডিসেম্বরের শীত। সকাল বিকাল কুঁয়াশা। প্রথম রাতে বেশ ভালোই ঘুম দিলাম লেপ মুড়ি দিয়ে। বাসার অদ্ভুত ভুতুড়ে পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুসরৎ নেই।
প্রথম বিষয়টা টের পেলাম দ্বিতীয় রাতে।

আমাদের বাসার সবাই ছোটবেলার সেই আর্লি টু বেড,আর্লি টু রাইজ নীতিতে বিশ্বাসী। নয়টার মাঝেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। আমিও কোনো কাজ না থাকায় দশটার পরে খুব কম রাতেই জেগে থাকতাম। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছি। এর মাঝে হঠাৎ ধুপ ধাপ শব্দ। কিছুক্ষণ থেমে থেমে। একটু পর পর। এর মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। অতি প্রাকৃতিক কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করার কারণ নেই। তবে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
বিষয়টা আমল না দিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালেই সব পরিষ্কার হল। একটি নতুন বাচ্চার কবর দেয়া হয়েছিল গত রাতে।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম উত্তরের বারান্দার দরোজা খুলতে হবে। যতোই আম্মু অজুহাত দিক না কেন, আসুক হিমালয়ের শীতল হাওয়া হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে। আসলে সেসব কোনো কারণ ছিল না।
সাধারণভাবে মানুষ মৃত্যুকে ভুলে থাকতে চায়। চোখের সামনে যেখানে প্রতি সপ্তাহে একটি দুটি নতুন কবর পরে; ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে তা খুব কম মানুষই দেখতে চায়। বিশেষত যদি কারো বয়স বেড়ে যায়।

বারান্দা খোলা হল। আগেই বলেছি শহরের শেষ বাড়ি হওয়ায় আশপাশ বেশ খোলামেলা। বারান্দায় বসে সন্ধ্যার লাল দিগন্ত দেখা যায়। তবে ওখানে বসে দেখা সেরা দৃশ্যটি নিচের দেয়ালঘেরা কবরস্থানের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো এক কারণে বিষণ্ণ হয়ে বারান্দায় বসে আছি। রাতের বেলা। লোডশেডিং। শীতকাল। দূরে শহরের যে প্রান্তে আলো জ্বলছে সেদিকে তাকিয়ে আছি, আর এখানে অন্ধকার। আকাশ ভরা রাতের তারা। এর মাঝে এক টুকরো সাদা মেঘ বেরসিক ভাবে ঘোরাফেরা করছিল। শীতের রাতের আকাশে পুরো বেমানান। এত সুন্দর ভ্যান গগের স্টারি নাইটে কেন এরকম বেরসিক সাদা মেঘ আসলো, এরকম ভাবছি আর উপরে তাকিয়ে আকাশ দেখছি। হঠাৎ দেখি আকাশে ভি সৃষ্টি করে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক অতিথি পাখির দল। রাতের আকাশে পাখি দেখা মানে বাদুড় নামক চামচিকার উড়াউড়িকেই জেনে এসেছি এতদিন। সেখানে আমার চোখে ধরা পড়ল কিনা অতিথি পাখির ঝাঁক! বেরসিক সাদা মেঘখণ্ডের বিব্রতবোধ আর ইতস্তত ঘোরাফেরার কারণ এবার স্পষ্ট হল। আহ কি চমৎকার দৃশ্য! সন্ধ্যার আকাশে ঘরে ফেরা পাখিদের ঝাঁক দেখেছি অনেক, লাল কমলা দিগন্তে কালো ছায়ামূর্তি হয়ে ঊড়ে চলে, কিন্তু এমন অন্ধকার লোডশেডিং রাতের আকাশে ভেসে চলা সাদা পাখির ঝাঁক দেখিনি তো কখনো। লম্বা গলার পাখিদের উড়ে চলা দেখতে লাগলাম যতটুকু দৃষ্টিসীমায় পড়ল। আমার প্রিয় সময়গুলোর একটি হয়ে থাকল দৃশ্যটি। সুযোগ পেলেই বারান্দায় বসে বসে সময় কাটাতাম।

কিন্তু, বিপরীত দৃশ্যগুলোই বেশি মনে পড়ছে আজ। প্রায় সপ্তাহেই দেখতাম একটা না হলেও দুটা নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে। একদিন প্রবল বৃষ্টির রাত। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কবরস্থানে বাতির তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। একটা খুঁটিতে চোরাই বৈদ্যুতিক লাইনে লাগানো হলুদ ষাট ওয়াটের মতো একটা বাতি জ্বলছে আর বারবার সেই বাতি বৃষ্টির রাতের প্রবল বাতাসে নারিকেল পাতার ফাকে ফাকে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। একটু সময়ের জন্যে বৃষ্টি থামলে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। একটি নতুন কবর খোঁড়া হয়েছে। পানিতে থই থই। এর মাঝেই একটা খাটিয়া চলে আসলো। তাদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিলো না। হয়তো সকালে বা দুপুরে মারা গেছে। আরো একটি রাত অপেক্ষা করা মানে অনেক সময়। সারাদিনের প্রবল বর্ষণে কাদা মাখা মাটি পেরিয়ে তাকে বহন করে আনা হলো। আমি ওখানে বসে বসে পুরো দাফন প্রক্রিয়াটা দেখলাম। মাথায় করে নিয়ে আসা, কবরে নামানো, বৃষ্টি, কাদা, পানি কোনো কিছুই আর মাত্র একটা রাতও কাটাতে দিল না তাকে। কেউ অপেক্ষা করতে চায়নি সকাল হওয়া পর্যন্ত। হয়তো ইতোমধ্যে অনেক সময় অপেক্ষা করা হয়ে গেছে। দুজন লোক কবরে নেমে কোলে করে সাদা কাপড়ে জড়ানো দেহটিকে নামিয়ে দিল। এই বৃষ্টিতে কবরের ভিতরে কি হাল হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ছোট্ট দেহটি কি একটুও বলছিল না আমাকে কোথায় রেখে গেলে? পাথরের মতন মুখ করে থাকা মানুষগুলো কিভাবে মাটি চাপা দিয়ে চলে গেল। অন্ধকারে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে দুলতে দুলতে মিলিয়ে গেল ছায়ামুর্তিগণ। বাচ্চাদের কবরে আরেকজন প্রতিবেশি যুক্ত হল।

আরো অনেকের কবর দেয়াই দেখা হয়েছে অনেক সময় ঐ বারান্দায় বসে বসে। কিন্তু অন্ধকার রাতের তারাময় আকাশের হঠাৎ দেখা অতিথি পাখিদের মতন আজো বারবার ভেসে উঠে ঐ ছোট্ট সাদা কাপড়ে জড়ানো দেহখানা ।
মাটি চাপা দিয়ে রেখে যাবার দৃশ্যটি, সেই বৃষ্টির রাতে।
বড় অদ্ভূত আর নিষ্ঠুর এ পৃথিবী।

দৃশ্যগুলো অনেক বেশি ভাবিয়ে তুলত আমাকে। কেন আসলাম পৃথিবীতে, কেন কোথায় চলে যাচ্ছে সবাই। শুধুই কি ক্ষণিকের অর্থহীন অবস্থান?

____

[যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে তারা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সবকিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

আমি যমীনের উপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে, এ ছাড়াও ওতে আমি প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করে দিয়েছি যাতে করে তারা পৌঁছুতে পারে।

আমি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে তৈরি করেছি, কিন্তু এ ব্যক্তিরা তার এ নিদর্শনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ।

আল্লাহ তায়ালাই রাত,দিন,সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন; প্রত্যেকেই কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে (হে নবী) আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানব সন্তানকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং আজ তুমি মরে গেলে তারা কি এখানে চিরজীবী হয়ে থাকবে?

প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি এবং আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে] [২১:৩০-৩৫]

[“বলুন, যে মৃত্যুর কাছ থেকে তোমরা আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছো, একদিন কিন্তু তোমাদের সে মৃত্যুর সামনাসামনি হতেই হবে, তারপর তোমাদের সে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে,যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয় সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন, অতঃপর তিনি সেদিন তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে কি করে এসেছো”] [৬২:৮]

আসমান যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী যা আছে, তা আমি খেল তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি।

আমি যদি নেহায়েত কোনো খেলতামাশার বিষয়ই বানাতে চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই বানিয়ে দিতাম।

বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মগয চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ণ হয়ে যায়। তোমরা যা বলছো, তার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ।

[২১:১৬-১৮]

Collected From
Brother
Sifat E Mohammad

[“বলুন, যে মৃত্যুর কাছ থেকে তোমরা আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছো, একদিন কিন্তু তোমাদের সে মৃত্যুর সামনাসামনি হতেই হবে, তারপর তোমাদের সে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে,যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয় সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন, অতঃপর তিনি সেদিন তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে কি করে এসেছো”] [৬২:৮]

আয়নার সামনে

December 9, 2010 at 8:32 PM

Likha chhoto dekha gele Ctrl++ ekshathe press korun.

পর্ব -১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই কারনে যে আমি গুছিয়ে লিখতে পারিনা।আমার কথা খুব ই কাঠখোট্টা ধরনের ,আর আমি স্পষ্ট করে কথা বলতে ভালবাসি।

আমি এই নোট এ যাদের ট্যাগ করব তারা হয়ত অনেকেই ভ্রূ কুঁচকাবেন এই ভেবে যে মিথিলার মুখে এইসব কথা মানায় না। কয়েক দিনেই কি মুনশি টাইপের হয়ে গেছে ?

যারা এই ধরনের কথা বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে একটা উদাহরণ দেই।

ধরুন একটা ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করল।পরবর্তী পরিক্ষায় পাশ করল।
আর সে যদি অন্যদেরকে বোঝাতে যায় যে ,কি করলে ফেল করতে হবে
না তাহলে আমরা তাকে সাবাশি দেব না তাকে বলব তুমি তো ওই
পরীক্ষায় ফেল করেছিলে এখন আবার অন্যদের শেখাতে এসেছ ?

এবার মূল কথায় আসি।আয়নার সামনে পর্ব ১ এ আমি বহুল আলচিত "ইভ টিজিং " নিয়ে কিছু খোলামেলা কথা বলব। হয়তবা আমার সাথে অনেকেই একমত হবেন না।তাই নির্দিধায় আপনাদের মতামত বা সমালোচনা লিখে জানবেন।

আমি আগেই বলেছি যে আমার লেখার হাত ভাল না।তাই একটা দুর্বল উদাহরণ পেশ করতে চাই।

ধরুন আপনি খুব বড়লোক।টাকা পয়সার অভাব নাই। আপনার সম্পদের প্রতি আপনার অগাধ মায়া।কিন্তু প্রতি রাতে আপনার বাসায় চুরি হয়।আর সকাল বেলা গালি দিয়ে আপনি চোরের বংশ উদ্ধার করেন।থানায় রিপোর্ট লেখান। শুধু একটা জিনিস ই আপনার মনে থাকে না।নিজের মহামূল্যবান সম্পদ রক্ষার জন্য দরজা বন্ধ করে তালা লাগানো।

কিন্তু আপনাকে যতই পরামর্শ দেয়া হোক না কেন আপনি নিজের সিকিউরিটি রক্ষা করুন আপনি উলটো চড়াও হয়ে বলেন আগে চোরদের শাস্তি দেয়া দরকার।স্মপদ দেখলেই কি চুরি করতে হবে নাকি।সভ্যতা ,সততা বলে কি কিছু নেই ???

আমিও আপনার কথার সাথে একমত যে চোরের শাস্তি হওয়া আবশ্যক।কিন্তু এটাও সত্যি চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।যতদিনে চোর ধরা পড়বে আপনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন।
তার চেয়েও বড় কথা হল আপনি আপনার অজ্ঞতা বশত চোরকে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে এনেছেন।
আপনার অল্প একটু প্রচেষ্টা আপনাকে রক্ষা করতে পারত যদি আপনি নিজের সম্পদ হেফাযত করতেন।ঘরে ঢোকার দরজাটা বন্ধ রাখতেন।

আমাদের সমাজের সবাই চোর না।কিন্তু চুরি হরহামেশাই হচ্ছে।সবাই ইভ টিজার না।কিন্তু ইভ টিজিং বেড়েই চলছে।আমরা মেয়েরা নিজেদের অজ্ঞতাবশত হলেও ওই চোরের মত ইভ টিজারদের দাওয়াত দিচ্ছি।

কিন্তু প্রশ্ন হতেই পারে মেয়ে দেখলেই কি টিজ করতে হবে ???

পর্ব -২

আয়নার সামনে পর্ব -২ এ আপনাদের শ্বাগতম।আমি এই সিরিজের বিষয় বস্তু নিয়ে একটা ছোট খাটো Research শুরু করেছি।ইভ টিজিং ,চাইল্ড মলেস্টেশন ,রেপ- এসবের তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করেছি।আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকেও মনে মনে আওড়েছি।সবশেষে যা বুঝতে পারলাম তা হল -
এই সব ঘটনার সাথে ১ /২ টি কারন জড়িত না।
আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আমার পক্ষে যতগুলো সম্ভব আলোচনা করতে।

গত পর্বে আপনাদের বলেছিলাম যে ইভ টিজিং এ বলিউড এবং পর্নগ্রাফী এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব এই পর্বে।

আমি যখন সেকুলার ছিলাম তখন অনেক হিন্দি সিনেমা দেখতাম।গত ২ বছরের আগে বলিউডের খুব কম সিনেমা থাকতে পারে যা আমি দেখিনি।৯০ এর দশকের সিনেমাগুলোর কাহিনী মুটামুটি একই রকম।নায়িকা ভিষন দেমাগী। নায়ক কোন গরীব ঘরের ছেলে।নায়িকা প্রথমে তাকে পাত্তা দেয় না।কিন্তু নায়ক তার পেছনে আঠার মত লেগে থাকে।এক সময় দেখা যায় নায়ক নায়িকা গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে নাচছে।

যুগ বদলেছে।বদলেছে ছবির ধরনও।কিন্তু ঘুরে ফিরে একই কাহিনী।নায়িকা প্রথমে নিমরাজি।কিন্তু পরে আবারও সেই নাচানাচি।অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করে।

ইভ টিজিং এর সবচেয়ে হিত ছবি ছিল "তেরে নাম "।দারুণ ব্যবসা করেছিল ছবিটি।ছবিটিতে raging,ইভ টিজিং এমনকি একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করাকেও এত ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল -

"আহা! এমন প্রেমিক কি আর আজকাল পাওয়া যায়???"

আমাদের ভাইয়েরা মনে করতে থাকে ভূমিকা চাওলা যেমন সাল্মানের প্রেমে (?) বিগলিত হয়ে গিয়েছিল তাদের পছন্দের মেয়েটিও বোধয় তাই করবে।

কিন্তু বিধি বাম।আমাদের আপুরা তো কাল হো না হো এর শাহরুখ এর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।কত মহান (?) প্রেমিক !

এখানেই ছেলেদের আর মেয়েদের চিন্তাধারা বিপরীত দিকে প্রবাহিত।সুতরাং তাল কাটার ই কথা।কেটেও যায়। পরিনামে আমাদের ভাইয়েরা তেরে নামের রাধের মত ক্রেজি হয়ে যায় কিন্তু আপুরা তাদের নিজেদের যায়গায় অটল থাকে।

কিন্তু নাটের গুরু বলিউডের সিনেমা চলতেই থাকে। তবে অন্য বেশে।এবার নায়িকাদের বেশ ভুষার দৈর্ঘ্য কমতে থাকে।

সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষের মধ্যে শারীরিক চাহিদা বিদ্যমান। এবং এটাও সত্যি যে পুরুষদের আত্নসংবরন ক্ষমতা নারীর চাইতে কম।আর এই কমকে শূন্যের কোঠায় ঠেলে দেয় নারীদেহের অর্ধনগ্ন উপস্থাপন।

আমরা মেয়েদের আদর্শ হল বলিউড অথবা হিন্দি সিরিয়ালের নায়িকারা।হালের ফ্যাশন হল নেট এর শাড়ী যা

শরীর ঢাকার চেয়ে দেখায় বেশি।আমরাও দেদারসে সে সব কাপড় কিনছি।ঈদ বা পূজোয় সে সব পরে বেড়াচ্ছি। Graduation Ceremony তে যাচ্ছি।বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি।

আমাদের ভাইয়েরা আমাদের দেখে।তাদের মনে ভেসে ওঠে সিনেমার নায়িকা যারা এই ধরনের কাপড় পড়ে ঝরনার ধারে নায়কের সাথে নেচে নেচে romance করছিল যে romance বাবা মার সামনে বসে দেখা যায় না।

আমরা অর্ধ স্বচ্ছ কাপড় পরে নায়িকারূপে আছি।আছেন আমাদের ভাইয়ারাও নায়ক রূপে।কিন্তু শুধু একটা সিন মিসিং।সেই romance.
আমরা মেয়েরা যারা সেই romance সায় দেই তাদেরকে ধানমন্ডি লেক /জিয়া উদ্দান /রমনা পার্ক /বেরি বাধের নৌকা/কিংবা কোন বন্ধ ফ্ল্যাট এ দেখা যায় আর যারা আপত্তি করি তারা ইভ টিজিং এর শিকার।

কিন্তু যেই ভাইয়েরা এই romance বঞ্চিত তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার জন্য তো পর্নগ্রাফী আছেই।আর আমাদের দেশে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের পর্নগ্রাফী দেখার /পড়ার সংখ্যা বেশি।আমি আগেই বলেছই যে পুরুষের আত্নসংবরন ক্ষমতা নারীর চেয়ে কম।তাই বাধ্য হয়ে তাদের masturbation এর দারস্থ হতে হয় ।

পর্নগ্রাফী drug addiction এর চেয়েও খারাপ।কেন ???

একজন পর্নগ্রাফী researcher এর মুখেই শুনুন।আমি অনুবাদে কাঁচা।তবুও চেষ্টা করেছি।সঙ্গত কারনে কিছু অংশ বাদ দিয়েছি।

"আমি ২০ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের পর্নগ্রাফী জোগাড় করেছি এবং গবেষণা করেছি।সামগ্রিকভাবে এটি ধর্ম ,লিঙ্গ ,বয়স নিবির্শেষে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।তার কারনগুলো আমি নিচে ব্যাখ্যা করেছি।

১।পর্নগ্রাফী মানুষের চোখে ক্ষুধা ভরে দেয় ,এই ক্ষুধা হল মাংসের ক্ষুধা ,যা কখনই নিবৃত হয়না।এটি খুব সহজেই মানুষ কে নিজের ক্ষুধার দাস বানিয়ে ফেলে যা পরবর্তীতে আরও অনেক খারাপ কাজের দুয়ার উন্মচন করে।যেমন -রাগ ,হিংসা ,মিথ্যাচার ,অস্থিরতা ,স্বার্থপরতা ,নিপীড়ন ইত্যাদি।পর্নগ্রাফীর প্রভাবণ ক্ষমতা সহজেই অনুধাবন করা যায় যখন এর নেশাগ্রস্ত দর্শক একে ছাড়তে চায় কিন্তু তা এই ভার্চুয়াল জগতে কার সাহায্য ছাড়া তা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২।পর্নগ্রাফী তার দর্শকের চিন্তাধারা কে sexualize করে ফেলে,মানসিকতাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে ও বিপথে পরিচালিত করে যে তাদের মাঝে অস্বাভাবিক যৌনতা মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
শারীরিক চাহিদার সময় নিঃসৃত হরমনগুলো পর্নগ্রাফীর দৃশ্যগুলোকে স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কে সংরক্ষন করে রাখে।যদি একজন দর্শক পর্ন না দেখারও সিদ্ধান্ত নেয় তবুও এই image গুলো memory তে পাকাপাকিভাবে রয়ে যায়।

৩।দর্শক কে নিজেই নিজের চাহিদা মেটাতে উদবুদ্ধ করে।যেমনঃ Masturbation যার সংগী স্বাভাবিকভাবেই এই ছবিগুলোর দৃশ্য যা আত্নকেন্দ্রিক যৌনতাকে শক্তিশালী করে যা একজন মানুষের ভালবাসা দেয়ার অ নেয়ার ক্ষমতাকে বিকৃত করে দেয়।

৪।দর্শকদের মিথ্যা বলার প্রবণতা বেড়ে যায়।কারন সে স্বাভাবতই ব্যপারটি লুকাতে চায় লজ্জাজনক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য অথবা এই লোভনীয় বদ অভ্যাস ছাড়ার ভয়ে।

৫।বিকৃত যৌনরূচির সূচনা হয় দর্শকের মাঝে এবং এক সময় তা নেশায় পরিনত হয়।যেমনঃ শিশু যৌন নিপীড়ন ,সমকামিতা ,নেক্রফিলিয়া ,ম্যাসাচিজম (কাউকে অত্যাচার নির্যাতন করে satisfaction পাওয়া),ধর্ষন ,স্যাডিজম ইত্যাদি।

৬।পর্ন তার দর্শক কে অনেক ফ্যান্টাসিকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করে।

যেমন-

ক। যৌন স্বাধীনতা = আনন্দ
খ।যৌন নিপীড়ন কোন খারাপ কাজ না।
গ।পর্নগ্রাফী কারো ক্ষতি করে না।
ঘ।পর্ন তারকারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মান।
ঙ।প্রাপ্ত বয়স্কদের পর্ন দেখলে স্থায়ী কোন প্রভাব পড়ে না।
চ।অবৈধ যৌন সঙ্গম খুব এ স্বাভাবিক ঘটনা এবং আত্নতুষ্টির জন্য এটা করা উচিত।
ছ।পর্ন ভবিষ্যতে বৈবাহিক জীবনে সাহায্য করে।
জ।পর্ন অক্ষতিকর যা সবাই দেখতে পারে।

যারা এই নোট পড়ছেন তারা একবার চিন্তা করুন তো আপনার কথা বা আপনার আশেপাশের ভাইদের /বন্ধুদের কথা। পর্নগ্রাফী দেখেনা এমন কতজন আপনি পাবেন খুঁজে ???

ভেবে দেখেছেন এতক্ষন যা আলচনা করলাম তা প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খায় হাজার হাজার ছেলের মাথায়। তার উপর আগুনে ঘী ঢালার জন্য আমরা মেয়েরা তো আছিই যারা নিজের অজান্তে সেই আগুনকে উস্কে দিচ্ছি।

একটা মেয়েকে দেখে এই সব ছেলেদের মাথায় কি আসে বলতে পারেন যাদে চিন্তাধারাই sexualize হয়ে গেছে বলিউড আর পর্নের প্রভাবে ???

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই।আমাদের দেশে কোন যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে আমরা অপরাধীর শাস্তি নিয়ে এতটাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাই যে অন্য কোন দিক চিন্তা করার সুযোগই পাইনা।অতঃপর অপরাধীর সাজা হয় অথবা হয়না।কিন্তু ডজন খানেক টক শো বসে যায়।ঘুরে ফিরে একই কথা -"নারীকে সম্মান করতে হবে।যারা নারীর দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায় তারা পশু (?)। "

কিন্তু আমরা কখনই প্রশ্ন করিনা -

১।কেন এই সব পশু নারীদের সম্মান করেনা ?
২।আমরা কেন কখনই পুরুষ যৌন নির্যাতনের ঘটনা শুনিনা ?
৩।এই পশুদের সাইকলজি কেমন ?

উত্তরগুলো জানতে চান ???আমিও চাই।তবে আগামী পর্বে। ইনশাআল্লাহ।

আরও যা থাকবে আগামী তেঃ

ছদ্দবেশের ইভ টিজিং

To be continued ....

Collected From
Sister
Shabnaj Rafnee Mithila

আয়নার সামনে পর্ব-৩

December 10, 2010 at 7:33 PM

Likha chhoto dekha gele Ctrl++ ekshathe press korun.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনেক আশঙ্কা আর দিধা নিয়ে আপনাদের স্বাগতম পর্ব -৩ এ।আশঙ্কা এই কারনে যে,আমার দৃশটিকোন আপনাদের সামনে ঠিক মতো তুলে ধরতে পারব কি না।দ্বিধা এই কারনে যে,অদম্য ঢেউয়ের মতো একেকটি বিষয় আমাকে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে।কোথা থেকে শুরু করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।

আমি কখনো লেখালেখি করিনি।আমার লেখা অপরিপক্ক হবে এটাই স্বাভাবিক।আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আল্লাহ সুভানা ওয়া তা'আলা আমাকে আজকের লিখার বিষয়গুলোকে সূচারুভাবে উপস্থাপন করার এবং পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করার তৌফিক দান করুন।আমীন।

____

আপনি কখনো ডুবন্ত মানুষকে দেখেছেন?ডুবন্ত মানুষ কি করে জানেন? তার আসে পাশে যা পায় (খড় কুটো হলেও) তাই আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা করে।কিন্তু তখন কি হয় যখন তাকে কেউ বাঁচাতে যায়?যে মানুষটি তাকে বাচাঁতে যায় ডুবন্ত মানুষটি তাকে প্রাণের ভয়ে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যে রক্ষাকারীর ও ডুবে মরার সম্ভাবনা থাকে।এজন্য যখন কোন ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করতে যাওয়া হয় তার ঘাড়ের কাছে কাপড় ধরে টেনে আরেক হাতে সাঁতার কাটতে হয় যেন দু'জনই ভেসে থাকতে পারে।

কিন্তু যদি সাঁতার না জানা ব্যক্তি ডুবন্ত মানুষটিকে উদ্ধার করতে যায় তখন কি হবে ভেবে দেখুন তো।

আমাদের সমাজের অবস্থা ডুবন্ত মানুষের মতো।আর আমরা তথাকথিত সমাজ সংস্কারক যারা নিজেরাই সাঁতার জানিনা।
_____________________________________ এই উদাহরণের উদ্দেশ্য একটাই।আমরা যেন এই কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি-নিজে সুরক্ষিত না হয়ে ত্রানকর্তারূপে আবির্ভুত হলে এই ডুবন্ত সমাজ আমাদের নিয়েই ডুববে অথচ আমরা টেরও পাবনা।

আমাদের যুব সমাজ ড্রাগ,ধর্ষন,অবৈধ সঙ্গম,নারী নির্যাতন এবং এই ধরনের আরও অনেক জটিল ব্যধিতে আক্রান্ত।

আপনি কি সবকিছু একেবারে বন্ধ করে দিতে পারবেন?
পারবেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা নষ্ট বিশ্বাসগুলোকে নিমিষেই উৎপাটন করতে?
পারবেন ড্রাগের চক্রগুলোকে এক রাতে গায়েব করে দিতে?
সমস্ত পর্ন সাইটের access block করে দিতে?
সব পুরুষকে বোঝাতে কোন নারীর দিকে কুদৃষ্টি না দিতে?
পতিতালয়ে না যেতে?
বউ না পেটাতে?
ইভ টিজিং বন্ধ করতে?

আমি এই সবগুলো প্রশ্নের মধ্যে থেকে আজ ইভ টিজিং কে বেছে নিলাম।বাকিগুলোর উত্তরও খুঁজব ইনশাআল্লাহ।তবে আজ নয়।

আমার আগের লেখাগউলো পড়ে অনেকেরই হয়তো মনে হয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরাই ইভ টিজিং এর পেছেনে দায়ী।
কথাটা পুরপুরি সত্য না।তবে এটা সত্য যে নারীরা এই ভয়াবহ সমস্যা রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।
আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, যে সব ভাইদের মধ্যে মূল্যবোধের ছিঁটেফোঁটাও অবষিষ্ট আছে তারা কোন অবস্থাতেই এই ধরনের জঘন্য কাজ করতে পারেননা।তারা আত্নসংবরণ করতে পারেন।আলহামদুলিল্লাহ।
তাদেরকে আমার সাধুবাদ।

____

আল-কুর'আনে সূরা আহযাব এ স্পষ্ট করেই বলা আছে যে পর্দা মেয়েদের রক্ষা করে সেই সব পুরুষদের থেকে যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।

".........যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর পুরুষের সাথে কোমল কন্ঠে এমনভাবে কথা বলোনা যে,যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়।বরং তোমরা সম্মানজনক ভাবে কথা বলবে।"

(----লক্ষ্য করুন যে,যাদের মনটা কলুষিত মেয়েদের কোমলভাবে কথা বলাও কতটা বিপদজনক হতে পারে সে ক্ষেত্রে।অর্থাৎ মেয়েদের জন্য কন্ঠ স্বরের পর্দা করাও কতোটা জরুরী।)

কিন্তু আমার প্রশ্ন হল কাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত এটা আমরা কিভাবে বুঝব?
কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে কি এই নারীলিপ্সা পরিমাপ করার জন্য?

এ জন্যই সার্বজনীন ভাবে সকল না-মাহরাম(যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্ভব)দের সামনে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে।

আপনি নিশ্চই ভাবছেন এটা শুধু নারীদের জন্য প্রযোজ্য। না, একদম না । আল্লাহ সু্বহানা ওয়া তা'আলা কার সাথে কখনোই অন্যায় করেন না।
কুর'আনে প্রথমে পুরুষদের পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছে। সূরা নূর এর ৩০ নং আয়াতে।

"বিশ্বাসী পুরুষদের বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহকে হেফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম;ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।"

কত জন পুরুষ একজন নারীর দিকে চোখ পড়লে ফিরিয়ে নেয়?
আমদের দেশে এমন কোন আইন আছে কি যাতে এর শাস্তির বিধান রয়েছে?
এমন কোন আইন হবার সম্ভাবনাও কি আছে?

যাই হোক ৩১ নম্বর আয়তে এর পর নাযিল হয় মেয়েদের পর্দার কথা।

"বিশ্বাসী নারীদের বল,তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে;তারা যা সাধারনত প্রকাশ করে থাকে(মুখমন্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত,মতান্তরে চোখ আর হাতের কব্জি পর্যন্ত) তা ছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে,তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে,তারা যেন তাদের স্বামী,পিতা,শ্বশুর,পুত্র,স্বামীর পুত্র(অন্য বিবাহের),ভ্রাতা,ভ্রাতুষ্পুত্র,ভগিনীপুত্র,সেবিকা(দাসী) যারা তাদের অধিকারভুক্ত,যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে আজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে,তারা যেন তাদের সাজসজ্জা ও আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে; হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর সামনে তওবা কর,যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

একবার ভেবে দেখুন সকল জ্ঞানীর চাইতে বড় জ্ঞানী আল্লাহ সুভানা ওয়া তা'আলা কেন মেয়েদের পর্দার আয়াতে এতগুলো কথা বল্লেন।আর এগুলোর সাথে আগের আয়াতের সম্পর্কই বা কি।লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের সৃষ্টিকর্তা,যিনি আমাদের মনস্তত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত তিনি পুরুষদের দৃষ্টি সংযত রাখতে

বলার পর পরই এই আয়াত নাযিল করছেন যাতে সর্বসম্মখে নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।কারন নারীর সৌন্দর্য পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষন করে(যাতে আল্লাহর বারন আছে)। অর্থাৎ একজন নারী যখন সর্বসম্মখে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে তখন সে দু'টি গুনাহ করল।

১।আল্লাহর আদেশ অমান্য করল।(নিজে গুনাহগার হল)
২।পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষন করল।(আল্লাহ পুরুষদের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছেন।তা পরোক্ষভাবে
ব্যহত করে তার পাপেরও ভাগীদার হল)

____

এবার একটু ফ্ল্যাশ ব্যাক হয়ে যাক।আমরা আগেই জেনেছি যে মিডিয়া,ইন্টারনেট জগত বেশিরভাগ মানুষের মন কে কলুষিত করেছে।এমতাবস্থায় দৃষ্টি সংযত করার কথা হয়তবা আমরা চিন্তাই করতে পারিনা ।কারন আমাদের অধিকাংশেই কুর'আন এর অর্থ পড়ার চেষ্টাও করিনি কখনো।মিডিয়া কিংবা ইন্টেরনেট জগতের দুরন্ত ঘোড়ায় লাগাম দিতে পারেনি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বা প্রশাসন।
এখন বলুন আমরা মেয়েরা যদি পর্দা না করি তবে এই সমাজ কোথায় গিয়ে ঠেকবে?
আমরা যদি properly পর্দা না করি তবে আমাদের দিকে যেকোন পুরুষের চোখ পড়তে পারে।আগে এই বেপারটা বন্ধ করতে হবে।
আপনি বলতে পারেন যে,তাতে কি? virtual জগতের নারীরা তো আর পর্দা করবেনা।অর্থাৎ পাপ সমূলে উৎপাটিত হবেনা।
ঠিকই বলেছেন।
কিন্তু এতে পাপের বিনাশ না হলেও কমে যাবে।শুধু পুরুষের না।পর্দা করার কারনে তাদের প্রলুব্ধ করার পাপ থেকে নারীরাও বেঁচে যাবে।

অর্থাৎ আমরা সাঁতার শিখে যাব।
এর পর আস্তে আস্তে একটা সামজিক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে।তার অনেক উপায় আছে।

১।বাড়ীতে নিয়ম থাকতে হবে যে কম্পিউটার ব্যবহারের সময় ঘরে দুয়ার দেয়া যাবে না।

২।আমাদের সহপাঠীরা যারা পর্ন দেখে সুযোগ পেলেই তাদের কম্পিউটারে বসে যদি কোন অশ্লীল content থাকে তা delete করে দিতে পারি।

৩।রুম মেটরা নিয়ম করতে পারেন যে রুম এ আজে বাজে কিছু দেখা যাবেনা।

৪।যারা সাইবার ক্যাফে তে যান সময় নিয়ে একটু ফোল্ডার গুলো চেক করবেন।আপত্তিকর কিছু পেলে delete করে দেবেন এবং ইনচার্জকে বলে আসবেন ভবিষ্যতে এমন কিছু দেখলে আপনি পুলিশে জানবেন।

৫।বন্ধুরা আজে বাজে আলোচনা করলে চেষ্টা করবেন আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে।সুন্দর কোন গল্প বলতে পারেন।নবীদের এবং সাহাবাদের জীবনের অনেক চমকপ্রদ গল্প আছে।অথবা কোন joke শুনিয়ে দিতে পারেন।

৬।যাদের ছোট ভাই বা বোন আছে তারা কোথায় যায়,কাদের সাথে মেশে এসব ব্যপারে খোঁজ রাখুন।বই-পত্র,কম্পিউটার চেক করুন তবে অবশ্যই তার/তাদের অনুপস্থিতিতে।আপত্তিকর কিছু পেলে না শাসিয়ে বুঝিয়ে বলুন।

৭।সবচেয়ে বড় কথা হল প্রত্যেক পরিবারে ধর্মীয় মূল্যবোধ পূনরুদ্ধার করতে হবে।আপনি যদি হস্টেল এ থাকেন তবে প্রতিদিন আপনার রুম মেটদের নিয়ে বশে কুর'আনের অর্থ পড়ে শোনাতে পারেন।কেউ যদি শুনতে না চায় তবে নিজে নিজেই একটু জোরে পড়ুন।ইনশাআল্লাহ কুর'আন পড়ার সময় কেউ আজে বাজে কোন কাজে engage হবে না।

৮।আপনার সহপাঠীকে অর্থ সহ কুর'আন উপহার দিতে পারেন অথবা হাদিস/আয়াতের অর্থ লিখে সুন্দন কার্ড বানিয়ে দিতে পারেন।

৯।ঘরে দেয়ালিকা লাগাতে পারেন যাতে আয়াত/হাদিস লিখা থাকবে।

১০।ক্লাসের সবাই মিলে ফান্ড করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার বানিয়ে লাগাতে পারেন।বেছে নিন যেখানে ছেলেরা/মেয়েরা জ়টলা পাকিয়ে আড্ডা দেয় সেখানে হিজাব সম্পর্কিত হাদিস/আয়াত সম্বলিত পোস্টার লাগাতে।

১১।আপনার(মেয়েরা) যে বান্ধবিটি পর্দা করেনা তাকে বোরকা গিফট করতে পারেন সাথে সুন্দর একটা কার্ড দিয়ে দিন ।

১২।আপনার বন্ধু যদি কোন মেয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তাকে বুঝিয়ে বলুন এটা ঠিক না।সে আপনাকে বলতে পারে,"নিজের চরকায় তেল দে/দাও।"
মন খারাপ করবেননা।তাকে বুঝিয়ে বলুন যে একজন মুসলিম হিসেবে এটা আপনার দায়িত্ব।অর্থাৎ আপনি নিজের চরকাতেই তেল দিচ্ছেন।তাকে আরও বলুন আপনি যা বলছেন সেটা আপনার কথা না।আল্লাহর কথা এবং তার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিন-

"তুমি/তুই কি আল্লাহর কথা অমান্য করবি/করবে?"

____

গত পর্বে আপনাদেরকে কিছু প্রশ্নের উত্তর এ পর্বে দেব বলেছিলাম।
তার মধ্যে ১ম টি ছিল -মেয়েদেরকে উত্ত্যক্তকারীরা কেন তাদের সম্মানের চোখে দেখেনা?

উত্তর খুব সহজ।কথায় বলে নিজের সম্মান নিজের কাছে।এটা কোন মেয়ের কাছেই অজানা নয় যে রাস্তাঘাটে বখাটেরা ওঁত পেতে থাকে।
কি দরকার সেজেগুজে বের হয়ে তাদের চোখের খোরাক হবার? সম্মান করা তো দূরে থাক তখন তারা আমাদের চোখ দিয়ে গিলতে থাকে।আমাদের একটুও ঘেন্নাও লাগেনা।
আমরা কি নিজেদেরকে এতটা সস্তা করে ফেলেছি?
"রূপবানে নাচে কোমর দোলাইয়া"-এই গানের সাথে নেচে নেচে নবীন বরন করলে সহপাঠীরা তো দূরে থাক নবীনরাও আমাদের সম্মান করবেনা।

বেশিরভাগ বখাটেরা লোলুপ দৃশটিতে তাকিয়ে আর কিছু আশ্রাব্য টিপ্পনি কেটেই ক্ষান্ত হয়ে যায়।কিন্তু আমরা ততক্ষন গায়ে মাখিনা যতক্ষন না তারা পথ আগলে দাঁড়ায় অথবা জোর জবরদস্তি করে।
কেউ আমাদের "hi sexy" টাইপ কথা বার্তা বললে,আপাদমস্তক পর্যবেক্ষন করলে কেন আমরা এটাকে ইভ টিজিং বলিনা বা গায়ে মাখিনা?
আমি এর নাম দিয়েছি ছদ্দবেশে ইব টিজিং।

Rape জন্য মৃত্যুদন্ড আছে।
Eye Rape এর কোন শাস্তি দেবে এ প্রশাসন?
আপনাদের কাছে এটা বন্ধ করার জন্য পর্দা করা ছাড়া কোন better option আছে কি?

কেন এসব বখাটেদের চোখের খোরাক হব আমরা? এদেরকে শুধরাতে হলে আগে নিজেকে সুরক্ষিত হতে হবে।

আমার ২য় প্রশ্ন ছিল -কেন আমদের দেশে পুরুষ যৌন নিপীড়নের ঘটনা শোনা যায় না?

এর উত্তরও খুব কঠিন নয়।আমাদের যুব সমাজের অনেকাংশই মূল্যবধের অবক্ষয়ে ধুঁকছে।নারীর আহবান উপেক্ষা করার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা অনেকেরই থাকেনা।তার ফলাফল স্বরূপ আমরা আজ যত্রতত্র অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের ঘটনা শুনতে পাই।

৩য় প্রশ্ন ছিল -এই সব বখাটেদের সাইকোলজি কি রকম?
উত্তর বোধয় গত পর্বেই দিয়েছি।
শরীর কেন্দ্রিক।

আমরা মেয়েরা কিভাবে বুঝব যে আমাদের আশেপাশের ছেলেরা আমাদের কি নজরে দেখে?
কুৎসিত কোন দৃষ্টি আমাদের লেহন করুক এটাই কি আমরা চাই?

আমি আবারও বলছি আমি বিশ্বাস করি নারীনা এই সামাজিক ব্যাধি রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখতে পারে।

সবচেয়ে ভাল উপায় হল নিজেদেরকে সেই দৃষ্টির গোচর না করা।
এটা আমার কথা না।আপনাকে,আমাকে,পুরুষকে,নারীকে,এই বিশ্ব জগতকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই পবিত্র সত্তার কথা।

পারবেন তাঁর চেয়ে কোন better solution দিতে?

____

Collected From
Sister
Shabnaj Rafnee Mithila

আয়নার সামনে পর্ব ৪

December 11, 2010 at 11:41 PM
আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহ তা'আলার।শান্তি ও কল্যান বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবার পরিজনের উপর।

____

বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, এই লিখাটা লিখার সময় আমার বুকটা দুরু দুরু করছে।কারন আমি যা লিখব অনেকের কাছেই খটকা লাগবে।মানতে চাইবেননা।মানলেও তা করতে চাইবেননা।করতে চাইলেও আমাদের ঠুনকো ego বাধ সাধবে।এই ইগো আমাদের সেকুলার সমাজ ব্যবস্থার তৈরি যেখানে একজন মেয়েকে পুরুষের প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হয়,সেখানো হয় ক্যারিয়ারই সব,তাকে আয় উপার্জন করতে হবে,বিয়ে শাদি অনেক পরের ব্যপার,বিয়ের সময় ছেলের সামাজিক অবস্থানই মূখ্য বিবেচ্য বিষয়,দেন মোহরানা হবে আকাশচুম্বী,সন্তান পালন একটা ঝামেলা,স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে না, পুরুষ ও নারী সমান ও প্রতিসম ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কিছুই।

আমার এই লিখাটা শহুরে নারীদের জন্য যারা কলেজ বা university তে পড়ছেন অথবা চাকরি করছেন। হ্যাঁ।এই আমরা মেয়েরা যারা নারী অধিকার নিয়ে এত মাতামাতি করেছি যে ভুলেই গেছি পুরুষের অধিকার বলেও কিছু থাকতে পারে।নিজের আলাদা সত্তা আবিষ্কার করতে করতে ভুলেই গেছি যে আমাদের একজন কর্তা আছেন/হবেন (আমাদের সব রকম প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব যার ঘাড়ে।হোক সেটা শারীরিক,মানসিক,আর্থিক বা অন্য কিছু।আমি যদি রানী হই আর সে যদি হয় ভিখারি তবুও সে আমার কাছে একটা পয়সাও চাইতে পারবেনা উপরন্তু তাকে আমার সব রকম প্রয়োজন মেটাতে হবে।তাকে আমার সাথে সর্বদা ভাল আচরণ করতে হবে।আমাকে যদি তার ভালও না লাগে তবুও আমার অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে আমাকে কাজের জন্য চাপ দিতে পারবেনা।সংসার না চললেও আমাকে বাইরে কাজ করতে বলার তার অধিকার নেই।আর সে কখনই সর্বোত্তম হতে পারবেনা যদি সে আমার কাছে ভাল না হয়।আমার নৈতিক অবক্ষয় দেখলেও আমাকে সে একেবারে তালাক দিতে পারবেনা।প্রথমে বুঝিয়ে,তা না হলে বিছানা আলাদা করে,তা না হলে সাবধান করতে একটা মেসওয়াক এর আঘাত দিয়ে,আর তাতেও না হলে অবশেষে তালাক দিবে।কিন্তু আমাকে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যেতেও বলতে পারবেনা যেখানে আমার চাওয়া মাত্র তালাক প্রাপ্তির বিধান রয়েছে।),সন্তান আছে/হবে(কাজের বুয়ার কাছে রেখে গেলেই যার প্রতি আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।)।

কিয়ামতের অনেক গুলো লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি হল মানুষ সন্তান সন্ততিকে বিরক্ত মনে করবে।আমাদের কাছেও আমাদের সন্তানেরা আজকাল এমনি হয়ে গেছে।আমরা বিয়ের পর ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর দিকে ঝুঁকে পড়ছি।এখনি বাচ্চা নয়।লাইফ তো enjoy করা শেষই হয়নি।আবার অনেকেই গর্ভপাতের মত জঘন্য কাজও করছি।কম বেশি যুক্তি একটাই-"এখন বাচ্চার জন্য prepared না।"
অথচ এই বাচ্চাই আমার সদকায়ে যারিয়া হতে পারত।
মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া তার মধ্যে একটি হল পূণ্যবাণ সন্তান সন্ততি।

____

একবার একটা লেকচারে শুনেছিলাম।আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ,মনে নেই কার লেকচার ছিল।বক্তব্য ছিল মুটামুটি এরকম।
"আপনার যখন কোন অসুখ হয় আপনি কি করেন? ডাক্তারের কাছে যান।ডাক্তার যা ঔষধ দেন তাই খান নাকি prescription পেয়ে গবেষণা শুরু করে দেন; কি ঔষধ দিল,এটা খেলে কি হয়,এটা কেন খাব, না খেলে কি হবে।যদি এমন করেন তাহলে ঔষধ সেবনের আগে এত গবেষণার কারনে ঔষধ খাওয়া না হলেও আপনার অসুখ যে মারাত্নক আকার ধারণ করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। "

এই ধরণের গাধামো যে আমরা কেউ করিনা সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা।ডাক্তারের কথার উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করে ঔষধ খাই।অথচ দেখেন আমাদের ঈমান কি রকম যে আমরা আল্লাহর প্রতি এই ভরসা পাইনা।আমরা আল্লাহর বিধান মানার আগে যুক্তি তর্ক বাধিয়ে দেই।এই হল আমাদের ঈমানের অবস্থা,এই রকম মুসলিম আমরা।আমরা আল্লাহর চেয়ে একটা ডাক্তারের কথায় বেশি আস্থা রাখি।

মানুন আর নাই মানুন আমাদের স্বামীরাই আমাদের জান্নাত/জাহান্নাম।একথা আমার না ।আল্লাহর পয়গাম্বরের।

“যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, আপন লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।”

লক্ষ্য করে দেখুন এখানে কোথাও বলা নেই যে আপনাকে আয় উপার্জন করতে হবে।নারীদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী স্থান হল নিজ গৃহ।
তবে হ্যাঁ কিছু কিছু পেশা আছে যেখানে নারীদের আবশ্যকতা আছে।
১।শিক্ষকতা(মেয়দেরকে দ্বীনী শিক্ষা দেয়া)
২।চিকিৎসা।

তবে এটা পুরটাই আমার ব্যক্তিগত মতামত।আমি অনেক ভেবে চিন্তেও এই দুটি পেশার বাহিরে নারীরা আর কি কাজ করতে পারে যা একান্ত প্রয়োজনীয় খুঁজে বের করতে পারিনি।

____

আমরা অনেকেই মনে করি নারী পুরুষের চেয়ে কম কিসে?অর্থাৎ আমরা প্রতিসম হতে চাই যা কখনো সম্ভব না। গঠন,শক্তি,মানসিকতার দিক থেকে পুরুষ ও নারী আলাদা।তাদের অধিকার সমান কিন্তু প্রতিসম না। equal আর identical এই দুটি ব্যাপার আলাদা।এই প্রসঙ্গে যাকির নাইকের একটা কথা মনে পড়ে গেল-
"যদি পুরুষ আর নারী প্রতিসমই হয়ে থাকে তবে তাদের প্রতিযোগীতা গুলি ভিন্ন হয় কেন?
কেন তাদের জন্য আলাদা ক্রিকেট,ফুটবল,ভলিবল,সাঁতার প্রতিযোগীতার আয়জন করা হয়?"

যার দায়িত্ব যত বড়।তাঁর কর্তৃত্বও তত বড়।পুরুষদের দায়িত্ব অনেক বড় সেজন্য তাঁদেরকে আমাদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।এটা কোন মানুষ চাপিয়ে দেননি।আল্লাহ দিয়েছেন যিনি পুরুষের নারীর উভয়ের স্রষ্টা।আমরা ডাক্তারের উপর ভরসা করতে পারলে কি তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারিনা?

আমাদের প্রতিপালন,রক্ষনাবেক্ষন,সকল চাহিদা পুরণের দায়িত্ব যাদের তাদের কি আমরা প্রাপ্য সম্মান টুকুও দেবনা?

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি জাহান্নাম কয়েক বার দেখেছি, কিন্তু আজকের ন্যায় ভয়ানক দৃশ্য আর কোন দিন দেখিনি। তার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী দেখেছি। তারা বলল, আল্লাহর রাসূল কেন? তিনি বললেন, তাদের না শুকরির কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহর না শুকরি করে? বললেন, না, তারা স্বামীর না শুকরি করে, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। তুমি যদি তাদের কারো উপর যুগ-যুগ ধরে ইহসান কর, অতঃপর কোন দিন তোমার কাছে তার বাসনা পূণ না হলে সে বলবে, আজ পর্যন্ত তোমার কাছে কোন কল্যাণই পেলাম না।”

আমি কখনই হযরত আলী রাধি আল্লাহু আনহু এর মত স্বামী পাবার যোগ্যতা রাখিনা যদি না আমি হযরত ফাতিমা রাধি আল্লাহু আনহার মত স্ত্রী হই।

আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে চেঁচাচ্ছি।একবারও কি ভেবে দেখেছি আমরা আমাদের কর্তব্যগুলো পালন করেছি কিনা/করার মানসিকতা আছে কিনা।

"দুনিয়ার সব কিছুই মূল্যবান।তবে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হল একজন পূন্যবান নারী।   "

Collected From
Sister
Shabnaj Rafnee Mithila

গভীর কালো জলে আঁকা ছবি

December 10, 2010 at 1:26 AM
ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে ছিলাম। দূরে, কাছে, উপরে, নিচে আকাশে আর অন্ধকার গভীর কালো জলের ভিতর। মানুষের চেহারায় তাকালে কি তার মনের অভিব্যক্তি বোঝা যায়? ঐ গভীর কালো জলের মতন? মেঘলা আকাশে কালো জলের চলন আরো গভীর আর দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। কিছুই বুঝি না। মাঝে মাঝে সময়ের প্রতীক হয়ে থাকা দীর্ঘশ্বাসে খুঁজে পাই হারানো স্মরণিকা।

তুচ্ছ এ পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব মাঝে মাঝে নিজেকে অকারণে কষ্ট দেয়। মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে ইচ্ছা করে। চারদিক কাঁপানো বৃষ্টি, আকাশ কালো হয়ে আসা বৃষ্টি, চারদিকে কেউ নেই। আমি একাই। বিশাল এক মাঠের মাঝে যেন আমি, যেন আমি একটি নির্জন ব্রিজের উপর। কালো আকাশ আর অবিরাম ঝরে যাওয়া বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মাঝে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই একটি রেইন কোট জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখন আমি একা নিসঙ্গ গ্রহচারী দাঁড়িয়ে থাকা একা ব্রিজটির উপর। আমি দেখতে পাচ্ছি নিচে নদীটি কিভাবে পানির ফোটায় ফোটায় ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে জলের উপরিভাগ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে নেশা লাগে। একটা লুপের মতন মনে হয় যেখানে একই জিনিস কিছুক্ষণ পর পর বারবার ফিরে আসছে আর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু একটুও ক্লান্তিকর নয়। দেখছি আর আমি নিজেও বুঝতে পারছি বৃষ্টির স্পর্শ। হুড তুলে দিয়েছি আমার রেইন কোটের। আমার মুখমণ্ডলই কেবল খোলা। পায়ে রাবারের বুট। হাত পকেটে। হুডের কিয়দংশ কপালের সামনে বেরিয়ে এসে কিছুটা বৃষ্টির ছাঁচ কমিয়ে দিচ্ছে। এতে একসাথে দুটো সুবিধা হচ্ছে। প্রথমত, শাওয়ারের নিচে গোসল করার মত মনে হচ্ছে না, যদিও বৃষ্টি হচ্ছে প্রবল মুষলধারে, সাথে সাথে আমার দৃষ্টিসীমা খোলা থাকছে আদিগন্ত। বারবার চোখ বন্ধ করতে হচ্ছে না। যেমনটা করতে হয় শাওয়ারের নিচে । একটু পর চোখ লাল হয়ে যায় আর দুহাতে মাথা আর মুখমণ্ডল মাসেহ করার মতন মুছে নিতে হয়। আমার এসব কিছুই করতে হচ্ছে না। আমি নিরন্তর দেখতে পাচ্ছি অবিরাম বারিধারা। আমি সেই ছায়ামূর্তি, ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সেই বিখ্যাত বৃষ্টির ছবি আমি। কেউ যেন আমার ছবিটি তুলে নিয়ে গেল। আমি তাকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু ভদ্রতা করে সেই অদৃশ্য ফটোগ্রাফার চলে যাবার আগে আমাকে দেখিয়ে গেলেন কেমন হয়েছে ছবিটি। আমি দেখলাম আমাকে সেই ফটোগ্রাফারের তোলা ছবিতে। ছবিটি খুব সুন্দর উঠেছে। আকাশ ভরা কালো মেঘ। কিন্তু আলকাতরার মতন কালো নয়, মেঘের লেয়ারগুলো আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ছবিটিতে কিছু মেঘ অনেক ভারী, আর অনেক উপরে আর কিছু হালকা ছাই রঙের কিছু ধূসর সাদা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেন মনে হয় ছবিটির উপরের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকা মেঘমালা উদাসী বৃষ্টির মাতাল হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে, হালকা একটা ভিনিয়েতিং যেন এডিট করা আছে। তার নিচে লোহার ব্রিজটি, সেই ব্রিজটির মতন, বক্স করা লোহার খোপের ব্রিজ, কিছুটা রেইল ব্রিজের মতন, হ্যাঁ রেইল ব্রিজই তো, কিন্তু রেলিং দেয়া কেন, সড়কের সেতুর মতন? আমি ওখানে দাঁড়িয়ে হেলান দিয়ে দেখব বলে, না এটা পুরোপুরি রেলসেতু, লোহার রেলসেতুর একটি ইউনিটে আমি দাঁড়িয়ে। ফটো তোলার সময় আমি তাকে দেখিনি। আমি ছবিটিতে রেলসেতুর এক রেলিং এর পাশে ঝুঁকে আছি আর তার সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ওখানে দৃশ্যের গভীরতা স্পষ্ট, অনেক দূরে দিগন্তের কাছে হালকা করে গ্রামগুলো দেখাযাচ্ছে, কিন্তু দিগন্ত রেখায় মাথা উঁচু করে থাকা কোনো তাল সুপাড়ি গাছ দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূরে তাই। আর ছবিটার বাকি অংশে আমি যেদিকে তাকিয়ে আছি তাও দেখা যাচ্ছে, একে বেঁকে বয়ে চলা নদীটি আর কি রকম কালো আর অদ্ভুত তার জলের চলন। ব্রিজ আর নদী, আর বৃষ্টির মাঝে আমার রেলিং এর উপর ঝুঁকে থেকে সেই নদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকার দৃশ্যটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, আর আমি যে মাঝে মাঝে একটু নড়ে উঠে মাথা একটু করে উপরে তুলে দূরের নদীর বাঁকের দিকে তাকাচ্ছি তাও বোঝা যাচ্ছে। কি অদ্ভুত হয়েছে এই স্থিরচিত্রটি। ছবিটির একটু ভিতরে আমি, হাতে নিয়ে দেখলে ছবিটার ভিতরে ঢুকে পড়তে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে কিছুটা পথ হেঁটে গিয়ে আমিও ঐখানে দাঁড়াই আমার ছায়ামূর্তিটির পাশেই আর বৃষ্টি দেখি। আশ্চর্য আমি তো ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছি। নড়িনি তো একটুও! আমি তো দেখছিলাম বৃষ্টি আর নদী । তাহলে ছবিটি এল কিভাবে আমার হাতে!

সময়ভুলে রেলসেতুর ট্র্যাকের উপর তাকাই । আড়াআড়ি করে থাকা লোহার পাতগুলোতে বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট স্প্রের মতন সরে সরে যাচ্ছে। মাথার হুডের দ্বিতীয় সুবিধাটি এবার স্পষ্ট হল। চোখে আর মুখে খুব কম

বৃষ্টির ফোটাই সরাসরি এসে লাগছে। ফলে প্রতিবারেই শিহরণ জাগছে শরীরে যেরকম লাগে প্রবল বাতাসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে । আমি ভিজে যাই না একবারেই কিন্তু একটু একটু করে প্রতিবার প্রথম বারের মতন করে ভিজে যাই। হালকা আলো আঁধারিতে দাঁড়ালে দেখা যায় জানালার কিনার ঘেষে কিভাবে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বৃষ্টির ফোটাগুলি, জলকণা ওদের নাম, যেমনটা দেখি সকালের প্রথম রোদে হালকা করে ভেসে বেড়ানো ধূলিকণায়। আমি শিহরণ জাগানো সেই বৃষ্টিতে একটু একটু করে ভিজে চলেছি যেন ওখানে রেলসেতুটির উপর নির্জনে দাঁড়িয়ে থেকে। জলকণার সাথে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলিকণাদের মিতালী, ওরা মিলেছে এক হয়ে এই অনন্তকালের এই সাদা কালো বৃষ্টির ছবিটিতে। আর প্রতিবার আমি একটু পরপর বড় করে নিশ্বাস নিয়ে অনুভব করেছি, স্মরণ করেছি সেই সোঁদা মাটির ঘ্রাণ।

When you are sad, you feel deep within;

It’s a rainy day.

You are sad.

Allah wants you to remember him,

Allah wants you to come back in His remembrance

that’s why He afflicted you with some sorrows !

How can you be oblivious of Him !

Remember Allah and find peace !

____

আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি তখন আমরা তাকে স্মরণ করি, তার বিচ্ছেদে বিরহ কাতর হই। আমাদের মন উদাস হয়ে উঠে, বারবার মনে পড়ে ভুলে যাওয়া সেই ক্ষণের কথা, কখনো কোনো বৃষ্টির দিনে। আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি।

যখন কেউ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন। যদিও তাঁর আমাদের স্মরণ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে তাঁর স্মরণ আরও অনেক গাম্ভীর্যময়, অসীম আর অনন্তকালের, সুমহান সৌন্দর্যে জ্যোতির্ময়। আমার খুব ইচ্ছা করে দেখতে কেমন সেই ছবিটি যখন সব সৌন্দর্যের অধিকারী আমাদের আমাকে হিসেবে স্মরণ করেন।
বৃষ্টির দিনে যখন আমি দাঁড়িয়ে একা রেলসেতুটিতে ।

____

When you are sad, you feel deep within;
It’s a rainy day.
You are sad.
Allah wants you to remember him,
Allah wants you to come back in His remembrance that’s why He afflicted you with some sorrows !

How can you be oblivious of Him !
Remember Allah and find peace !

All you have to do
to have Allah remember you
is just remember Allah
that's All you have to do

"..verily, in remembrance of Allah do hearts find rest ". [13:28]

Collected from:
Brother
Sifat E Mohammad

ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার টা কী?

December 11, 2010 at 5:20 AM
খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। কী দরকার? আসলে প্রশ্নটা বোধহয় ঠিকমত হলনা, কারণ আমরা সবাই জানি, জাহান্নামে পুড়ে মরার হাত থেকে বাচার জন্য ধর্ম পালন করতে হবে। ছোটবেলা থেকে টেক্সটবুক এ অথবা বাবা মায়ের থেকে যা জেনেছি তার সুবাদে ধর্ম নিয়ে এর বাইরে কিছু ভাবার যোগ্যতা আমার হয়নি। আবার পাশাপাশি এটাও শুনে এসেছি, আল্লাহ নাকি খুব দয়ালু। যেই আল্লাহ এবং রাসুল কে সত্য বলে জানবে সেই বেহেশতে যাবে।

well, সব তর্কই এভাবে শুরু হয়- সবাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তোমরা যা ভাবছ আল্লাহ আসলে অত দয়ালু না। তোমরা যদি ১০০% ধর্ম না মান তাহলে কোনভাবেই মাফ পাবে না। তারপর শিরক, বিদআত ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করে বোঝানোর চেষ্টা করে এই সব ক্ষমার অযোগ্য অপরাধগুলি তোমার মধ্যে বিদ্যমান, অতএব পরিত্রাণ পেতে ধার্মিক না হয়ে তোমার উপায় নেই।

পুরো তর্কটা abstract থেকে আরো abstract হয়ে যায়। একটা যুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে জুজুর ভয় দেখিয়ে কি তার পুরো lifestyle বদলে ফেলা সম্ভব? সে ত জানতে চাইতেই পারে, একজন পরোপকারি ভাল মানুষের সাথে একজন ধার্মিক মানুষের পার্থক্যটা কী? একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ বেশির ভাগ সময়ই অনেক বেশি মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী হয়, পক্ষান্তরে, ধর্মের সাথে মুক্ত চিন্তা, স্বাধীনতার কেমন যেন একটা আড়ি আড়ি ভাব। কেমন যেন একটু ষাঁড় ষাঁড় ভাব তাদের মধ্যে। একটু বেশি কিছু বললেই ঢুস!

গতকাল রনি তার এক বন্ধুর সাথে তর্ক করছিল, সিলেবাস থেকে ধর্ম বিষয়টা বাদ দিয়ে দেয়া নিয়ে, আমার খুব একটা ভাল লাগেনি। ফাইভ সিক্স এ সালাম স্যার এর স্কেলের বাড়ি না খেলে এতদিনেও বোধহয় দুআ কুনুত শিখে উঠতে পারতাম না। ও তখন আমাকে বলল, এই যে এতগুলি বছর ইসলামিয়াত বই পড়ে আসলা, কেউ কোথাও লিখসে আমাদের ধর্মটা যে এত সুন্দর?

তাই ত! কত কষ্টে, জীবনের বিভিন্ন চড়াই উতরাই পার হতে ঘুমের ওষুধ, ডেল কার্ণেগী থেকে শুরু করে মেডিটেশন, সাইকোলজিকাল কাউন্সেলিং ইত্যাদি ইত্যাদি স...ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে হোচট খেয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্মের আশ্রয় নিয়েছি। কই! কেউ ত কোনদিন বলেনি, আল্লাহ নামে তোমার একজন best friend আছে। তাকে তুমি যাই জিজ্ঞাসা করবা সে তারই উত্তর দিবে। in fact, সব উত্তর already দেয়াই আছে। ইকটু কষ্ট করে হাদিস এর দুইটা বই পড়ে ফেল.... দেখবা কোথাও না কোথাও তোমার সমস্যার সমাধান দেয়া আছেই।

যাই হোক, প্রশ্নটা ছিল, ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? আরো সহজ করে বলতে গেলে, মানবতাবোধ ই কি সবচেয়ে বড় কথা না? কেন ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে হবে? প্রথমত, বিভেদ তৈরি করার প্রশ্নই উঠেনা। দ্বিতীয়ত, অবশ্যই মানবকল্যাণ সবচেয়ে বড় কথা (as long as worldly things are concerned). এইবার নিচের অতি সাধারণ ঘটনাগুলি একটু চিন্তা করা যাক -

১. আমার কলিগ অথবা স্বল্প পরিচিত কেউ আমার সাথে ছোটলোকের মত একটা কাজ করল। simply ছোটলোকি! যে কেউ শুনলে ছি ছি করবে (যে যার মনের মত একটা উদাহরণ ভেবে নিন, আমার কল্পনাশক্তি বেশি প্রবল না). আমি কীভাবে react করব? - সাধারণ মানুষ হলে একটা উচিত শিক্ষা দিব। চক্ষুলজ্জায় সামনা সামনি কিছু বলতে না পারলেও তাকে চেনে এমন মানুষের কাছে পুরো ঘটনাটা সবিস্তার বয়ান করব। - ভাল মানুষ হলে ঘটনাটা চেপে যাব, তবে সেই পাবলিকের থেকে সাবধান হয়ে যাব, তার সাথে আমি আর নাই।

ধর্মের সমাধান মানলে পুরো ঘটনাটা ভুলে যাব, তাকে অন্তর থেকে মাফ করে দিব এবং তার সুমতির জন্য চেষ্টা করব। যে মানুষটার best friend আল্লাহ, সে ত ঐ লোকের থেকে কিছু আশা করে না। অতএব ঐ বদলোকের কর্মকান্ড ওর প্রতি আমার আচরণ বিন্দুমাত্র বদলাতে পারবেনা। আমি তাকে আগের মতনই উপকার করব, খারাপ সময়ে স্বান্তনা ও ভাল উপদেশ দিব। চাই কি, আল্লাহ কে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার spiritual uplifting কে একটা প্রজেক্ট হিসেবেও নিয়ে ফেলতে পারি। ফলাফল, সে আমার থেকে উপকার পেতেই থাকবে, হয়ত কোনদিন তার মধ্যে চেতনা আসবে, না আসলেও আমার কিছু যায় আসে না। আর আমিও irritating people দের ভাল deal করা শিখে যাব।

২. আমার অসম্ভব মন খারাপ। কোন প্রিয়জনের অন্যায় আচরণ আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। বেচে থাকাটাই এখন অর্থহীন মনে হচ্ছে। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার, অসহায়ের মত হাতড়ে কোথাও একটু আলো পাচ্ছিনা। teen age হলে ঘুমের ওষুধ খাবো, একটু সাবালক হলে আরেকটু নিষিদ্ধ কিছু... অথবা খুব ভাগ্যবান হলে কোন বন্ধুর উপর ভর করে আস্তে আস্তে জীবনে ফিরে আসব, তাও পুরো সময়টায় অসংখ্য বার হতাশা, রাগ, প্রতিশোধ, ঘৃণাসহ ধ্বংসাত্মক হাজারো আজব অনুভূতি হবে।

এখন যে মানুষটা বিশ্বাস করে আল্লাহ তার কণ্ঠনালীর চেয়েও কাছে আছে, সে পুরো কষ্টটা কেদে কেদে আল্লাহর কাছে বলবে। কাদতে কাদতে এক সময় তার মনে হবে আল্লাহ সত্যি তার সাথে কথা বলছে। সে নামাজ পড়বে, নামাজে মনটা অন্যদিকে ফোকাস হয় বলে একটা সময় পাজর ভাঙা কান্না ফোপানো অভিমানে রূপ নেবে... ফোলা ঠোটে চোখের পানি নাকের পানি একাকার হয়ে জমবে, আর নামবে ঘুমের ঢল। ঘুম অর্ধেক কষ্ট এমনিই দূর করে দেয়। Allah is sooooooooooo cute!

৩. আমি কোন সংগঠন বা প্রজেক্ট টিমের লীডার হলাম। ধর্মকে আকড়ে ধরে থাকলে আমি দুটো জিনিস সবসময় মানব - - আমার কাজটায় আল্লাহ কোনভাবে বেজার হচ্ছে কিনা। (like আমি মিটিং এ দেরি করে আসলে আল্লাহর ভাল্লাগবেনা। আমি সবার মতের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখালে আল্লাহ পছন্দ করবেনা, ইত্যাদি।) - মনে মনে বলব, 'আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কারো প্রশংসায় পাত্তা দেইনা, তুমি ছাড়া আর কারো সমালোচনায় ভয় পাইনা' এতে করে আমার decision নেয়া এবং তাতে strict থাকা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

৪. শুধু এসব ঘুরানো প্যাচানো অস্পষ্ট ব্যাপার না। Allah gives direct order! তুমি বিয়ের পাত্রী পছন্দ করতে পারছনা, say ishtikhara prayer. তুমি উত্তর পেয়ে যাবা। এইটুকু পড়ে যারা মুখ বেকিয়ে হাসছেন, তারা নিজেরাই চেষ্টা করে দেখবেন। আমার কথা বিশ্বাস করার কোন দরকার নেই। আমার নিজের এবং পরিচিত মানুষের ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে।

যাই হোক, all i wanted to say is ধর্ম মানে নামাজ দাড়ি টুপি না। ধর্ম মানে জানা, প্রয়োগ করা। যারা ধর্মকে অস্বীকার করে তারা কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর এটাকে বাতিল বলে ফেলে দেয়নি। they just didn't care enough to think about it. একবার কোন মতে আল্লাহকে close friend বানায় ফেল, মনে মনে বল, i love you Allah! তখন নামাজ, হিজাব... এসবের মাহাত্ম্য নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে আসবে। জোর করে কি ঠান্ডা পানি দিয়ে ওজু করে সকালের ঘুম মাটি করানো যায়? আল্লাহ খুব কাছের বন্ধু হয়ে গেলে বাকিসব এমনিই হয়ে যায়।

Collected From:
Sister
Nusrat Rahman

শাহরুখের মহাগমন নিয়া স্ট্যাটাস সমগ্র

December 11, 2010 at 1:19 PM

গতকাল 'কিং খান ' এসেছিল, তার জন্য হাজার বিশ টাকার টিকিট কেটে লোকে কনসার্টে গেসে। বৈশাখী টিভি সেই অনুষ্ঠানের টেলিকাস্ট করসে। আমাদের SRK মন্ত্রমুগ্ধ জনগোষ্ঠী আগ্রহভরে সময় নিয়ে সেগুলা দেখেছেন। আমি ভাগ্যবান , আমার বৈশাখী টিভিও দেখতে হয় নাই (সবার ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখে তা -ই মনে হয়েছে)। আগ্রহভরে কিছু স্ট্যাটাস এর কপিপেস্ট করলাম , গতকালের অনুষ্ঠানের স্বরুপটা উদ্ভাসিত।

- লোকে শাহরুখরে কেন এতো পচাইতেছে আমি বুঝতে পারতেছি না .... একটা আপাদমস্তক অসুস্থ জাতির অসুস্থ মানসিকতার কিছু অসুস্থ লোক হাজার টাকা খরচ করসে নাচ দেখার জন্য ... সে টাকা নিয়া নাচছে , এইটাতে তো তার দোষ দেখি না ... আমাদের একটা মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ জেনারেশন আছে , তাদের জন্য পুরা জাতির লজ্জা পাওয়া উচিত .... SRK রে পচায়া লাভ কি ? [রেজওয়ান শামসুল কবির শুভ]

- আজ আর্মি স্টেডিয়ামে যে ২৫কোটির উপর টাকা উড়ানো হইলো তার অর্ধেকও যদি সুকর্মে চ্যারিটি হইতো ! [Khan Nafee M Sadh]

- শাহরুখ খানকে নিয়ে আমাদের উন্মাদনা দেখে আমি নির্মমভাবে হতাশ। [Nazmul Hoque Shafin]

- শাহরুখ আইসা আমাদের চরম অপমান কইরা গেলো,আর কিছু আ*লের কান্ড কারখানা দেইখা মনে প্রশ্ন জাগলো আমাদের জাতীয় ভাষা হিন্দি কিনা ? [Mithun Sarker]

- আজ বুঝলাম সংখ্যাগরিষ্ঠতা কী জিনিস !!! পাগলদের দেশে তাই হিরো 'খান' সাহেবের জন্য এত্তগুলা মানুষ যা করতেছে তা তেমন কোন ব্যাপার না !! পাগলামির অপবাদ শুধু হাতে গোনা কিছু মানুষের জন্যেই ... X:(([Sourav All Iz Well]

- একটা প্রশ্ন ??????????? তিন/চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে একটা সন্ধ্যায় শাহরুখ শো দেখতে পারি আমরা , আমাদের শ্রাবণী সমাদ্দাররা কেনো সামান্য কটা টাকার জন্য বিনা চিকিৎসাতায় মৃত্যুর দিন গোনে?আমাদের নিজেদের প্রতি আমাদের কিসের এত ঘৃণা কেনো এত অবজ্ঞা ? [Fatema Abedin Nazla]

- Are we ready yet to see half naked dance with our family? Lets see what press to say tomorrow. In my opinion we are still not ready to watch such a live show in our country. [Sisir Kanti Adhikary]

- শাহরুখ এসে সারা দেশ সহ ফেছবুক এও তোলপাড় লাগায়ে দিলো ...আমার মনে হলো এটা নিছক সময় এবং সম্পদের দুব্যবহার ... [Wasif Islam]

- শাহরুখ কইসে শালার ভাই , আনন্দের আর সীমা নাই [Farhan Daud]

- SRK রে কোন দোষ দেই না ...দোষ আমাদের ....যারা স্টেজে গিয়ে SRK রে কিস করে .... বাঙ্গালি ললনা ...তোমাদের নেই তুলনা ......আমি হতাশ [Moushiur Rahman Farazi]

- কে বেশি নগ্ন ? শাহরুখের পেছনের নর্তকীরা ? শাহরুখ নিজে ? নাকি তার সামনের স্টেডিয়াম ভর্তি

দর্শকেরা ? নাকি আমাদের মিডিয়া ? নাকি আমরা? [Mostofa Kamal Rasel]

- কাউকে সম্মান করতে গিয়ে নিজের মাকে অপমান করতে পারি কি ? তাহলে অন্য দেশকে সুন্দর বলতে গিয়ে নিজের দেশকে নোংরা ডাস্টবিন বলতে পারি কিভাবে ? অন্য ভাষার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে নিজের মাতৃভাষাকে অপমান করতে পারি কিভাবে ? সত্যি আমরা অনেক অদ্ভুত জাতি ; ভাষার মুক্তির জন্য জীবন দিয়ে , ৯মাস যুদ্ধ করে দেশের জন্য লাখ লাখ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সেই ভাষাকে সেই দেশকেই চরম অপমান করি। [Arafat Rahman Emon]

- কনসার্টের প্রতিটা মেয়ে /বউ তাঁদের বহুবছরের সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে শাহরুখের kiss পেতে উদগ্রীব , শেষমেশ চুমুটা সেটা গেল শেখ হাসিনার নাতনীর ঘরে। Don't be upset girls , better lose your dignity next time. Best of luck !! [Mehrab]

- একজন বীর ভাংঘালি আজ দাবী করেছেন কনসার্টের সকল বীর জনতা শাহরুখের লাথি খেতে রাজী ....ওই হালা রে মারতে ইচ্ছা করতেসে ...... [Istiak Hossain Tomal]

- শাহরুখ খান শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালীদেরকে শালা বলে চলে গেলো , আর আমরাও খুব মজা নিয়ে সেটা উপভোগ করলাম। আমরা বাঙ্গালীরা যে এখনো আঁধারেই আছি -- কোন ডাউট নাই [Saikat Das]

- শাহরুখ সিলসিলার রোশনীতে কেউ আদ্যপান্ত মুগ্ধ , আবার কেউ কেউ নাক সিটকাচ্ছে ছে ছে করে ! কিন্তু সবার শ্যাষে কর্পোরেটিয় তৎপরতার সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নেয়ার সাবলীলতা অন্য কিছুর ইংগিত দেয় ... শাহরুখ সিলসিলার রোশনীতে কেউ আদ্যপান্ত মুগ্ধ , আবার কেউ কেউ নাক সিটকাচ্ছে ছে ছে করে ! কিন্তু সবার শ্যাষে কর্পোরেটিয় তৎপরতার সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নেয়ার সাবলীলতা অন্য কিছুর ইংগিত দেয়...যতই ফেসবুক আর ব্লগের মতো ভার্চুয়েল মিডিয়ায় চিল্লাচিল্লি করি ... না কেন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ত কে নাই করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বাজার বিস্তারের প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ বরাবরই বড়ই নড়বড়ে ... প্রতিকারের কথা এখন নাই বা ভাবলাম ! আমাদের রাজনৈতিক ইমাম -রা কর্পোরেটিজম আর সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতাকে বুঝতে আর বোঝাতে চান অপতৎপরতা আর ষড়যন্ত হিসাবে ... আসমানে তুইলা রাখা - রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে বোঝার সংস্কৃতি যদ্দিন টাইনা জনগণের যাপন আর মগজে নামানো না যাবে - তদ্দিন এখানে সাম্রাজ্যবাদী আর কর্পোরেট রাজনীতির নবী শাহরুখ রে নিয়া গলা ফাটাইয়া কোন লাভ নাই বলে আমার বদ্ধমূল ধারণা।। [Imon Dasgupta]

- শারুক রে শুধু কর্পোরেট রাজনীতির নবী বলে আলাদা করার দরকার নাই , তারে পুরাই নবী বলে দেয়া যায়। কারণ কর্পোরেশনই স্বত্ত্বা। তা না হলে লালন ভাষ্কর্য আর বক ভাঙ্গার সময় যারা আসছিল ভাঙ্গারীর দল হিসাবে , হেরা শারুকের মত একটা নটেকে (আমার মতে একটা নব্য ...জিগোলো) এয়ার পোর্টের গেট কেমনে পার হতে দেয় ? আর বাজারে এবারের হটকেক ছিল বাঙালীর স্টেশন বিহীন আবেগ। কিসে নাচতে হয় আর কিসে চুপ থাকতে হয় সেটা বাঙালী জানে না অথবা ইতিহাসের কোনো এক অংশে ভুলে গুলে খেয়ে বসে আছে। তবে জানে না বলেই মনে হয়। [Abidul Abedin]

- বোকা*দা বাঙ্গালী ৩ ঘন্টার জন্য ২৫ হাজার টাকা খরচ কইরা এন্টারটেনমেন্টের জন্য যাইবো , লগে ফ্রি ফ্রি শালা গালি খাইয়া নাচতে নাচতে বাড়িতে আসবো ... কিন্তু ভাল কামে ২ টাকা খরচ করতে গেলে উনাদের পশ্চাদ্দেশে বিখাউজ হয় ...(শ্রাবনী সমাদ্দারের চিকিৎসার অর্থ সংগ্রহ প্রসঙ্গে) [Shuvro Sunny Sen]

- I don't care who SRK is or how he performed in that very show.But I'm totally pissed seeing those obnoxious ppl on stage.SRK sara jibon thatta tamasha kore beranor moto kisu memory niye gelo.Stage e giya Bangal pani khaite chay.arsehole shala. [Asif Alam]

- নাচ আমার ময়না (থুক্কু , শাহরুখ) তুই পয়সা পাবিরে !!!কিন্তু বাকি বাঙাল নাচুনেরা ???? [মাহবুব আনন্দ]

এবার সচলায়তন ব্লগের নজরুল ইসলামের এই পোস্ট থেকে নেয়া লেখার একাংশঃ
....

আপনি মঞ্চে ডাকলেন দুজন তরুণকে। দুষ্টু টাইপের বালক চাইলেন। দুজন উঠলো। একজন যেন একটু বেশীই দুষ্টু ... তার এক গোঁ , বাংলায় কথা বলবে। তাঁকে আপনি সেখান থেকেই অপমান করতে শুরু করলেন। বলে দিলেন কথা না বলে বিবির সাথে বসে পানি খেতে , নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলো।

কেন?

আপনি নিজেই তো তাকে ডেকে তুলেছিলেন মঞ্চে , তাই না ? সে হিন্দি না -ই জানতে পারে , ইংরেজিও না -ই জানতে পারে , আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শো করেন , সব দেশের ভাষা আপনাকে জানতে হবে এমন কথা নেই , বাংলা না -ই জানতে পারেন আপনি, দোভাষী নিন। কিন্তু মাতৃভাষায় কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁকে কেন আপনি অপমান করবেন? কেন তাকে নামিয়ে দেওয়া হবে এদেশের একটি মঞ্চ থেকে ? আপনি কি জানেন, এই বাংলায় কথা বলার অধিকার চেয়ে আমাদের অগ্রজেরা জীবন দিতে দ্বিধা করেনি ? আপনি কি জানেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে যে একটি দিবস সারা বিশ্বে পালন করা হয় , তার ইতিহাস ? জানেন?

আপনি বিনোদনদাতা , টাকা দিলে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানেও নাচবেন , এরকম একটা ইন্টারভিউ পড়েছিলাম স্টারডাস্টে। তা -ই আপনি করেছেন, কোটি টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয় আপনার প্রতিটি রাত , আজো হলো। টাকা নিয়ে আপনি চলে যাবেন , ভুলে যাবেন এইসব আনন্দ বেদনা , শারজাহ্ বা লণ্ডনের পরবর্তী শো নিয়ে ভাববেন।
কিন্তু আমাদের হৃদয়ে এই ক্ষত থেকে যাবে। কোটি মন্বন্তরে কভু ভুলিবো না !
বিশ্বজোড়া কোটি কোটি ভক্ত আপনার , কিন্তু খুব সামান্য আমি আপনাকে কখনোই পছন্দ করতাম না , আজ থেকে ধিক্কার জানাই আপনাকে।
....

Collected From:
Brother
Mahmud Faisal

চাচা কাহিনী

December 12, 2010 at 6:08 PM
চাচা,আপনি যেদিন নোবেল পুরষ্কার পেলেন,সেদিন আমার নিজেকে বড়ই ‘হাম ক্যায়া হোয়েগা’ মনে হচ্ছিলো।কারণ,আমার বাবা চবিতে অর্থনীতি অধ্যয়ন করার সময় আপনি তার শিক্ষক ছিলেন।আমি এই কথা এলাকা,বন্ধু মহলে বলে বেশ পার্ট নেয়া শুরু করলাম।পড়ার ঘরের আলমারিতে আপনার একটি ছবি পেস্ট করে দিলাম এবং ওই ঘরে নামাজ পড়া বাদ দিলাম,তবুও আপনার ছবি ছিড়লাম না,কারণ আপনি আমাদের গর্ব।সত্য বলছি,নির্ভেজাল সত্য।বাকিটা আলোচনার পরে বলি,ঠিক আছে চাচা?

সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে আপনি যে 'ক্ষুদ্র ঋণ' আবিষ্কার করলেন,তাতে আমি বিমুগ্ধ।একটি ফকির কাজ করবে না,ভিক্ষাই করবে।সেই ভিক্ষাই যেনো সে ভালোভাবে করতে পারে সেজন্য আপনি তাকে গাড়ি কিনে দিলেন,আর সেই গাড়ি কিনার টাকার ঋণ তিনি শোধ করবেন স্বল্প কিস্তিতে,কিন্তু মাত্র ১২% সুদে(ইহাই সর্বনিম্ন)..........সেই সাথে তার যদি একটা কুঁড়েঘর করে দেয়া যায়,তা তো ভালই হয়।এখানেও সেই স্বল্প কিস্তি আর অল্প(!)সুদ।এভাবে তার মেয়ের বিয়ে দিতে আপনি তাকে অফার করলেন আরো কিছু উপকারী ঋণ।এখানেও স্বল্প কিস্তি,অল্প সুদ।এইরূপে একে একে তিনি তার চাহিদা বাড়াতে শুরু করলেন আর তাকে দিতে থাকলেন স্বল্প কিস্তি,অল্প সুদের ঋণ।বছর শেষে দেখা গেলো ১,০০০ টাকার বিনিয়গে ফকির সাহেব থেকে ১,১২০ টাকা নিয়ে নিলেন আপনি।এইরূপে নারীদের কর্মসুযোগের লোভ দেখিয়ে গরু-ছাগল দিতেও শুরু করলেন।বছর শেষে দেখা গেলো,সেখানেও ব্যাপক লাভ।১০,০০০ টাকার গরু দিয়ে চাচা হাতিয়ে নিলেন ১১,২০০ টাকা।এখন গ্রামের ১০০ নারীকে এই গরু দেয়া প্রকল্পের সুবিধা(!) দিলে চাচার লাভ হচ্ছে মাত্র ১,২০,০০০ টাকা।এইভাবে নানা গ্রামের কৃষক,ফকির আর অসহায় নারীদের অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে মুটামটি আপনি কোটি কোটি টাকা লাভ করলেন................

কিন্তু,চাচা আপনার গুণের তুলনা হয় না।বিত্তবানেরা ঋণ পরিশোধ করে বছরের ভিত্তিতে,আর আপনার গরীব গ্রাহকেরা করে সপ্তাহে সপ্তাহে।ফলে,বছরে ১২% ধরে কোনো দ্রব্যের উপর মোট সুদ ৫২ টাকা হলে,সপ্তাহে মাত্র ১ টাকা সুদ দেয়া লাগে।১ টাকা আর এমন কি!!কিন্তু,এই ১ টাকা নিয়ে আপনি যে চাল চাললেন তাতে আমি আবারো আপনার ভক্ত হয়ে গেলাম।আপনার ১২% সুদ তো চাচা যে দ্রব্য বা টাকা তাদের কাছে ১ বছর ছিল,যা তারা ১ বছর ব্যবহার করেছে,তার উপর,তাই না?কিন্তু,১ সপ্তাহে যে ১ টাকা সুদ নিলেন,তা কি তারা ১ বছর ব্যবহার করেছে?নিশ্চয় না।এই সুদের টাকা তো চাচা আবার আরেক অসহায়কে স্বল্প কিস্তিতে দিয়ে দিলেন।সুতরাং,সেখান থেকেও সপ্তাহের শেষে যে সুদ আসবে,তা দিয়ে চাচা আরো একজনকে স্বল্প কিস্তির অল্প ঋণ দিলেন।বছর শেষে চাচা আপনার লাভ কাগজে কলমে ১২% কিন্তু,বাস্তবে চক্রবৃদ্ধি হারে লোকের পর লোক আপনার সমিতিতে যোগ দিলো,আর সপ্তাহে সপ্তাহে স্বল্প সুদ ফেরত দিলো।অংক কষে দেখা গেলো,প্রতি সপ্তাহে আপনার প্রাথমিক মূলধন বৃদ্ধি না করেই আপনি প্রতি ১০০০ জনে ২০ জন নতুন গ্রাহক পেলেন।এভাবে বছর শেষে আপনার গ্রাহক বেড়ে দাড়ালো ২০৪০ জন।কারো ১ বছরের,কারো ১১ মাসের আর কারো ৫ মাসের সুদ আপনি পেলেন,কিন্তু তা আপনাকে হিসাবে দেখাতে হলো না।প্রতি এক টাকায় আপনার লাভ দাড়াচ্ছে মাত্র ৩.১৮ টাকা,গ্রাহক ১০০০ এবং সুদ ১২% ধরে।পরের বছরে তা আরো বাড়বে,সন্দেহ নাই। [রুমমেট সাগর ভাইকে ধন্যবাদ অঙ্কটি কষার জন্য] ...

যাই হোক, চাচা তো ব্যাপক কূটনৈতিক চাল চাললেন।আমাদের মত শিক্ষিতদেরই ধরতে এতোদিন লাগলো,আর যাদের নূন আনতে পান্তা ফুরোয়,তারা কিভাবে বুঝবে!!আপনার মত কূটনৈতিকের বড়ো অভাব এই তৃতীয় বিশ্বে।সব মাথা মোটা,মাথা গরম টাইপ।কূটনীতি কি তা ওই বুদ্ধিহীন বুদ্ধির ঢেঁকি গুলা জানেই না। এতোদিনে বুঝলাম,আপনি কেনো শান্তিতে নোবেল পেলেন।
কথা শেষ হয়নি চাচা,যাবেন না এখনই।আপনার মনে পড়ে পল্লী ফোনের কথা?আপনার সমিতির লোকদের একটি মোক্ষম অস্ত্র ছিল এই পল্লী ফোন,গ্রামীন চেক,মধু আরো কত কি।বঞ্চিতদের স্বর্দি-কাশির অসুখ হলে যে মধু খাবে,তাও আপনার সমিতির লোকেরা সাপ্লাই দিচ্ছে,কী মহৎ আপনি।মহত্বের আড়ালে আপনি আপনার লাভটাও ঠিক রাখছেন!আপনি যে দিকটা ধরতে পারলেন,তা আমরা ধরতে অক্ষম ছিলাম।মানুষ চায় উন্নত জীবন যাপন করতে।আপনি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করলেন ঠিকই,কিন্তু তাদেরকে এমন ঋণের বেড়াজালে জড়িয়ে নিলেন,যার জাল ছিড়ে বেরোতে পারে খুব কম লোকই।

আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ আপনি,নিঃসন্দেহে। কাল মার্ক্স একটা মাথা মোটা লোক ছিল।সে যে অর্থনৈতিক মডেল দাড়া করালো,তা মানুষের মধ্যে কর্মস্পৃহা কমিয়ে দিলো।ব্যাক্তিগত সম্পদ আড়োহন মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।তা অস্বীকার করে যে মডেল তিনি দিয়ে গেলেন তা বাস্তবায়ন করতে লেনিন সাহেবকে ৫ মিলিয়ন আর স্ট্যলিন সাহেবকে ৩০ মিলিয়ন লোক মারতে হলো।অথচ,আপনার স্বল্প ঋণে মানুষতো মারা গেলই না,বরং তাদেরো জীবনযাত্রা উন্নত হলো,আর আপনারো পকেট ভরলো।সবারই আপেক্ষিক লাভ হলো,কি শান্তি!!!

গরীব ঠকানোর মাধ্যমে কোটি টাকাযে হাতানো যায়,তা চাচা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।আগে বুঝতাম না ইসলামে কেনো সুদ হারাম করা হয়েছে।এখন বুঝলাম,এটি গরীবের টাকা ধনীর মধ্যে সঞ্চারন করে সমাজে বৈষম্য তৈরি করে।একটি সাধারন ক্যালকুলেশন দেখিঃ

ধরুন আমরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখলাম ৪% সুদে।এখন,যিনি বিনিয়োগ করবেন,তিনি তিনটি ব্যাঙ্কে গেলেন এবং ১০%,১৫% আর ২০% সুদ দেখলেন।চালাক লোক,তাই তিনি ১০% এর টাই নিলেন,কারণ রিস্ক কম।তিনি ব্যবসা শুরু করলেন।যেহেতু তাকে প্রতি ১০০ টাকায় ১০ টাকা গচ্চা দিতে হবে,সুতরাং তিনি তার দ্রব্য অন্তত ১১৭-১১৮ টাকায় বিক্রি করবেন যেনো ৭-৮% লাভ হয়।পাইকারী-খুচরা বিক্রেতা ঘুরে আপনার আমার কাছে যখন দ্রব্যটি আসে তখন তা ১২৫ টাকায় দাঁড়ায়।ব্যাঙ্ক থেকে আমি আপনি পেলাম ১০৪ টাকা,আর এদিকে ১০০ টাকার দ্রব্য কিনলাম ১২৫ টাকায়।কি,৪ টাকা লাভ করলেন??না কি ২১ টাকা খুইয়ে বসলেন?? লাভটা তাহলে কে করলো?বাকী টাকাটা কাদের থেকে আসলো?আপনারাই বের করেন।সব আমিই বলে দিলে কিভাবে হবে?
কোরআনে আল্লাহ বলেন,

“তোমাদের ধন-সম্পদ যেনো বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।[সূরা হাশরঃ৭]...

একটি জরিপে দেখলাম বিশ্বের মাত্র ৫% লোক ৭২% সম্পদ দখল করে বসে আছে।সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটিই নিশ্চিত করে,কোনো সন্দেহ নেই।তারা আরবের লোকেদের মতই আবার দাবি করবে আমরা তো ব্যবসা করছি।কিন্তু না।কোনটা ব্যবসা আর কোনটা সুদ তা সবাই যানে।আল্লাহ বলেন,

“যারা সুদ খায় তারা দাড়াতে পারে তার মত ছাড়া যাকে শয়তান তার স্পর্শের দাড়া পাতিত করেছে। কেনোনা তারা বলে,“সুদ তো ব্যবসার মতই”। অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন,যারা তার প্রতিপালকের নির্দেশ পাওয়ার পরে সুদ খাওয়া ছেড়ে দিলো তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না অতীতের জন্য,কিন্তু যারা জানার পরেও সুদ খাওয়া ছাড়লো না,তারাই হবে আগুনের বাসিন্দা যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।”[সূরা বাকারাঃ২৭৫] ...

আবারো চাচা কাহিনী।আমরা জানি না আপনি কি করেছেন না করেছেন,তবে উপরের হিসাব সত্য হলে বুঝতে হবে যে আপনি একটি জিনিয়াস।আপনি আপনার পুঁজিবাদি অর্থনীতিকে আরো উচ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে বুদ্ধি বের করলেন,তা সত্যই প্রশংসার দাবিদার।যতদিন আমি উদার গণতন্ত্রে এবং পুঁজিবাদি অর্থনীতিতে বিশ্বাসি ছিলাম ততদিন আমি এই চিন্তাধারার সকল মানুষের মতই আপনাকে বস মানতাম।কিন্তু,এখন আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ‘লা ইলাহা ইল্লা আলাহ’ এই বাক্যটি।এই বাক্য মানার মানে এডাম স্মিথ,কাল মার্ক্স বা আপনার অর্থনৈতিক মডেল বাদ দিয়ে আল্লাহর দেয়া অর্থনৈতিক মডেল মেনে নেয়া। সুতরাং,আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন।

Collected
from
Ahmad Sajid Hasan

আল্লাহ! ওটি আবার কী বস্তু?

December 13, 2010 at 3:37 AM
দোস্ত, তোর প্রশ্নের উত্তর ভাবতে ভাবতে গতকাল ঘুমাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। (আমার এক বান্ধবীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ সম্পর্কে তার ধারণা কী? সেও তিনদিন ধরে ভেবে কূলকিনারা করতে পারেনি।) ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমৎকার কিছু কথা মাথায় এসেছিল, এখন কতটুকু লিখতে পারব কে জানে!

প্রথমেই বলে রাখি, আল্লাহ পুরোপুরি আমার নিজস্ব সম্পত্তি। আল্লাহ কেবল আমার। আল্লাহ আমার, আমার এবং পুরোপুরি আমি ছাড়া আর কোন কিছু নিয়ে আল্লাহর কোন মাথাব্যথা আছে এটা আমি ভাবতে চাইনা। আমরা সিজদায় যে 'সুবহানা রাব্বিআল আলা' বলি এর মানে কী জানিস? Glory be to MY lord, the most high. আমার আল্লাহ, যিনি সবচাইতে উপরে, সব কিছুর উপরে - আমি তার প্রশংসা করি। এবার চিন্তা করে দ্যাখ, আমরা জামাতে নামায পড়ছি, একসাথে রুকু সিজদা, ঘাড় ঘোরানো - সব এক, অথচ বলছি আমার আল্লাহ, আমাদের আল্লাহ না! কারণ টা কী?

উত্তরটা দেখি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় কিনা!

আল্লাহ আমার সাথে কথা বলার জন্য যে একটা বই বানিয়েছে - সেখানে সে আমার বোঝার সুবিধার জন্য তার বেশকিছু স্বভাব চরিত্র লিখে রেখেছে, যাতে আমি বুঝতে পারি তার সাথে আমার সম্পর্ক টা কী, ধর, একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা, তিনি আমার নানী হলে যে রকম আহ্লাদ করব, স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হলে ত সেরকম করব না। আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক টা unique, এবং অনেক রকম শাখা প্রশাখা ছড়ানো, আমি বুঝতে ভুল করে ফেলতে পারি, তাই সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে তুমি আমার থেকে এটা এটা এটা আশা করতে পার। চল্ কয়েকটা আলোচনা করি।

আল্লাহ নাকি আমার creator. তাই নাকি? ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। কিন্তু মানে কী কথাটার? আচ্ছা বুঝলাম কোন ভাবে আমাকে বানিয়েছে, ত আমি কী করব? এই বার ভেবে দ্যাখ, তোর একটা ছোট্ট কুকুর ছানা আছে, সে তোর চোখের সামনে বড় হল, তোর বাসার সবাইকে চিনল, তুই ওকে ফ্রিজবি খেলা শিখালি, বাথরুম করা শিখালি, চার পাঁচ বছর তুই তাকে পাললি, তার আগা টু গোড়া সব তোর চেনা হয়ে যাবে না? এমনকি লেজ নাড়ালেও তুই বুঝে যাবি না সে কী বলতে চায়? মায়েরা পাগলের মত দিন নাই রাত নাই ছোট বাচ্চা নিয়ে পড়ে থাকে, টিন এজ আসতে আসতে সেই বাচ্চার প্রতিটা মুভমেন্ট তার মুখস্ত হয়ে যায় না? আল্লাহ আমাকে বার বার বলেছে আমি তোমার সব তৈরি করেছি, আমার চিন্তা, ইন্টেলেক্ট, কথা বলার ধরণ - সব সে নিজে বানিয়েছে, তারপর বানিয়ে রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় নাই, আমাকে নাকি পালছেও। তাইলে সে আমাকে কীরকম ভাল মত চিনে! আর আমার জন্য তার স্নেহ কী রকম উপচায় পড়ার কথা!

আরেক ভাবে চিন্তা কর, বাইরে কাজ করতে গেলি, তোর সুপারভাইজর/কলিগ/টিচার - কেউ একজন তোকে অপমান করতে করতে মাটির সাথে মিশায় দিল, তখন মনে হয়না, এক ছুটে বাসায় চলে যাই? গোল পাকায় গুটি সুটি মেরে মায়ের (অথবা বয়ফ্রেণ্ড) এর বুকের মধ্যে ঢুকে যাই? আমার মা চাদর দিয়ে পেঁচায়, গালের মধ্যে মুখ ঠেকায় বলবে "কেউ না জানুক, আমি ত জানি তুমি কত precious, তুমি কত ভাল, কত সুন্দর। তোমার মত আর কেউ নাই। YOU ARE SPECIAL TO ME, YOU ARE SPECIAL, YOU ARE UNIQUE." কত ভাল্লাগবে তখন? সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে না? মনে হবে না? আমার আর কিছু দরকার নাই, আমার মা আছে, আমার মা কখনো মিথ্যা বলে না... আল্লাহ আমাকে আমি জন্মানোর ও আগে বইতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে, আর কাউকে না পেলেও আমি আছি। আমি নিজে তোমাকে তৈরি করেছি, তোমাকে যে জ্ঞান, চরিত্র, পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে বড় করেছি সেখানে তোমার সমকক্ষ আর কেউ নেই। তুমি আমার কাছে unique, আমি অনেক আশা নিয়ে তোমাকে তৈরি করেছি, আমি জানি তোমার potential কোথায়, তুমি হতাশ হয়ো না! তোমার মত আর কেউ নাই, তুমি হারায় গেলে কীভাবে হবে? তোমার জায়গা ত আর কেউ নিতে পারবে না!

আবার ভেবে দ্যাখ, ছোট বেলা বাইরে খেলতে গিয়ে নতুন জুতা টা ছিড়ে আসলি, বড় বেলায় লোভ সামলাতে না পেরে টাকা চুরি করে বসলি, অথবা অসতর্ক হয়ে এক্সিডেন্ট এ একটা মানুষকেই মেরে বসলি। কত অনুতপ্ত

লাগতে থাকে, মনের মধ্যে কেউ বলতে থাকেনা, আমি আসলে এরকম না, একবার হয়ে গেছে, আর হবে না। বিশ্বাস কর! কেউ বিশ্বাস করুক না করুক, আল্লাহ কিন্তু ঠিকই বলবে, থাক, কিছু হবে না, আর কখনো কর না, কেমন? তারপর তুই একই ভুল আরো দশ বারো বার করলি, ইচ্ছা করে যে, তা না, কেমনে কেমনে যেন হয়ে যায়, তুই চেষ্টা করছিস, কিন্তু পারছিস না - দুনিয়া কোন চীজ আছে যে তার পরেও তোকে বিশ্বাস করবে? আল্লাহ করবে। আল্লাহ বলেই রেখেছে Allah is the most forgiving and most patient!

তারপর আছে সে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারক। শুনলেই ত বুকে কাঁপাকাঁপি লেগে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা যে উল্টা দিক থেকেও সত্যি এটা কি খেয়াল করেছিস? তোর সাথে অন্যায় হলে এর প্রতিশোধ আল্লাহ নিবে, তোর শুধু শুধু জ্বলে পুড়ে খাক হওয়ার কোন দরকার নাই। তার ন্যায় বিচার এমনই সূক্ষ্ম যে তোর কোন সূক্ষ্ম কষ্টের বিচার করতে সে বাদ রাখবে না। তাহলে কেন বাপু মিছেমিছি এসব নিয়ে মাথা ঘামানো? আরো কত ভাল ভাল কাজে বুদ্ধি খরচ করা যায়!

সে সবজান্তা। এর মানে সে যে খালি আমার ability টাই জানে তা না। সে ভুত ভবিষ্যত, সম্ভব অসম্ভব সব জানে। ধর তুই তোর অনার্স এর সাবজেক্ট ঠিক করতে চাস, অথবা একটা বিজনেস এর চিন্তা ভাবনা করছিস, অথবা নতুন কোন পরিবারে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী। তুই জানিস না কী করতে হবে, তোর আশপাশের মানুষরাও তত ভাল জানেনা। আসলে ভবিষ্যতে কী হবে এইটা ত পুরাপুরি জানা সম্ভব ও না। কিন্তু আল্লাহ বলেছে সে নাকি সব জানে। তাহলে তাকেই জিজ্ঞাসা করি! ঝটপট দুই রাকাত ইশতেখারা নামায পড়ে ফেল। ইশতেখারা করা মানে পরামর্শ চাওয়া অনুমতি চাওয়া। ধর, তোর ছোট কেউ তোকে কোন কলেজ এ পড়বে জিজ্ঞাসা করল, তোর কতটা honored লাগবে না? তোর সাধ্যের মধ্যে যা আছে তা্র সবটুকু করতে ইচ্ছা করবে না? অন্যদিকে আল্লাহ ত সব জানেই প্লাস সে সব কাজের অনুমতি ও দেয়। তুই অনুমতি চাইলে উনি খূশি হবে, তোর জন্য ভাল হলে কাজটা অনেক সহজ করে দিবে, খারাপ হইলে হইতে দিবে না, এমনকি স্বপ্নেও জানায় দিতে পারে।

আল্লাহর আরো অনেক গুণ আছে, সবগুলি ত ভালমত বুঝিও না। তবে একটা গুণ মনে দাগ কেটে গেছে। He is the beginning and He is the end. আমার জীবন শুরুর অনেক আগে থেকেই সে আমার জন্য সব ঠিকঠাক করে রেখেছে, আমার জীবন শেষ হয়ে গেলেও তার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হবেনা। সে ত আর মরবে না! অতএব আমার কথা তার মনে থাকবে। একই ভাবে, কোন কাজ, কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় - At the beginning, He will be the one to be remembered - এর মানে খালি বিসমিল্লাহ বলে ঝাপায় পড়লাম তা না, কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্কে কী প্রভাব পড়বে সেটা চিন্তা করতে হবে। যদি দেখি যে এই মন্তব্য টা করলে বা এই মুভি টা দেখলে আল্লাহ খুশি হওয়ার কোন বিশেষ কারণ নাই, তাহলে সেটা থেকে দূরে থাকতে হবে। একই ভাবে, কোন কাজ শেষ হওয়ার পর প্রকৃত ফল টা আল্লাহর থেকে আশা করতে হবে। আমি ভাল ভাল নোট লিখলাম, আর মানুষ ধুমায়া গালিগালাজ করল, সেই জন্য গাল ফুলায় আর তাগো লগে কথাই কইলাম না - এরকম করলে ঠিক হবে না। আমি রান্না বান্না বিশেষ পারি না, কিন্তু প্রায়ই সিদ্দিকা কবীর এর বই দেখে এক ঘন্টার রান্না ছয় ঘন্টা ধরে করে ছেলেপেলেদের খেয়ে যেতে বলি। এই আশায় না যে এর পরের দিন ওরা আমার হয়ে বাজার করে দিয়ে যাবে, অথবা আরেক বেলা সে আমারে খাওয়াবে। আল্লাহ যদি একটু আধটু খুশি হয় এই আশায়।

যাই হোক, আল্লাহ অন্যের কাছে কী জানি না, আল্লাহ আমার জন্য এমন। আল্লাহ আমার খুব প্রিয়। সে আমার জন্য কী কী করে আমি মাঝে মধ্যে টের পাই, তখন চোখে পানি চলে আসে। তোদের ও নাকি আল্লাহ আছে? তোদের আল্লাহ মনে হয় আমার আল্লাহর মত এত ভাল না, তাই না?

Collected From:
Sister
Nusrat Rahman

King Khan এর জন্য ভালবাসা...

December 13, 2010 at 11:43 PM
ভালবাসা শব্দটার মধ্যে একটা ভাল ভাল ভাব আছে, তবে ভালবাসা মানেই যে ভাল কিছু হবে তা ঠিক নয়। দাবি করা হয় এটা নাকি পবিত্র ও স্বর্গীয় ব্যাপার (!)। এটা নাকি এমন এক জিনিষ যে, “সব মানুষ যদি সব মানুষকে ভালবাসে” তাহলে নাকি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

যাই হোক, ব্যাপারটা অত সহজ না। জীবন সম্পর্কে যাদের ধারণা খুব সীমিত এবং যারা অনেক ইমোসনাল তারা এই টাইপ কথাবার্তা বলে থাকে। ভালবাসার “দাবি” অনেক কঠিন জিনিষ, এটার সাথে “logic” কিংবা বাস্তবতার প্রায়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।যদি কেউ মনে করে থাকে, মানুষকে ভালবাসলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাহলে ভুল হবে। ভালবাসা ব্যাপারটা inbuilt হতে পারে, কিন্তু মানুষ মাত্রই ভুল করে।

ধরি একটা ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডকে অনেক ভালবাসে। আবার সে তার বাবা-মাকেও ভালবাসে। যদিও দুটো সম্পর্ক ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা, এই ভালবাসাই কিন্তু clash সৃষ্টি করে! এই ভালবাসা থেকে আসে আরও কিছু জটিল ব্যাপার- “অধিকার”, “বিবেক” ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন নিশ্চয়তা নেই, সমস্যাটা দুইপক্ষকেই খুশি করবে – ভালবাসা দিয়ে শুরু, কষ্ট দিয়ে শেষ।

এখন ধরি আরেকটা মানুষ, তার স্ত্রী আছে। তার প্রিয় নায়িকা ঐশ্বরিয়া রায়। এখন সে ঐশ্বরিয়া রায়কে যতই ভালবাসুক না কেন, ভালবাসার দাবিতে সে তার বউকে রেখে ঐশ্বরিয়া রায়ের সাথে রাত কাটানোর (ধরলাম তার অনেক টাকা!) চিন্তা করতে পারেনা, এটা অন্যায়।

কোন মা তার সন্তানদের অনেক বেশি ভালবাসেন, তাদেরকে মানুষ করার জন্য হয়ত তার টাকা নেই। কিন্তু সেই টাকার জন্য কি তিনি পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন সেটা কেমন হয়? সেটা কি অপমানজনক হয় না ??

এই উদাহারণ গুলো দিলাম এজন্য যে, মানুষের ভালবাসা ব্যাপারটায় একটু “লাগাম” দেয়ার বিষয় আছে, “prioritize” করার বিষয় আছে। অন্ধের মত ভালবাসলেই হয় না।এই জটিল ক্যালকুলেসানে তাই অনেকেই সমস্যায় পড়েন। “কোনটা আগে?” “কি বেশি ভালবাসব?” “কোন ভালবাসার জন্য কতটুকু sacrifice করা সাজে?” “কখন নিজের কোন emotion কে পাত্তা না দিয়ে দায়িত্ববোধের কথা চিন্তা করতে হবে?”

আসল প্রসঙ্গে আসি।

শাহরুখ খানে নামে বাংলাদেশে এসেছিলেন, তিনি একজন মানুষ। তাকে নিয়ে মহা আলোচনা-মহা সমালোচনা। তাকে একজনের ভাল লাগতেই পারে, কিন্তু ভালবাসার আতিশয্যে তাকে নিয়ে কতটুকু কি করব সেটা অবশ্যই একটা চিন্তার বিষয়।

হিন্দুদের মত আমাদের মুসলিমদের ডজনখানেক দেব-দেবী নেই, যাকে তাকে আমরা উপাসনা করি না, এক আল্লাহকে উপাসনা করি। মাথা নুইয়ে আমরা নবীজি (সাঃ) কেও সম্মান জানাই না, শুধু আল্লাহর কাছেই আমরা সিজদা করি। কিন্তু শাহরুখ খানকে ভালবাসার আতিশয্যে ব্যাপারটা আমরা ভুলে গেছিলাম সেই রাতে। শাহরুখ খান একটা মানুষ। তাকে সম্মান এভাবে দেখানো কি আল্লাহ তা’আলাকে অসম্মান করা নায়? তাকে অন্ধ ভাবে অনুসরণ করা কি রাসূল(সাঃ) কে উপেক্ষা করা নয়? সে অভিনয় পারে, সবাই পারে না। তার মানে কি সে সবার থেকে superior ? Mr. X এর মাঝে এমন কি একটা গুণ থাকতে পারে না, যেটা তার নেই, এর মানে কি Mr. X কে পুজা করতে হবে, মাথায় নিয়ে নাচতে হবে?

ব্লগে একজন লিখেছে, শাহরুখকে দেখে নাকি তার জ়ীবনটাই ধন্য হয়ে গেছে! আশ্চর্য! এই জীবনটা কি শাহরুখ খানে দেয়া? শাহরুখ খানের দয়ায় মানুষ বেচে আছে কি? তার সাথে handshake করলে হাত পবিত্র হয়ে গেল? কার জায়গায় মানুষ কাকে বসাচ্ছে!

জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ মুর্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক কিছুই করত, করতে না পারলে নাকি জাত যাবে! শাহরুখ খানের সাথে কি সেদিন তা করা হয় নি? সে kiss করতে চাইল তো গালটা বাড়িয়ে দেয়া হল, সে যদি জুতো ছুড়ে দিত তা নেয়ার জন্য হট্টগোল হত সন্দেহ নেই। রাত কাটাতে চাইলে যে শ'খানেক মেয়ে ছুটে যেত- চারপাশে এরকম আছে। লাজ-লজ্জার বালাই নেই, শাহরুখ বলে কথা! ব্রিটনি স্পিয়ার্সের চুইংগামের জন্য মানুষ নিলাম তুলতে পারে, শাহরুখ খানের জন্য ৩০০০ টাকা সে হিসাবে কমই বলতে হবে।

ভালবাসার মাঝে অন্ধত্ব জিনিষটা ঢুকে পড়লে ভারি সমস্যা, মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সে বুঝতে পারে না কি করা উচিত। মাথায় যা আসে তাই করতে থাকে কোন ধরণের চিন্তা ছাড়াই। প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়লে, একটা মানুষ নিজের অজান্তেই নিজেকে অসম্মান করে, একটা মানুষ হয়ে আরেক মানুষের উপাসনা করতে তার গায়ে লাগে না। আবেগের বশে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরকও করে।

"ইব্রাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্যে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।" ***[TMQ ২৯:২৫]***

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন ভালবাসা কার জন্য হবে কোন ভালবাসাকে prioritize করতে হবে,
"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।" ***[TMQ ২:১৬৫]***

শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে ভালবাসতে হবে,
"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" ***[TMQ ৩:৩১]***

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। ***[TMQ ৯:২৪]***

আল্লাহ আমাদের চিন্তা করার তৌফিক দিন।

Collected From
Brother
Zim Tanvir

কিভাবে একজন মানুষ অহংকার থেকে মুক্তি পেতে পারে?

December 14, 2010 at 8:46 PM

[Press Ctrl and + together to enlarge the font size]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথমত,

____

অহংকার একটি ঘৃণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা কিনা ইবলিস ও তার সহচরদের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য, এরা সেই সব লোক যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালা সিল বা মোহর মেরে দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম যে অহংকার করেছিল আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি সে হল অভিশপ্ত ইবলিস শয়তান। যখন আল্লাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা তাকে আদেশ করেছিলেন আদম(আ) কে সিজদাহ করার জন্য তখন সে অহংকার করে বসল এবং সিজদাহ করতে অস্বীকার করল। ইবলিস বলল,“আমি তো তার চাইতে উত্তম, আপনি আমাকে বানিয়েছেন আগুন থেকে আর তাকে বানিয়েছেন মাটি থেকে ”

আল্লাহ বলেন, “এবং অবশ্যই, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার অবয়ব তৈরি করেছি, অতঃপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদাহ করো, তখন সবাই আদমকে সিজদাহ করলো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া, সে কিছুতেই সিজদাহকারীদের মধ্যে শামিল হলো না”আল্লাহ তায়ালা বললেন, “আমি যখন নির্দেশ করেছি তখন কোন জিনিস তোকে সিজদাহ করতে বারণ করলো? ইবলিস বললো, আমি তার চাইতে শেষ্ঠ,আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা” [আল-আরাফ; ৭:১১-১২]

ঔদ্ধত্য ও অহংকার ইবলিসের অনেকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে একটি, কাজেই কেউ যদি অহংকার করতে চায় তবে তার বোঝা উচিত সে শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করছে, এবং তাদের মত নয় যারা তাদের প্রভূকে মান্য করেছে ও সিজদাহ করেছে।

উপরন্তু, অহংকারের কারণে একজন মানুষ জান্নাত হতে বঞ্চিত হতে পারে এবং সে সকল অহংকারী লোকের প্রতি আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করবেন না। নিচের হাদীসটি পড়ে দেখুন,

১। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, “যার মনে একটি অণু পরিমাণ ওজনেরও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ” একজন উপস্থিত লোক জানতে চাইলো, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, যদি কেউ তার নিজের পোষাক ও জুতাকে পছন্দ করে একারণে যে তাকে সুন্দর দেখায়”। রাসুলুল্লাহ(স) বলেন, “আল্লাহ তায়ালা নিজেই সুন্দরতম অস্তিত্ব এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার মানে হল, সত্যকে প্রত্যাখান করা ও মানুষকে ছোট করে দেখা ” [মুসলিম, ৯১]

২। আব্দুল্লাহ ইবন উমার(রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ(স) বলেন, “যে ব্যক্তি তার পরিধানের কাপড়কে অহংকারের সাথে মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে চলে, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না”। আবু বকর(রা) উপস্থিত ছিলেন, তিনি জানতে চাইলেন, “মাঝে মাঝে অসতর্কতার কারণে কারণে আমার পরিধেয় কাপড় একদিকে ঝুলে পড়ে”। রাসুলুল্লাহ(স) বলেন, “তুমি তা অহংকার থেকে করোনি”। (বুখারি,৩৪৬৫)

কাজেই হাদীসটি থেকে সহজেই দেখা যাচ্ছে, সচেতনভাবে মাটিতে কাপড় হেঁচড়ে চলার কোন অবকাশ নেই এবং যে তা করবে তার জন্য ভয়াবহ আযাব নিদৃষ্ট করা আছে।

দ্বিতীয়ত,________________গর্ব এমন একটি বিষয় যা কিনা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কারো শোভা পায় না। যে কেউ এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন, তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং তার সবকিছু কঠিন হয়ে যাবে।

আবু সাঈদ আল খুদরী(রা) ও আবু হুরায়রা(রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ(স) বলেন, “শক্তি তাঁর(আল্লাহর) কাপড় ও গর্ব তাঁর চাদর, যে কেউ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার(আল্লাহর) সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায়,আমি (আল্লাহ) তাকে শাস্তি প্রদান করব। ” [মুসলিম,২৬২০] আল-নাওয়াবী বলেন, সকল গ্রন্থে এভাবেই বর্ণনা এসেছে।

“তাঁর পোশাক” ও “তাঁর চাদর” শব্দগুলো আল্লাহকেই নির্দেশ করে এবং একটি বিষয় উহ্য আছে, তা হল, এখানে যা বোঝানো হচ্ছে, আল্লাহ বলেন, “যে কেউ বিষয়গুলো নিয়ে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায়,আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব”।

কত কঠোরভাবে উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, অহংকার করা হারাম।

যারা অহংকারী ও নিজেকে বড় করে অন্যদের সামনে জাহির করে,আল্লাহ তাকে টেনে নামিয়ে দিবেন একেবারে তুচ্ছদের মাঝে তুচ্ছতম ও অপদস্ত করে। এবং তাকে অপমানিত করবেন, কেননা সে বাস্তবতার বিরুদ্ধে যাচ্ছিলো। তাই আল্লাহ তাকে তার লক্ষ্য হতে আঁছড়ে নিচে ফেলে দিবেন; অপরাধের মাত্রা অনুসারেই শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে ।

আমর ইবন শুয়াইব,তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ(স) বলেন, “হাশরের ময়দানে, অহংকারী লোকগুলো পিঁপড়ার মত করে জড়ো হবে। অপমান তাদের চারদিক হতে ঘিরে ধরবে । তাদেরকে জাহান্নামের এমন একটি কয়েদে নিয়ে যাওয়া হবে যার নাম বা’লাস, তার মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হবে, এবং তাদেরকে জাহান্নামিদের পুঁজ রক্ত পান করতে দেয়া হবে, যার নাম তিনাত আল খাবাল”। [তিরমিযি,২৪৯২]

তৃতীয়ত,

নানা ধরণের অহংকার রয়েছে। কিছু উল্লেখ করা হল:১। যখন কেউ সত্যকে গ্রহণ করে না এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা তর্ক সাজায়। আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদের হাদিসটিতে আমরা ইতোমধ্যে পড়েছি, “অহংকার মানে সত্যকে প্রত্যাখান করা ও মানুষকে ছোট করে দেখা”।

২। যখন কেউ নিজেই নিজের সৌন্দর্য ও রূপ দেখে নিজেকে প্রশংসা করে, অথবা তার ভালো খাবার ও পোশাকের কারণে সে গর্ব বোধ করে, বড়াই করে ও নিজেকে মানুষের কাছে বড় মনে করে।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ(স) বলেন, “একজন লোক হাঁটছিল, সে নিজের পরিধেয় পোশাক গর্বের সাথে মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে চলছিল, তার চুল ছিলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো, আল্লাহ মাটিকে আদেশ করলেন তাকে গিলে ফেলতে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সে এইভাবে মাটির নিচে ডুবতে থাকবে ”। [সহীহ আল বুখারি, ৩২৯৭,মুসলিম ২০৮৮]

অনুরূপ আরেকজন অহংকারী লোকের ঘটনা উল্লেখ করে কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, “সে ফল পেল, অতপর কথা

প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বললো , আমার ধন সম্পদ তোমার চাইতে বেশি ও জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী ”। [আল কাহফ ১৮:৩৪]

চতুর্থত ,

অহংকার থেকে বেঁচে থাকার একটি উপায় হল , নিজেকে অন্য সবার মতই মনে করা এবং একইসাথে তাদেরকেও আমার মতই মনে করা। তারাও আমার মত একজন আদি মাতা ও পিতা থেকে জন্ম লাভ করেছে আর তাক্বওয়া হল সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। আল্লাহ কুরআনে বলেন ,“নিশ্চয়ই , সেই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত যার তাক্বওয়া অধিক ” । [সূরা হুজুরাত ৪৯ :১৩]

“তোমরা পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না , নিশ্চয়ই তুমি তো কখনোই পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না ”। [সূরা বনী ইসরাইল , ১৭:৩৭]

“অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না , পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।যমীনে চলার সময় তুমি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং কন্ঠস্বর নিচু করো , নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর ”। [লুকমান ৩১ :১৮-১৯]

আল-কুরতুবী বলেন , “পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না ” দ্বারা অহংকারের নিষেধ ও বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মারাহ (এখানে গর্বভরে পদচারণা অর্থে অনুদিত) হল অতিরিক্ত আনন্দ , এর দ্বারা হাঁটার সময় অহংকার করা ও নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করাকেও বোঝায়।

ক্বাতাদাহ বলেন , এর দ্বারা লোক দেখিয়ে হাঁটাচলা করাকে ও অন্তসারশূণ্য আত্মতুষ্টিকে বোঝায়।
অহংকারের আরেকটি প্রতিকার হচ্ছে , তার স্মরণ রাখা যে , শেষ বিচারের দিনে তাদেরকে পিঁপড়ার মতন ক্ষুদ্র আকারে জড়ো করা হবে এবং সকল মানুষ তাদেরকে পায়ের নিচে পিষ্ট করে করে চলে যাবে। অহংকারী লোকদের সবাই ঘৃণা করে যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালাও তাদের ঘৃণা করেন। মানুষ বিনয়ী , সভ্য , ভদ্র ও শান্ত লোকদের পছন্দ করে এবং তাদের ঘৃণা করে যারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর এবং যাদের আচার আচরণে বিনয় নেই। ____আরেকটি দিকে স্মরণ রেখে অহংকার থেকে মুক্তি লাভ করা সহজ। মনে রাখা উচিত আমাদের সবার জন্ম হয়েছে অপবিত্র বীর্য থেকে এবং মৃত্যুও পঁচা গলিত শবদেহে। এবং আমরা আমাদের দেহে যা বহন করে বেড়াই তার অধিকাংশ মলমূত্র। কি নিয়ে আমাদের এত অহংকার ?আমরা আল্লাহর কাছে অহংকার হতে মুক্তি চাই ও চাই তিনি আমাদের বিনীত করুন।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

Source: Translated from islam q a by *Sifat E Mohammad.*

Collected From:
FB page
I Submit To Allah

শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে

December 15, 2010 at 8:55 PM

''যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপাকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।'' [আল বাকারা:২৭২]

''এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ।''[আর-রা 'দ:২২]

''আত্নীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম।'' [আর-রূম :৩৮]

''মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।'' [আর-রূম :৩৯]

''তারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।'' [ইনসান :৯]

''এ থেকে(প্রজ্বলিত অগ্নি) দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে,যে আত্নশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে।এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, কেবল তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টিঅন্বেষণ ব্যতীত।'' [আল-লাইল:১৭-২১]

Collected From
Brother
Imran Rahman

কেন? কেন? কেন?? কেন???

December 17, 2010 at 4:39 PM

কেন? কেন? কেন?? কেন???

কেন নারী নেত্রীর কাজের মেয়েটি হচ্ছে নির্যাতিতা ?

কেন বিনা চিকিতসায় ধুকে মরে ডাক্তার পুত্রের পিতা ?

কেন সারা মাস খেটে স্কুল শিক্ষক বেতন পায় না তার ?

কেন ছয় চার মেরে লাখ টাকা পায় সামান্য খেলোয়ার ?

কেন রাজার ছেলেই রাজা হয়ে যায় বীর এর ছেলে বীর ?

কেন স্বার্থান্বেষী এন জি ও গুলো এদেশেই করে ভির ?

কেন বিদেশি প্রভুর ইংগিতে চলে এদেশের সরকার ?

কেন দাদারা গোপনে ওপারে পাঠায় এপারের রোজগার ?

কেন কৃষকের ছেলে মন্ত্রি হয়েই বানাবে অট্টালিকা ?

আমার দেশের ইমাম নিয়োগ দেবে কেন আমেরিকা ?

কেন? কেন? কেন?? কেন???

কেন মসজিদ কমিটির সভাপতি ঘুসখোর বেনামাজি ?

কেন এলাকার ত্রাস , জিনি লম্পট টাকার গরমে হাজি ?

কেন মিছে নবুওত দাবীদারদের মুসলিম হবে বলা ?

কেন জনতার পথ থামিয়ে দিয়ে ভি আই পির পথ চলা ?

কেন নাস্তিক জোচ্চোরদের ঘরে মদের আড্ডা বসে ?

কেন কলকাতা গিয়ে জিহাদের গালে তসলিমা চর কসে ?

কেন ধর্মের সাথে গাদ্দারি করে মুরতাদ পায় ছার ?

কেন টক শো তে চলে জ্ঞানপাপীদের অবাধ মিথ্যাচার ?

কেন জোরপুর্বক স্বীকারুক্তির জন্য অত্যাচার ?

কেন সুদী মহাজন শান্তিতে পাবে নোবেল পুরস্কার ?

কেন? কেন? কেন?? কেন???

কেন বাংলা ভাষার দিনটাকে বলি একুশ ইংরেজিতে ?

কেন শিল্পের নামে মন্দ চর্চা চলছে এফ ডি সি তে ?

কেন মিনার মাজার সৌধে গোজাই দিবসের ফুল গোছা ?

কেন চেতনার নামে মানব মুর্তি ভাস্কর্যের পুজা ?

কেন ব্রিটিশ আইনে করছে বিচার বাংলাদেশের কাজি ?

আবার পাবলিক প্লেসে কেউবা করছে অজথাই বোমাবাজি।

কেন জাতীয়তা নিয়ে চলে বিতর্ক বাঙ্গালী বাংলাদেশি ?

কেন বন্ধু না হয়ে প্রভু হতে চায় সীমানার প্রতিবেশী ?

কেন ডিস কালচার উপহার দিবে অসভ্য এক জাতি ?

কেন বিদ্যার ব্যাগ কাধে ঝুলিয়ে ছাত্ররা মারে লাঠি ?

কেন মদিনা , সখিনা , করিমার গায়ে কারিনা কাপুর জামা ?

কেন ঋত্তিক সেজে রফিক বাধায় অজথাই হাংগামা ?

কেন সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারি কে পন্য করা ?

কেন ফ্যাশনের নামে উগ্র নারির উদ্ভট নরাচরা ?

কেন টিভি পরদায় বিজ্ঞাপনেরবারতি তেলেসমাত ?

কেন পত্রিকা জুরে ফালতু মডেল নায়িকার উতপাত ?

কেন বোশেখ এলেই পাঞ্জাবি আর ইলিশ পান্তাভাত ?

আবার নারি মদ নিয়ে কাটে ইংরেজি নববর্ষের রাত !

যদি হয় মর্ডান জুগে তাসবিহ খতম তাবিজ কবজ বাদ ,

কেন মঙ্গল প্রদিপ , তিলক, ঢোলক, রাখির আশীর্বাদ ?

কেন? কেন? কেন?? কেন???

যে প্রজাতন্ত্রে মুসলিম হল নব্বই ভাগ প্রজা ,

তাকে সেকুলার বলে পরিচয় দিতে লাগে কেন এত মজা ?

যদি ধর্মের সাথে আধুনিকতার এতটাই সংঘাত ,

কেন থিয়েটার উদ্বোদনের আগে কুরআন তিলায়াত ?

কেন মৌলবাদের অপবাদ সয়ে বাচবে মুসলমান ?

কেন সন্ত্রাস নামে অবহিত হবে জিহাদের আহবান ?

যদি এদেশেই চলে পুজিবাদ আর কমিউনিজম প্রীতি ,

তবে তাহাদের কেন এত বিষ লাগে ধর্মীয় রাজনীতি ?

যদি এদেশেই মেটে দিল্লি মস্কো ওয়াশিংটনের স্বাদ ,

তবে মক্কার জ্যোতি মুহাম্মদের ইসলাম কেন বাদ ?

কেন? কেন? কেন?? কেন???

স্মৃতিচারন ও কিছু কথা ।

December 18, 2010 at 10:01 AM

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম প্রথম যখন পাকিস্তান আসি তখন এক কাশ্মিরী বড় ভাইকে খুব গর্বভরে বাংলাদেশের গল্প শুনাচ্ছিলাম। বাংলাদেশের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য নিয়ে অনেক বড় বড় কথা। উনিও খুব মজা নিয়ে শুনছিলেন। একপর্যায়ে উনি জিজ্ঞসা করে বসলেন , ‘তোমরা নিজেদের কি ভাব ? প্রথমে বাংলাদেশি পরে মুসলমান নাকি প্রথমে মুসলমান পরে বাংলাদেশি ?’ আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে প্রায় সাথে সাথেই উত্তর দিয়েছিলাম , ‘অবশ্যই প্রথমে বাংলাদেশি পরে মুসলমান ’।

আজ প্রায় তিন বছর পর উনার প্রশ্ন টা আবার মনে পরে গেল। জীবন অনেক বড় একটা চক্রের মত। ঘুরে ফিরে অনেক কিছুই নতুন করে ফিরে আসে। আমার জীবনের শুরুটা সাধারন একটি মুসলিম পরিবারে। আমি আমার দাদাভাই এর মারাত্তক ভক্ত ছিলাম। উনি আমাকে অনেক গল্প শুনাতেন। উনাকে পছন্দ করার অনেকগুলো কারনের মধ্যে এটি অন্যতম। উনি প্রথম জীবনে ততোটা ধার্মিক ছিলেন না। তবে শেষ জিবনে তার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। এখনো স্পস্ট চোখের সামনে ভাসে ঐ দিনটির কথা। আমি উনার সাথে নামায পরে মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছি। উনি বললেন, ‘দেখ অপু, নামায পরলে মনের মাঝে কত শান্তি আসে’। আমি তখন নামাযের সাথে শান্তির বেপারটা ভালোকরে না বুঝলেও উনার চেহারা দেখে ঠিকই প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম। উনি আমাকে অনেক কাহিনি শুনাতেন, তবে বেশিরভাগই নবী রাসুলদের কাহিনি, আরো শুনাতেন বাংলার খাটি উপকথা- রুপভান আর বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনি, আজো স্পস্ট মনে পরে সেই অসহায় মেয়েটির কথা যে নাকি পানিতে নেমে আর উঠতে পারেনি। শিতের রাতে তার আঞ্চলিক ভাষায় গল্প শুনার প্রবল একটা আকর্ষন কাজ করতো আমার মাঝে।

তার ঐ গল্পগুলো আমার শৈশবে অনেক প্রভাব বিস্তার করেছিল আর সেই জন্যই হয়ত যখন আমি ক্যাডেট কলেজের বিশাল লাইব্রেরীটা পেলাম, তখন আর দেরি করি নি। সাহিত্য আর ধর্ম সম্পর্কে যা পেলাম তাই পড়া শুরু করে দিলাম। বাংলা সাহিত্যের আগাগোরা শেষ করে ফেললাম। শুরু বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে আর শেষ হুমায়ুন আহমেদ দিয়ে। ধর্ম সম্পর্কেও কিছুই বাদ দিলাম না। কুরআন এর অর্থসহ তরজমা, সহিহ মুসলিম, সহিহ বুখারি, তিরমিযী, আরো পড়লাম ধর্মের উতপত্তি আর এর বিকাশ ও আরো অনেক বই। ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারনাটা মোটামুটি পরিস্কার তখন। আমি নামায পরা শুরু করলাম, আরো অনেক নফল ইবাদত ও করতাম তখন। ইমাম গাযযালির লেখা কিমিয়ায়ে সাআদাত বইটার কথা এখনো মনে পরে। ওটা পরে কিছুদিন আমার মাথা আউলাইয়া গেছিল। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে ওটা আমার জন্য লেখা না। যাই হোক, আমি তখন আগাগোরা মুসলিম আবার কবিও। বাংলায় কবিতা লেখার একটা অভ্যাস ও তখন গড়ে উঠেছিল। এই আমি একসময় কবিও ছিলাম, ভাবতেই অবাক লাগে এখন। আর আমাদের কলেজের বাংলা ডিপার্টমেন্টের তখন স্বর্নযুগ চলছিল। আমাদের শিক্ষকরা তাদের দ্বায়িত্ত অসাধারনভাবে পালন করেছিলেন। কারন নবম-দশম শ্রেনীর এক বালক হয়েও আমরা স্বকীয়তা, মনুষ্যত্ত, বিবেকবোধ, স্বাধীনতার সত্যিকারের অর্থ ধরতে পেরেছিলাম। আর আমার মধ্যে একটা দ্যৈত স্বত্তা কাজ করতো তখন। আমি মনে করতাম ধর্মও আমাদের এগুলোই শিক্ষা দেয় যদিও তা একটু ভিন্ন আংগিকে।

ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির সাথে আমার তখনই পরিচয় হয়- আমারই কলেজের এক বড় ভাই এর মাধ্যমে। সত্যিকথা বলতে কি আমি একটু গোয়ার ধরনের ছোটবেলা থেকেই। তাই যখনি কেউ আমাকে কিছু বলে আমি তা যাচাই করে দেখতে চাই। আল্লাহর কাছে আজ আমি অনেক কৃতজ্ঞ যে উনি আমাক এভাবে তৈরি করেছেন। আর অন্ধভাবে কোন কিছু বিশ্বাস করাকে আমি ঘৃনা করি। তাই যখন দেখলাম যে অই রাজনৈতিক দলটির আসল উদ্দেশ্য শুধু ক্ষমতার লোভ তখন আমি তাদের থেকে দূরে সরে আসি। ঐদিন আমার কলেজের সেই বড় ভাইকেও আমি হতাশ করে দিয়েছিলাম। উনিও মেনে নেন যে আসলে ওদের পথটা সঠিক নয়।

তবে বিপত্তির শুরু এখানে নয়। শুরু একটি মেয়ে কে কেন্দ্র করে। বয়সে আমি তখন তরুন, তারুন্যের ডানা মেলে আকাশে উড়ছি। পাশের বাসার মেয়েটিকে কোন কারন ছাড়াই অনেক বেশি ভাল লাগতে লাগল। মনের মাঝে কি এক বিচিত্র টান অনুভব করা শুরু করলাম তার জন্য। দীর্ঘ চার মাস অপেক্ষায় থাকতাম, কবে তাকে একটু দেখব! গ্রীস্মের ছুটি যেন আর হতে চায় না। ইসলামিক মুল্যবোধ সম্পন্ন কবির মনে দোটানা চলতে লাগলো। আমি তখন ঠিকই জানতাম যে ইসলামে বিয়ের পুর্বে প্রেম হারাম। কিন্তু মন মানে কই? আমি পরাজিত হলাম আমার লাগামহীন ভালবাসার কাছে। ভালোবাসলাম, আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলাম ভালবাসার মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু, আল্লাহ আমার জন্যে যে আর অনেক ভাল কিছু রেখেছিলেন তা বুঝতে পারলাম না।
শয়তান তার পথে আমাকে চলতে প্ররোচিত করে বিপথগামী করল। চিরাচরিত সত্যরূপে আমি ব্যর্থ হলাম।

ব্যর্থ প্রেমিকের অসহায় যাতনা অনুভব করতে লাগলাম। আর অনেক বেশি কবিতা বের হতে লাগলো আমার কলম থেকে। ফলাফল- শয়তানের সাফল্য শতভাগ, আর আমি নামায রোযা ছেড়ে ব্যর্থ প্রেমিকের খোলসে আবৃত হলাম।

দ্বাদশ শ্রেনী পাস করে যখন বেরিয়ে আসলাম, আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সবাই অস্বাভাবিক এক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ন হতে চলেছে। সে এক বিশাল যুদ্ধ। আর আমি ব্যর্থ প্রেমের যাতনা বুকে নিয়ে সিগারেট ফুকি আর অন্যদের কোচিং এ আসা যাওয়া দেখি। কতগুলো কোচিং এ নাম লিখিয়ে ক্যাডেট হওয়ার কারনে বিনামুল্যে যে গাইড বই গুলা পেলাম ওগুলোও নীলক্ষেতে বিক্রি করে দিলাম। ভাবলাম এসব আমাকে দিয়ে হবে না। সশস্ত্র বাহিনীতে ভরতির কোচিং এ গিয়েও একটা কাজই করতাম- আড্ডাবাজি।

সশস্ত্র বাহিনীতে যাওয়ার আমার তেমন কোন ইচ্ছা ছিলো না কখনোই। ক্যাডেট কলেজে ডিসিপ্লিনের দিক দিয়ে আমি কখনোই তেমন ভালো ছিলাম না, আর আমার এরকম ডিসিপ্লিন পছন্দও ছিলো না। তবে এ বেপারে আমার বাবা-মার উতসাহে কোন ঘাটতি ছিলো না। যাই হোক আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। তেমন কোন প্রস্ততি ছাড়াই আই এস এস বি তে বিমান বাহিনীতে চান্স পেয়ে গেলাম। যদিও অনেক জোগ্য আর ভাল প্রস্তুতিসম্পন্ন প্রার্থীরা বাদ পড়ল (এই ভরতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আজো আমার যথেস্ট সন্দেহ বিদ্যমান)।

যাই হোক, যেহেতু পড়াশোনায় আমার আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিলো না, তাই ভাবলাম বেপার না, যাই বিমান বাহিনীতে। যা হবার হবে। বাসায় বাবা-মার হাস্যোজ্জল মুখ দেখে অনেকটা তৃপ্তিও পেলাম। কোনরকম ভর্তি যুদ্ধে আর অবতীর্ন হতে হবে না এটাও আমাকে অনেকটা স্বস্তি দিল। এখনো মনে পরে সেই দিনটির কথা- প্রথম যেদিন ব্যাগ গুছিয়ে এয়ার ফোর্স একাডেমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি!! বেশ সুখিই ছিলাম তখন।

একাডেমির জীবন স্বম্পর্কে তেমন কিছু বলার নাই। কারন এটা ক্যাডেট কলেজেরই আরেকটি ভার্সন। তবে এই সময়টা আমার কাছে অনেক গুরুত্ত্বপুর্ন। কারন তখন আমার জীবন সম্পর্কে ধারনা পালটে যেতে থাকে। আমার কাছে মনে হতে থাকে জীবন তো একটাই। একে এই খাচায় পুরে শেষ করার কি মানে? তখন অনেক স্যারের (সিনিয়র ক্যাডেট) সাথে আমার এই নিয়ে আমার কথা হত। সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমার কাছে ধোয়াটে মনে হতে থাকে। আমাদের একটা মটো ছিলো- “বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত”। আর একাডেমির মটো ছিলো- “Sky is our limit”। এই মটো টা ইংরেজিতে ছিল। যাই হোক, ট্রেনিং করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পরতাম অথবা একটু অবসর পেতাম, তখনই একটা চিন্তা মাথায় সর্বদাই উকি দিতো- “আমরা যুদ্ধ কেন করব?” কবি মানুষ হওয়ার কুফল আর কি। মানুষ মারতে হবে এটা চিন্তা করেই আমার গা গুলিয়ে আসতো। হাতে যখন অস্ত্র থাকত, অর্থাৎ যখন আমরা ফায়ারিং প্রাকটিস করতাম, তখন কেমন যেন অনুভব করতাম। সারা গায়ে শিহরন খেলে যেত। অস্ত্রটা হাতে নিলেই মনে হত এই দিয়ে আমি অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারি। তখন একটা বিচিত্র হিংস্রতা আর জান্তব বোধও কাজ করত মনে। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি খুজে বেরাতাম সর্বদাই। কেন এবং কখন যুদ্ধ করাটা ন্যায়? ধরে নেই আমাদের দেশের উপর যখন অন্য কোন দেশ আক্রমন চালাবে তখন যুদ্ধ করাটা ন্যায়। তাহলে অন্য যে দেশটি আমাদের আক্রমন করল তাদের সৈন্যবাহিনিকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে যেভাবেই হোক। কিন্তু যে সৈন্যবাহিনি আমাদের আক্রমন করলো তারাও আমাদেরই মত। তারাও ক্যাম্পে খায়, ট্রেনিং করে, যুদ্ধের মহড়া করে, ছুটি পেলে পরম আনন্দে ঘরে যায় আপন স্ত্রী-শিশুর কাছে। অতএব, তাদের হত্যা করাটা কি অন্যায় নয়? ধরে নিলাম ওরা আগ্রাসী ভুমিকা পালন করে আমাদের দেশ দখল করতে এসেছে, তাই এটা ওদের প্রাপ্য। কিন্তু আমার ছয় বছর ক্যাডেট জীবনের শিক্ষা থেকে আমি জানি, ওরা কেউই স্বইচ্ছায় এই ভুমিকা নেয় নি, ওরা শুধু হুকুমের মালিক। তাহলে ওদের মারার চেয়ে ওদের যারা ভাগ্যনিয়ন্তা তাদের মারাটাই কি বেশি যুক্তি সংগত নয়? ওদের আদেশ করার মালিক কিন্তু ওরা নয়। বেসামরিক কিছু স্বার্থপর ক্ষমতালোভী শাসক। সম্পুর্ন সশস্র বাহিনি আসলে একটি অস্ত্র। এখন যদি আমরা যে আমার দিকে অস্ত্র তাক করেছে তাকে বাদ দিয়ে অস্ত্রকে ধংস করার চেস্টা করি তাহলে সেই অস্ত্র উরিয়ে দিলেও আবারো নতুন কোনো অস্ত্র আমাদের কে নিশানা বানাবে। আমরা ভুলে যাই অস্ত্রের পিছনের হাত কে, সেই হাত ধারনকারী মানুষরূপী জন্তুটিকে। আমরা শুধু অস্ত্রটিকেই দেখতে পাই।

ধীরে ধীরে আমার কাছে মনে হতে থাকে দেশের সংগাটাই কেমন যেন স্বার্থপর গোছের। দেশ কি? কতটুকু আমার দেশ? কোথায় তার সীমানা? একবার শিক্ষাসফরে আমাদের রাজশাহী সীমান্তে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের মদ্ধ্যকার ব্যাবধান কে! আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছিলো তখন,-“আচ্ছা যদি এই কাটা তারের এপারে বাংলাদেশ আর ওইপারে ইন্ডিয়া হয় তাহলে এদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই কেন?” এপারে যেমন সবুজ ধানের খেত ওপারেও তাই। ওপারেও আম গাছ দেখা যাচ্ছে। কি বিচিত্র!! তাহলে ধরে নেয়া যায় যে প্রাকৃতিক বৈষম্যে দেশ বিভাজন চলতে পারে না। তাহলে কিসের ভিত্তিতে আমরা বিভক্ত? ধরে নেই জাতিগত পার্থক্য। তাহলে ওপারের কলকাতার লোকজন কি দোষ করল? ওরাও ত নিজেদের বাঙ্গালী দাবি করে। আর ওদের ভাষা আর সাংস্কৃতিক অনেক মিলও আমাদের সাথে বিদ্যমান। আচ্ছা আপনি হয়তো বলবেন, ওরা একটু বেশি কৃপন আর আমরা একটু বিলাসী! না রে ভাই, তাহলে ত আমাদের চাপাই নবাবগঞ্জের মানুষদেরও কলকাতায় পাঠাতে হয়! তাহলে? দেশের সংগাটা কোনভাবেই দাড় করানো যাচ্ছে না। যাই হোক, এ নিয়ে আর ভেবে কাজ নেই। আমার কাছে যা মনে হয়েছে তাতে দেশের সংগাটা অনেকটা এরকম দারায়, “দেশ হল একটি স্বার্বভৌম ভুখন্ড যা তার অন্তর্ভুক্ত মানুষের অধিকার সংরক্ষন করে চলে”। তাহলে আপনার আমার সংগায় যে দেশ সুজলা, সুফলা, শশ্য-শ্যামলা তা আর থাকছে না। যে দেশপ্রেম দেশপ্রেম করে আমরা এত বিতর্ক করি তাও থাকছে না। থাকছে শুধু স্বার্বভৌমত্ত রক্ষা আর স্বার্বভৌম ভুখন্ডের অন্তরভুক্ত মানুষের অধিকার আদায়ের বেপারটি। তাহলে এখানে যুদ্ধের বেপারটারো নিস্পত্তি হয়ে যায়। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে আমরা যুদ্ধ করব অন্য দেশের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে ও সাধারন মানুষের অধিকার আদায়ের স্বার্থে। জহির রায়হান এর লেখা একটা ছোট গল্পের কথা মনে পরে গেলো। আমাদের পাঠ্য ছিলো- “সময়ের প্রয়োজনে”। গল্পটার অন্তর্নিহিত অর্থ আমি একাডেমীতে ট্রেনিং এ না আসলে হয়ত কাখনই ধরতে পারতাম না। আসলে সময়ই ঠিক করে দেয় কে কার সাথে লড়বে, আর এই সময়কে নিয়ন্ত্রন করে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ। তাই জহির রায়হান এর ঐ গল্পের একটি লাইন-“আজ আমরা ওদের সাথে লড়ছি, একদিন যারা আমাদের বন্ধু ছিল”।

অতএব, আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে দেশপ্রেম বলে কিছু নেই, আছে শুধু মানুষের প্রতি ভালবাসা। তাদের অধিকার সংরক্ষন করা। আর তাদের উপর থেকে অত্তাচারীর কালো হাতকে হটানো। আমি আরো বুঝতে পারলাম যে আসলে যুদ্ধ নিজেই একটা ক্রাইম। কেননা, আমি আগেই বলেছি, সৈন্যবাহিনি হল একটা অস্ত্রের মত। ওদেরকে মেরে কাখনই অপরাধ দমন করা যাবে না। যারা সমস্যার মুল অথবা যে আদর্শবাদ এর মুল তাকে ধংস করলেই সমস্যার সমাধাম সম্ভব।

যাই হোক, অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, এত সব ভাবার সময় আমি একাডেমীতে পেলাম কি করে? ভাল প্রশ্ন। তবে কলেজে যে হারে ফাকিবাজি (ডজ মেরে) করে কাটিয়েছি সেটা কাউকে বুঝানো যাবে না। তাই এই প্রশ্নের উত্তর মুলতবি থাকলো। পরে কাখনো আড্ডাবাজির সময় বলা যাবে।

অতএব আমি ভাবতে শুরু করলাম যে আমার দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আমি যেকোন সময় যুদ্ধে যেতে পারি, তার জন্য সারা জীবন লেফট-রাইট করার কোন মানে হয় না। যেই ভাবা সেই কাজ। ভেগে গেলাম একাডেমি থেকে। কিভাবে? কখন? তার বর্ননা পরে কোনদিন শুনাব।

একাডেমী থেকে ভেগে আসার পরে আমার সত্যিকারের জীবন সম্পর্কে ধারনা আরো স্বচ্ছ হল। যথাবিহিত ভেগে আসার কারনে বাসা থেকে বহিস্কৃত হলাম। আর্থিক অনটন কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি সংগাসহ বুঝে গেলাম। ঐ দুর্দিনে আল্লাহ আমার অনেক বন্ধুকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন। তাদের সবার কাছে আমি

কৃতজ্ঞ, এবং সর্বোপরি মহানুভব, ও মহামহিম আল্লাহর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। উনি আমাকে সাহায্য করলেন আরেকজন বড় ভাই ও বন্ধু দাড়া। ঐ ভাইয়ের সাথে প্রথম সাক্ষাতের গল্পটা না বলে থাকতে পারছি না। তখন আমি আমার এক বন্ধুর সহযোগিতায় তারই অর্থব্যয় এ একটি মেসে ঠাই গুজতে আসলাম। কয়েকদিন পর দেখি যে এক বড়ভাই হাফ প্যান্ট পরে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। তার চুলের কাট আর হাবভাব দেখে ক্যাডেট মনে হচ্ছিলো। আর আমারো তখনো চুল বড় হয় নি। আমরা যখন একে অপরকে দেখলাম তখন দুই জনই চুপ করে গেলাম। অবশেষে যখন জানতে পারলাম যে উনিও পলাতক- তারপর আর যায় কোথায়। অনেক বড় স্বস্তির একটা নিস্বাস ছাড়লাম। কারন ততদিনে আমি শুধু মানুষের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই কাহিল-“কেন ছেড়ে আসলা?” যাই হোক, এমন একজনকে অন্তত পাওয়া গেল যাকে ঐ প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে না, আর আমি যা ভাবি তার ভাবনা চিন্তার ধারা এক।

এই মেসে থাকাকালিন অবস্থায় মানুষের প্রতি ভালবাসা তথা মানবতার প্রতি ভালবাসার বেপারটা আরো পরিস্কার হয় আমার কাছে। আমার দারিদ্র আমাকে ফুটপাথে শুয়ে থাকা অসহায় শিশুটির কথা মনে করিয়ে দেয়, আমার দারিদ্র আমাকে মনে করিয়ে দিতো সেই হাজারো গৃহহীন নরনারীর কথা। আমি আর আমার ঐ বড়ভাই আমরা দুজন মিলে অনেক পরিকল্পনা করেছিলাম পরে কিভাবে মানবতার সেবায় নিজেকে উতসর্গ করা যায়। ভাবতে লাগলাম জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? খেয়ে দেয়ে বড় হওয়া, তারপর পরাশুনা করে ভাল ডিগ্রি অর্জন করা, তারপর একটি ভাল চাকুরির জন্যে জুতার তলা ক্ষয় করা, আর ভাল সুন্দরী দেখে একটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হওয়া, তারপর নিজের ছেলেমেয়েকে মানুষ করা ও তাদেরকেও ঐ একই পথে চলতে অনুপ্রানিত করা!! হায় রে জীবন! এটাই যদি জীবন হয়ে থাকে তো আমার মনে হতে থাকে এই ধরনের জীবন আমি চাই না। যে জীবন শুধু আমাদের স্বার্থপর হতে শিখায় তা দিয়ে কি লাভ? আমি আরও ভালো ও পুর্নাংগ একটা সংগা খুজে পেতে চাই জীবনের। আমার তখন মনে হতে থাকে মানুষের সেবায়, মনুষত্যের সেবায় জীবন কাটানোটা একটা যুক্তিসংগত ব্যাক্ষা হতে পারে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নেই আবারও পরাশুনায় ফিরে আসার।

নিজের টিয়্যুশনি করা টাকা জমিয়ে ভরতি হই একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়- ব্যবসায় প্রসাশন। তেমন পরাশুনা করতে হবে না বলেই এই বিষয়ে ভরতি হলাম আর তাতে অনেক সময়ও বেচে যাবে আমার টিয়্যুশনির জন্য।

যাই হোক, ব্যবসায় প্রশাসনে পড়তে এসে মজার অনেক কিছু শিখলাম। যেমন, ব্যবসা করতে আসলে তেমন বুদ্ধির দরকার পরে না, কিছু মানুষের বুদ্ধি কিনে ফেল্লেই হয় (Enterpreneurship) । আবার যেমন, এখানে কিভাবে উপরওয়ালাদের তোয়াজ করতে হয় তা শিখায় (Management)। আবার শিখায় কিভাবে সুদের দর ধরলে লাভ বেশি হবে (Finance)। এটাও শিখায় কিভাবে পন্যকে অন্য পন্যের সাথে মিশিয়ে বেচলে লোকজন বেশি খাবে (Portfolio management)। আবার বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় গাড়ির সাথে এক নারীও যোগ করে দিয়ে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষন করতে শিখায় (Marketing)। যাই হোক, কিছুদিন পরে আমার মনে হল যে আমি ব্যবসা বুঝে ফেলেছি আর যে ব্যবসা শুধু গরিবদের শোষন করতে শিখায় আর ধনীদের আরও ধনী বানায় তা দিয়ে আমার দরকার নাই। আমার মনে হতে থাকে যদি কোনভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখা যেতো তাহলে হয়ত মানব জাতির জন্য কিছু একটা করা যেত। আর সেজন্য দরকার প্রচুর টাকা, কারন আমি ততোদিনে সরকারি সব প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতির যোগ্যতা হারিয়েছি। একমাত্র পথ খোলা ছিল, আর তা হল স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে কোথাও যাওয়া। আল্লাহর অসীম কৃপায় আমি বেশ কয়েকটা স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। তার মধ্যে থেকে পাকিস্তানের ডাক আগে আসায় এখানেই এসে পরি।

পাকিস্তানে আসার আগে বাসার সবাই ও আমার যতো আত্মীয় আছেন সবাই বলা শুরু করলেন, “পাকিস্তান গিয়ে কি করবি? এর চেয়ে জাপান যা। আর ওখানে এত বোমাবাজি আর যা অবস্থা!” যাই হোক, আমার মতো গোয়ারকে হার মানাতে তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন।

আবার প্রথম থেকে শুরু করি। পাকিস্তান আসার পুর্বে আমার পাকিস্তান সম্পর্কে যে খুব একটা ভাল ধারনা ছিল তা কিন্তু না। আর দশটা বাংলাদেশিদের যে ধারনা আমারও তাই ছিল। কিন্তু এখানে এসে কিছু বিচিত্র বেপার লক্ষ্য করি। প্রথমত, ইতিহাসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এদের স্কুল কলেজগুলোতে ইতিহাসের নামে পাতিহাস শিখানো হয়। ওরা মনে করে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ শুধু একটি ইন্ডিয়ার ষড়যন্ত্র। আর বাংলাদেশ পাকিস্তান ভাই ভাই ছিল আর ইন্ডিয়া তাদের ভাইকে আলাদা করে দিয়েছে। প্রথম প্রথম ওদের এই ভুল ব্যাক্ষা শুনলে রাগে গা জ্বলে যেত। পরে চিন্তা করে দেখলাম, আমি এম্নিতেই ওদের উপর রাগ করছি। ওদের কে যদি সত্য শিখানো না হয় ওটা তো ওদের দোষ নয়। বরংচ, ওরা অনেক নিরীহ আর সৎ। ওদের সততার একটা গল্প বলি, মাত্র অল্প কয়েকদিন হয়েছে আমি পাকিস্তানে এসেছি। ক্যান্টিনে খেয়ে ৫০০ রুপির নোট দেওয়ায় দোকানি আমাকে ১০০০ রুপির চেঞ্জ দিল। আমি তো দেখি হায় হায় একি অবস্থা। টাকাটা ফেরত দেওয়ার আগে ভাবলাম যে লোকটা হয়ত অনেক খুশি হবে। কিন্তু একি!! আমি যখন বললাম যে ভাই আপনি আমাকে ৫০০ রুপি বেশি দিয়েছেন তখন লোকটা বলল, “তাই নাকি। আচ্ছা ঠিক আছে”। আমি তো অবাক। ব্যাটা একটা ধন্যবাদ তো দে। মনে একটূ রাগও হয়েছিল।

কিন্তু একটা জোক্স মনে পরায় অনেক হেসেছিলাম সেদিন আর ঐ লোকটার প্রতি রাগ দূর হয়ে কেমন যেন একটা ভক্তি এসে পরেছিল। এখন জোক্সটা বলি, “আপনাদের সকলেরই চাপাই নবাবগঞ্জবাসীদের কৃপনতার কথা জানা আছে নিশ্চই!! হাহাহহা। জানা না থাকলেও ক্ষতি নেই। কারন এটা শুধু জোক্সের খাতিরেই বলা। যাই হোক, এক চাপাই বাসী আর অন্য আরেক লোকের সাথে আভিজাত্যের দ্বন্দ হচ্ছে। তো অন্য লোকটা বলছে যে, ‘আমাদের এখানে বিশাল বিশাল অট্টালিকা আছে। তোদের তো কিছুই নাই’। তো চাপাই বসী বলে, ‘আমাদের থাকুক আর নাই থাকুক, তোদের এলাকায় তো গলিতে গলিতে ভিক্ষুক। তুই জানিস আমাদের পাড়ায় একটাও ভিক্ষুক নাই!!’ তো উত্তরে অন্য লোকটি বললো, ‘আরে কিপ্টার দল, তোরা ভিক্ষা দিস যে তোদের এলাকায় ভিক্ষুক থাকবে। ভিক্ষুকদের এত না খাইয়া মরার শখ নাই’।

এখন যা বলতে চাচ্ছিলাম, পাকিস্তানি সাধারন মানুষের সততা। ঐ লোকটি টাকা ফেরত পাওয়ায় বিন্দুমাত্র অবাক হয় নি কারন টাকাটা ফেরত পাওয়াটাই ওর কাছে স্বাভাবিক ছিল। ঢাকায় নগুরে জিবনের ছোয়ায় আর আধুনিক সভ্যতার কারনে আমি ভুলতে বসেছিলাম সততা কি জিনিস। ঐ লোকটি আমাকে তা মনে করিয়ে দিলো। আমাকে মনে করিয়ে দিল সততা দেখিয়ে নিজেকে বড় আর মহানুভব ভাবাটা কতবড় বোকামি।

যতোই দিন যেতে লাগলো আমি বুঝতে পারলাম যে এরা আমাদের গ্রাম বাংলার সাধারন মানুষের মতই নিরীহ আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের চেয়েও বেশি সৎ আর অতিথিপরায়ন। এখানে এসে আরো একটা জিনিস পরিস্কার হয়ে গেলো। আর তা হল পুজিবাদ অর্থনীতি কি করে সমাজে শ্রেনীবৈষম্য তৈরি করে। পাকিস্তানে পুজিবাদ অর্থনীতি মানুষকে দুইটা শ্রেনীতে বিভক্ত করে ফেলেছে,- শোষক আর শোষিত। আপনারা অবাক হয়ে জাবেন দেখলে যে পাকিস্তানে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেনী বলতে কিছু নাই। এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের সংখা খুবই কম। আর জেগুলো আছে তাতে কোনভাবেই একজন মধ্যবিত্ত উঠতে পারবে না। আর বাকি সবারই নিজ নিজ গাড়ি আছে।

যাই হোক, আবার নিজের কথায় ফিরে আসি। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পরতে পরতে আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে আমি যদি কোনভাবে কিছু একটা আবিস্কার করেও ফেলি তাহলেও কোনভাবে তার সুফল সাধারন জনগনের কাছে পৌছাবে না অথবা পৌছাতে এতটাই সময় লেগে যাবে যে দারিদ্রের সংগা পালটে যাবে।

এই বেপারে একটা উদাহরন দেয়া যায়। ধরা যাক পুর্ববর্তি যুগের সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা যখন বিল্ডিং বানানো আবিস্কার করলেন তখন তারা মনে করলেন যে তারা আসলেই মানব জাতির জন্য মহৎ কিছু করে ফেলেছেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখি। বিল্ডিং আবিস্কারের পুর্বে ধনী গরিব সকলে একই গোয়ালের গরু ছিল। কিন্তু বিল্ডিং আবিস্কার ধনী গরিব সকলকে এক অসম প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিল। ধনীরা গরিবকে শোষন করে টাকা জমিয়ে বিল্ডিং বানাতে লাগলো। আর গরিবরা ওদের বিল্ডিং দেখে হা হুতাস করতে লাগলো। মানব জাতি আজো বিল্ডিং বা দালান নামক এই জিনিসটির লোভে অনেক অন্যায় আর অত্যাচার করে থাকে। অতএব , এই আবিস্কার কি আদৌ মানব সভ্যতার কোন উন্নয়ন করতে পেরেছে ? হয়তো বা করেছে তবে তা মানব সভ্যতায় নয় , দানবীয় কোন সভ্যতায়।

আবিস্কারের যে নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল তা ছুটে গেল। ভাবতে বসলাম কিভাবে সত্তিকারের সভ্যতা ফিরিয়ে আনা জায়। ইতোমধ্যে , মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। তওবা করে ফিরে এসে দেখি মহান আল্লাহ আমার সকল প্রশ্নের উত্তর ১৪০০ বছর আগেই বলে দিয়েছেন। মানব সভ্যতাকে যদি সত্তিকারের সভ্যতায় উত্তীর্ন করতে হয় তাহলে একমাত্র আল্লাহ ’র আইনই যথেষ্ট। ধনী গরিবের মাঝে ব্যবধান দূর হয়ে যাবে আল্লাহর আইন মানলে , সততা আর উপকথা হয়ে গল্পের বইএ নয় বাস্তবেও শোভা পাবে , আল্লাহর আইন মানলে অকারন হানাহানি আর যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে সব মানুষ , এতিম আর গরিব দুখিদের জন্য আর আমার মত নালায়েক কাউকে ভেবে ভেবে কাহিল হতে হবে না , ব্যবসা বানিজ্যে সততা আর শুদ্ধতা থাকবে, গাড়ির সাথে কোন নারী আর বেচতে হবে না , লোভ আর লালসার জগত থেকে মুক্তি পাবে সব মানুষ ; সর্বোপরি একমাত্র ইসলামই পারে মানুষের মনে প্রকৃত শান্তির হাওয়া বইয়ে দিতে যা মানুষকে ইহকালে ও পরকালে মুক্তি দিতে পারে।

<p>মোরালঃ “গাধায় পানি ঘোলাইয়া খায় ”।</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Collected From:</p><p>Brother</p><p>Nazmul Islam</p>

窗体顶端

窗体底端

মুসলিম বলে আমাদের কোন সীমানা তো বাধা নাই

December 18, 2010 at 10:06 PM

দেশ পরিচয়ে যদিও আমরা বাংলাদেশী সবাই **,**

মুসলিম বলে আমাদের কোন সীমানা তো বাধা নাই।

বাধা ভয়হীন মুক্ত স্বাধীন আমরা মুসলমান,

যেখানেই আছে একটি মুমিন সেখানে হবে আযান;

আল্লাহর দেয়া ফরমান সেতো আমাদের কুরআন;

মুসলিম মোরা মানুষের গড়া মানিনা সংবিধান।

অত্যাচারীর খোলা তলোয়ার গন হুশিয়ারি গন হুংকার,

রক্ত চক্ষু ফাসির রজ্জু মোরা নাহি ভয় পাই;

মুসলিম বলে আমাদের কোন সীমানা তো বাধা নাই।

আমাদের মাঝে যদিও আছে সহস্র কাটা তার,

একটি তাকবিরে জেগে উঠি মোরা 'আল্লাহু আকবার',

দেরশত কোটি মুমিনের মন মিলেমিশে একাকার,

বাধা নয় কোন সৈন্য বাহিনী রাস্ট্র বা সরকার;

পৃথিবীর যেথা কাদে মুসলিম জিহাদি নাকারা বাজে দ্রিম দ্রিম;

বাধার প্রাচীর পেরিয়ে আমরা সেখানেই ছুটে যাই;

মুসলিম বলে আমাদের কোন সীমানা তো বাধা নাই।

বহু ভাষা মুখে বহু আশা বুকে নিশ্বাসে একই তাল,

একই সে নুরের মশাল হস্তে ছুটেছি পঙ্গপাল;

গোত্র বর্ন করেছি চুর্ন গরেছি মায়ার জাল,

শেতাঙ্গ কৃষাঙ্গের দেহে একই সে রক্ত লাল;

মহা সত্যের এ মহা আগুন নেভালেই আরো জলবে দ্বিগুন;

ধর্মের চেয়ে দেশ বড় নয় আমরা সে গান গাই,

মুসলিম বলে আমাদের কোন সীমানা তো বাধা নাই।

দেশ পরিচয়ে যদিও আমরা বাংলাদেশী সবাই,

মুসলিম বলে আমাদের কোন সীমানা তো বাধা নাই।

There is for you an excellent example (to follow) in Abraham and those with him, when they said to their people: "We are clear of you and of whatever ye worship besides Allah: and there has arisen between us and you, enmity and hatred forever -- unless ye believe in Allah and Him alone" [60:04]

মুসলমান, মুসলমান, তুমি তো মুসলমান।
December 19, 2010 at 4:29 PM

হে যুবক তুমি বাঙ্গালী হও কিংবা ইন্ডিয়ান,

কিবা জার্মান, জাপানি কিংবা চাইনিজ, রাশিয়ান,

স্পানিস, ড্যানিস, ফরাসি কিংবা বৃটিশ, এমেরিকান;

আরবি, আজমি, ইরানি, তুরানি, তুর্কি বা আফগান;

মুসলমান, মুসলমান, তুমি তো মুসলমান।

তুমি সাদা হও কিবা কালো হও দেখ রক্ত তোমার লাল,

সুখি হও কিবা দুখি হও দেখ ঈমান নির্ভেজাল,

কাছে রও কিবা দূরে রও তবু কাবাই তোমার ঘর,

স্লোগানে তোমার কেপে উঠে আজো পৃথিবীটা থরথর,

মৃত্যু তোমায় জানায় সালাম, দূরে থাকে শয়তান;

মুসলমান, মুসলমান, তুমি তো মুসলমান।

হতে পারো তুমি প্রাচ্চের কিবা হতে পারো প্রতিচীর,

হতে পারো তুমি সংসারি কিবা হতে পারো মুসাফির,

যদি শুনে থাকো কোথাও কখনো মজলুমানের ডাক-

গৃহ, পরিবার, প্রেয়সী, বন্ধু পরে থাক পরে থাক,

ছুটে যাও আগে, দুর্বার বেগে, জিহাদের ময়দান;

মুসলমান, মুসলমান, তুমি তো মুসলমান।

রক্তে তোমার যদি জ্বলে থাকে শাহাদতের আগুন,

লাখো শহিদের খুন রাংগা পথে ঢালো কলিজার খুন,

চেয়ে দেখো আজ এসেছে আবার দিন বদলের দিন,

নয়া জামানার মিনারে মিনারে ডাকিছে মুয়াজ্জিন,

ছিড়ে ফেল সব মায়ার বাধন, জীবনের পিছুটান;

মুসলমান, মুসলমান, তুমি তো মুসলমান।

Then fight in the Cause of Allah, and know that Allah heareth and knoweth
all things. Who is he that will loan to Allah a beautiful loan, which Allah will double unto his credit and multiply many times? It is Allah that giveth (you)
want or plenty, and to Him shall be your return. [02: 244-245]

সম্ভাবনা
December 19, 2010 at 7:50 PM

গতকাল রাতে খুব মন খারাপ করে নোট লিখছিলাম, নোটের নাম 'অন্ত:সারশূন্যতা।' অর্ধেক পড়ার পর বাকিটুকু লেখার আগ্রহ উবে গেল। তারপরেও কোনমতে টেনে টুনে শেষ করলাম। পাবলিশ করার আগ মূহুর্তে মনে হল, এটা আমার গল্প, আমিই পড়ে নেতিয়ে যাচ্ছি, অন্যদের কেমন লাগবে? এইটা এখন পাবলিশ না করি, আমার হয়ত এর চেয়ে ভাল কিছু লেখার সুযোগ আসবে। হতাশার বদলে ভাল কিছুও হয়ত দিতে পারার সুযোগ আল্লাহ আমাকে দিবে।

এ্মনই হয়। দু:খ, রাগ, হতাশার মূহুর্তে ফেটে না পড়ে কোন মতে ধৈর্য ধরে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলে আল্লাহ এর অনেক বেশি ভাল কিছু দিয়ে তার প্রতিদান দেন। কালকে রাত থেকে কেবল ভাবছিলাম, আমি এভাবে দিনের পর দিন পার করে দিচ্ছি - না একটা চ্যারিটি করি, না একটা ইবাদত করি, না ঘরটাকে আরো ভাল করে বাস করার উপযোগী করি - আমি আসলে করছি টা কী? জানি, এখন আমাকে পড়াশুনা করতে হবে, তাই ওটা ছাড়া অন্য কিছুতে ঠিকমত সময় দিতে পারবনা - এটা আমাকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু, যে পড়ার জন্য অন্য সব কিছুকে বাদ দিচ্ছি তা আসলে কতটুকু worth?

ইংরেজিতে এর্ একটা রেডিমেড এক্সপ্রেশন পেয়ে গেছি। I don't see any light in the end of the tunnel, what i mi doing and why i am doing it... রেহনুমা বিনতে আনিসের এক লেখায় আরো সুন্দর একটা লাইন পড়েছি। 'জীবিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে জীবনের উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে গেছে মাঝপথে কোথাও।' রাসুলুল্লাহ (স) এর কথা ভাবছিলাম, উনি ছিলেন the most balanced person. কীভাবে সামলাতেন সবকিছু - তাই ভাবছিলাম অবাক হয়ে।

আসলে ছোটবেলা থেকে আমি একটা আইডিয়া নিয়ে বড় হয়েছি, যে পড়াশুনা এবং কেবলমাত্র পড়াশুনাই আমার একমাত্র কাজ। আমার সর্বংসহা মা আমাদের কে পড়ার টেবিলে দেখার বিনিময়ে ঘরের বাইরের সব কাজ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আমার অতিরিক্ত স্নেহবৎসল বাবা ইউ এস এ আসার দুই মাস আগে যখন ড্রাইভিং শিখতে চেয়েছিলাম, তখনও আঁতকে উঠে বলেছিলেন, না না মা খবরদার!্অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবা।

এই হচ্ছে আমার ফ্যামিলি। নিজেরা অনেক স্ট্রাগল করে পড়াশুনা, ক্যারিয়ার অর্জন করেছেন, তাই জানেন এর মূল্য কত। তাই সবসময় কেবল চেয়েছেন সাপের মাথার মনিটুকু আমার সন্তানেরা পাক, সাপটাকে নাহয় আমিই গায়ে জড়িয়ে রাখব। কিন্তু বাবা বোঝেনি জীবনটা অনেক বড়, পদে পদে সাপ পা পেঁচিয়ে ধরতে চায়। আমি কেবল অসহায়ের মত বাবা কে, মা কে খুঁজি, আর নিজের অক্ষমতায় নিজেকেই কেবল গাল পাড়ি।

একটা সফল জীবন মানে যে not just a beautiful career, একটা balanced জীবন - এটাও আমাকে নিজে নিজে উপলব্ধি করতে হয়েছে (অবশ্য আশপাশের মানুষজন কে দেখে ভরসা পাই, অনেকে জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছেও এখনও টের পায়নি।) ভার্সিটিতে পড়াকালে আব্বুর উপর খুব রাগ হত, তুমি তোমার গ্রামের মানুষের জন্য স্কুল কর, পোস্ট অফিস বানাও, আমি কিছু করতে গেলে নিষেধ কর কেন? বাবা বলত, তুমি এইসব বুঝবা না, মানুষজনের মধ্যে কত রকমের জটিলতা তুমি সেসব সামলাতে পারবানা। এই ছোট মানুষ, বুঝবানা - এই করে করে বড় হয়ে গেলাম, ধারণা ছিল বড় হলে সব এমনিতেই বুঝে যাব। দীর্ঘশ্বাস, ছোট ছোট ব্যাপার, যা অনেক ছোটকালেই বোঝা উচিৎ ছিল - এখন তা এই বয়সে এসে শিখতে হচ্ছে।

অবশ্য সবসময় যদি দেশের বাইরে থাকি, পিএইচডি শেষ করে কোনমতে পোস্টডক বা রিসার্চ এসিস্ট্যান্টশিপ জুটিয়ে ফেলি, বছর বছর অনেক শপিং করে দেশে বেড়াতে যাই তাহলে আর অত অসুবিধা হবেনা। কোনমতে being nice to people এর কলাকৌশলগুলি শিখে ফেলব, কাদায় কখনো পা ও পড়বেনা। সাপ? বরফের দেশে সাপ নাই।

যাই হোক, এসব ভাবছিলাম আর কষ্ট লাগছিল। আল্লাহ প্রতিটা মানুষকে কী অমিত সম্ভাবনা দিয়ে তৈরি করেছেন... আর আমরা কী করছি! এই রোবোটিক জীবন কাটানোর জন্য ত এত জটিল বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রজাতি তৈরির দরকার ছিলনা। আমি শুনেছি জ্বীন ও মানুষকে আল্লাহ ইবাদত করার জন্যই কেবল তৈরি করেছেন। কিন্তু purpose of life হিসেবে দিনরাত আল্লাহ আল্লাহ বলে জিকির করাটা ঠিক যথেষ্ট মনে হচ্ছিলনা। নিশ্চয়ই আমরা ইবাদত ই করব, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই হবে আমাদের ইন্টেলেক্ট এবং আমাদের মনুষ্যত্বের মাধ্যমে। নিজেকে মাপছিলাম। মনুষ্যত্ব দেখানোর জন্য যে সোশ্যাল স্কিলগুলি দরকার হয়, সেটা অর্জন করার সুযোগ বেশি একটা হয়নি। আর ইন্টেলেক্ট কে গত ২০-২২ বছরের একাডেমিক পড়াশুনায় এমনদিকে নিয়ে গিয়েছি যে বিবর্তনবাদের ফিকশন অনেক বেশি লজিক্যাল লাগে। যে বায়োলজি নিয়ে আমার এতদিনের পড়াশোনা, সেখানেই নাস্তিকতাবোধ এত দৃঢ়, সোশ্যাল সায়েন্স, ইকোনমি, পলিটিকস - এসব ভাসাভাসা ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা ত রীতিমত অসম্ভব!

সবকিছু মিলায় চিন্তা করে দেখি, একজন মানুষ হিসেবে যে ইবাদত টা করার কথা তা আমি করছিনা। আমার ধর্ম পালনের সাথে একটা গাছের, একটা পিপড়ার জিকিরের কোন পার্থক্য নেই। মানুষ হিসেবে অন্যান্য প্রাণী থেকে আমি নিজেকে যেসব বিষয়ে সুপেরিয়র ভাবি, তার কোনটার চর্চাই আমাকে আল্লাহর কাছাকাছি এনে দিচ্ছেনা। ইনফ্যাক্ট ফেরেশতা, যারা কিনা আল্লাহর অবাধ্য হতে জানেই না, তাদের চেয়েও আল্লাহ আমাদের সুপেরিয়র করে তৈরি করেছেন। সূরা ত্বীন এর কয়েকটা লাইন ্ এত সুন্দর -

লাক্বাদ খালাকনাল ইনসানা ফী আহসানি তাকয়ীম (নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট রূপে তৈরি করেছি)

সুম্মা রাদাদনা হু আসফালা সাফীলিন (তারপর সে নিকৃষ্টর চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে যায়)

চলবে ... (ইনশাল্লাহ)

Collected From

Sister

Nusrat Rahman

Filistini bondhu Fahad ebong..........Forever Palestine

December 24, 2010 at 3:49 PM

আজ ক্যালকুলাস ক্লাসটি একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, মনে হচ্ছিল কেউ একজন অনুপস্থিত ..... কিন্তু বুঝতে পারছিলামনা কে সে ??? আগামী ২৫ তারিখ সেমিস্টার ফাইনাল এক্সাম শুরু, ক্যালকুলাস পরীক্ষা ১ এপ্রিল, আজ ছিল ক্যালকুলাসের শেষ ক্লাস। স্যার ব্রিফিং দিলেন ফাইনাল এক্সাম এর প্রশ্নের ধরন কেমন হবে, মান -বণ্টন কেমন হবে ...... খুবই চিন্তিত লাগছে পরীক্ষা নিয়ে। আবার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আজ হঠাৎ ক্লাস এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল কেন? সবাই তো উপস্থিত, কিন্তু বিশেষ কেউ নিশ্চয়ই আসেনি, নাহলে ক্লাস এমন ফাঁকা ফাঁকা কেন লাগবে ...... অন্যদিন নাহয় ক্লাস ফাঁকি দিল, আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই ক্লাস ফাঁকি দেয়ার তো কোন মানে হয়না !!! এসব ভাবতে ভাবতেই যখন ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে HS ক্যান্টিনের দিকে যাচ্ছিলাম, দেখা হল ফাহাদের সাথে। এবার মনে পড়ল কেন ক্লাসটা এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল আমার কাছে ....???

আমি তখন E0 বিল্ডিং এর নিচতলায়, ক্যান্টিনে যাচ্ছি। ফাহাদকে দেখলাম E0 বিল্ডিং এর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে .... খুব অবাক হলাম আমি :- S....... কি ব্যাপার ?? আজ ও ক্লাসে আসলোনা কেন? ক্লাসে না এসে এখানে কি করছে ও? আকাশের দিকে তাকিয়েই বা কি ভাবছে ও? ওকে তো কখনো এমন গোমড়া মুখে দেখিনি !!! সবসময় হাসিখুশি থাকে .... দেখে আসেই কি হল ওর, পা বাড়ালাম সিঁড়ির দিকে .....

প্রথমে ফাহাদের পরিচয়টা দিয়ে নেই। ফাহাদ আমার ফিলিস্তিনী বন্ধু। ওর বাড়ি ফিলিস্তিনের বহু পুরনো শহর "হেবরন"- এ। খুবই মেধাবী ছাত্র। অন্যান্য বন্ধুতের তুলনায় আমার ফাহাদকে একটু বেশি ভাল লাগে কারণ সে এখানকার অন্যান্য ফিলিস্তিনী শিক্ষার্থীদের মতো নয়। অন্যান্য ফিলিস্তিনী ছাত্র যেখানে আড্ডাবাজি এবং ঘুরোঘুরিতে ব্যস্ত , সেখানে সে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সদা হাস্যজ্জ্বল এবং বেশ পড়ুয়া একজন ছেলে। মিডটার্ম পরীক্ষায়ও তার মার্ক্স ঈর্ষণীয়।
পড়ালেখায় ওর কাছ থেকে খুব সাহায্য পেয়েছি আমি।

দোতলায় উঠে দেখি , তখনো সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে ..... দেখলাম চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝড়ছে ওর। সবসময় ওকে আমি হাসিমুখে দেখে এসেছি , আজ হঠাৎ কি হল ওর?? ফাহাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম , আস্তে করে ডাক দিলাম , "ফাহাদ ".....

কিন্তু ওর কোন নড়াচড়া নেই , মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। দু 'চোখ দিয়ে আরো দু 'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল ফাহাদের চোখ থেকে। আমি এবার ওর হাতের উপর আমার হাত রাখলাম , আবারো ডাকলাম, "এই ফাহাদ , কি হয়েছে তোমার?" ও এবার চোখের পানি মুছতে মুছতে আমার দিকে তাকালো ..... মুখে হাসি আনার বৃথা চেষ্টা করে বলল —

- কিছু হয়নি ....

- উহু , আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার কিছু হয়েছে ! বল কি সমস্যা ??

- আরে বললাম তো কিছু হয়নি !!

- উহু , কিছু না হলে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন ? তোমাকে তো কোনদিন ক্লাস মিস দিতে দেখিনি , আজ ক্লাসে আসলেনা যে ?? শরীর খারাপ নাকি ?

- নাহ !!! আমার মন খারাপ [সলে.....

- তা তো বোঝাই যাচ্ছে রে ভাই , সে জন্যই তো জিজ্ঞেস করছি যে কি হয়েছে ?? বলতো কি হয়েছে , আমার শুনতে ইচ্ছে করছে]

- অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে তারিক , অনেক কিছু ....

- কি? কি ঘটল হঠাৎ ?? আমাকে কি বলা যায়না ???

- তোমাকে বললে তুমি সহ্য করতে পারবেনা . এ অনেক কষ্ট .....

- কেন পারবোনা ?? বলনা শুনি . হঠাৎ কি হয়েছে তোমার ??? আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা

- পারবেনা তো !!

- পারব !

- আমরা ফিলিস্তিনীরা ছোটবেলা থেকেই এসব ঘটনা দেখে সছি . তাই আমরা সহ্য করতে পারি হয়তো . তুমি পারবেনা আর আজ যা হয়েছে তা কষ্টের . আজ পর্যন্ত আমার জীবনের সবচাইতে কষ্টকর ঘটনা ......

বুঝতে পারলাম যে নিশ্চয়ই বেশ বড় কিছু ঘটে গিয়েছে .... অনেকবার অনুরোধ করলাম আমাকে বলার জন্য , আমি কষ্ট পাব বলেই ও আমাকে বলছিলনা .....!!!!

অবশেষে সে রাজি হল ......

“তারিক তুমি জান যে আমার এই বাড়ি যাবার কথা ছিল আমার বড় আপুর বিয়ে হবার কথা ছিল এপ্রিলে আমি এপ্রিলের শর্ট সেমিস্টার ড্রপ দিয়ে দু মাসের জন্য বাড়ি যাব ঠিক করেছিলাম আপুর বিয়ে আরো গেই হয়ে যেত . শুধুই আমার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন সবাই ......”......এ কথা বলে সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলনা , আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল .... আমি তো হতবাক হয়ে পড়লাম :-S...... আমি ওকে ধরে নিয়ে একটা ক্লাসরুমে গিয়ে বসলাম।

ফাহাদ খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল , প্রচণ্ড দুর্বল দেখাচ্ছিল ওকে। ও বসে থাকতে পারছিলনা। পরে আমার কাঁধে মাথা রেখে আবার বলা শুরু করল। ওর সারা শরীর প্রচণ্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম যে এখন আগে ক্লিনিকে যাই , সুস্থ হয়ে নাও , পরে তোমার কথা শুনব। ও রাজি হলনা , বলল আগে আমাকে সবকিছু বলবে, তারপর যা করার করবে। আমি বুঝতে পারছিলাম প্রচণ্ডরকম মানসিক আঘাত পেয়ে সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে ...... ও আবার বলা শুরু করল.......

“আমার আপুর সাথে যার বিয়ে হবার কথা ছিল . অর্থাৎ আমার দুলাভাই . তিনি আমাদের অনেক আগে থেকেই পরিচিত তার নাম খালিদ খালিদ ভাইর পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের পরিচয় অনেক থেকেই . আমাদের

বাড়িও একই গ্রামে গত বছর মার আপুর সাথে খালিদ ভাইর বিয়ে ঠিক হয় বিয়ে হবার কথা ছিল এই মার্চ মাসে আমার জন্য এক মাস তা পিছিয়ে এপ্রিলে নেয়া হয় কিন্তু ………"……. এটুকু বলেই ফাহাদ আবার কান্না শুরু করে দিল। ওর বুকের মধ্যেখানে যেন প্রচণ্ড এক ব্যাথা লুকিয়ে আছে। আমি ওকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলাম , ও আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে দুপিয়ে কাঁদতে লাগলো ……

হঠাৎ করেই ফাহাদ চিৎকার করে বলতে লাগলো , "তারিক ওরা খালিদ ভাইকে মেরে ফেলেছে খালিদ ভাই শহীদ হয়ে গিয়েছেন তিনি যখন মসজিদে যাচ্ছিলেন যোহরের নামায পড়তে তখন ঐ কুত্তাগুলো আক্রমণ করেছে ওনাকে ওনার পেটে টা গুলি করছে পায়ে টা গুলি করছে ……..

খালিদ ভাই যখন রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছিল তখন ওনার কাছে এম্বুলেন্স আসতে দেয়নি ঐ কুত্তাগুলো … তারা উল্টো খালিদ ভাইর রক্তাক্ত দেহের উপর আরো নির্যাতন করছিল ….. এরপর ঐ কুত্তাগুলো ওনাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যায় …. এরপর ওনাকে জেরুজালেমের এক হাসপাতালে নিয়ে যায় ওরা তিন সপ্তাহ ঘটে যাওয়া ঘটনা এটা …. সপ্তাহ আগে!!! কিন্তু মার মা আমার আমাকে কিছুই বলেনি …. আজ খালিদ ভাই মারা গেলেন চলে গেলেন মাদের ছেড়ে ……. ঐ কুত্তাগুলো আমার ভাইয়াকে মেরেছে ….. ঐ কুত্তাগুলোর কারণে আমার যে বোন কিছুদিন পর নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন বুনছিল তার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে তারিক ….. <p> </p> খালিদ ভাইর পরিবার আমার পরিবার অনেক অনেক অনুরোধ করেছিল শুধুমাত্র একটিবারের জন্য দেখা করে আসবে ওনার সাথে কিন্তু ঐ কুত্তাগুলো সে অনুমতি দেয়নি মৃত্যুর অনেকবার নাকি চিৎকার করে আমাদের সবাইকে ডেকেছিলেন কিন্তু মরা কেউই তার পাশে যেতে পারিনি ……."……. এটুকু বলার পর অজ্ঞান হয়ে গেল ফাহাদ। ইতিমধ্যে ওর চিৎকারে আশেপাশের ক্লাস থেকে কিছু ছাত্র চলেও এসেছিল আমাদের কাছে। ফাহাদকে এরপর আমরা ভার্সিটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন , প্রচণ্ড মানসিক আঘাত , প্রচণ্ড জ্বর এ দু 'টো মিলে ওকে খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে গিয়েছে। তবে সুস্থ হতে কিছুদিন সময় লাগবে। জানিনা ২৫ তারিখ শুরু হওয়া সেমিস্টার ফাইনাল এক্সামে ও এটেন্ড হতে পারবে কিনা। আমি বুঝতে পারছিলামনা আমি কি করব ……

ক্লিনিকের বেডে শুয়ে আছে ফাহাদ …….. এখনো তার জ্ঞান ফিরেনি। আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ফাহাদের দিকে। কি মায়াবী চাহনী তার !! কিছুক্ষণ পর ওর জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফেরার পরই ইশারায় আমাকে কাছে ডাকল। আমি পাশে গিয়ে বসলাম , জ্বর এখন কিছুটা কমেছে , কিন্তু যে মানসিক ধাক্কা সে পেয়েছে তা সেরে উঠা খুবই কঠিন। ওর মোবাইলটা আমার কাছেই ছিল। ও বলল ওর মায়ের সাথে কথা বলবে , ওর মায়ের নাম্বারে ফোন লাগিয়ে দিতে …..

ফোন করলাম ওর মায়ের কাছে , কিন্তু ওর মা তখন অসুস্থ …….. ও শুধু কাঁদতে কাঁদতে ওর মাকে একথাটুকুই বলল-**"**মা , তুমি দুঃখ করোনা মা , ওরা আমাদের কিচ্ছু করতে পারবেনা আমরা তৈরী হচ্ছি , তৈরী হয়ে আসছি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মা ……"

ওর কথাগুলো শুনে নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ….. আমার মনে পড়ে গেল Sami Yusuf এর Forever Palestine গানটা ……..

Mother don't cry for me

I’m doing what I must

God almighty is my witness that I trust

Palestine, Forever Palestine <p> </p> <p>Children being killed for throwing stones in the sky </p> <p>They say to their parents “don’t worry, God is on our side” </p> Palestine, Forever Palestine <p> </p> <p>Mother don’t worry when they come for us at night </p> <p>Surely they’ll be sorry when God puts them right </p> <p>Tell me why they’re doing what was done to them </p> <p>Don’t they know that God is with the oppressed and needy </p> <p>Perished were the nations that ruled through tyranny </p> Palestine, Forever Palestine <p> </p> <p>Children of Palestine are fighting for their lives </p> <p>They say to their parents, “we know that Palestine is our right” </p> <p>They to say to their parents, “we’ll fight for what is right” </p> <p>They say, “not to worry! God is on our side” </p> <p>They say, “we’ll die for Palestine” </p> Palestine, Forever Palestine

Collected From

Brother

Tariq Ridwan

মসজিদ

December 24, 2010 at 4:20 PM

জুম্মার আজানের পর ইমাম সাহেব মাইকে লম্বা একটা ঘোষনা দিলেন। এলাকার রহিম সবুজ আর মসলেহ সবাই কান খাড়া কইরা শুনলো। হাতের কাম ফালায়া সবুজ গামলার পানিতে হাত দুইটা ঘইসা ঘইসা ভেত্তা মাটিগুলি পরিষ্কার করতে করতে কইলো -- কি হইলো কতো দেখি? হুজুর তো এমন কইরা কোনোদিন সবাইরে ডাকেনাই। কাহিনি কি? ধানের গোড়া পায়ের লগে একটা বাড়ি দিতেই মুখে কয়েক দলা কাঁদা লাগলো রহিমের। কয়ঃ কি জানি - মনে হয় জরুরী কোনো বিষয়।

সারা মসজিদ গিজ গিজ করতাছে। বারিন্দা ভইরা সামনে উঠানেও মানুষের ভিরে ভরা। এলাকার জোয়ান বুড়া লেটকি পেটকি সব আইয়া হাজির। মোয়াজ্জিন সাব হোগলাগুলি কান্ধে কইরা নিয়া বাইরে মাটির মইধ্যে বিছায়া দিলো। পোলাপাইনগুলা যেমন প্রতিযোগিতায় নামছে। কে কার আগে বইবো। একজন আরেকজনের কোলের মইধ্যে বয়া শুরু করছে। এইহানদিয়া এক পিচ্চি আরেক পিচ্চিরে কয় -- ঐ ছালেম- তোর অজু অয়নাই। ঐযে পায়ের মুইরার মধ্যে লোদ লাইগ্যা রইছে। যা ধুইয়া আয়। মনে নাই হুজুরে কইছে পায় ময়লা থাকলে অজু অয়না। অজু মানে পরিস্কার করন। আল্লার সামনে খাড়াইবি। যা -- ছালেম মনে মনে কষ্ট পায়। আহারে আবার পুকুরে যাইতো অইবো। কি ঝামেলা। এমন সময় হুজুরের দরাজ কন্ঠ শুইনা সবে চুপ হয়া গেছে।

আচ্ছালামু আলাইকুম। প্রিয় এলাকাবাসী। আমাগো এলাকার এই দূর্দিনে আমাগো সবাইর এক হইয়া থাকতে হইবো। মনে রাইখেন - বালা মুছিবত এইসবই আল্লার পরীক্ষা। আল্লায় আমাগোরে পরীক্ষা করনের লাইগা এইসব দেয়। এহন এই দূর্দিনে মন্দা খরায় আমরা সবাই যদি মিলা মিশা এইটারে সামাল দিতে পারি তাইলে আগামীর দিনগুলাও ভালো কইরা সামনের দিকে যাইতে পারুম। এলাকার যারা ধনীরা আছেন আপনেরা অন্তত এই সিজনটায় একটু ছাড় দিয়েন গরীবেগো লাইগা। আমাগোই তো সুখ দুঃখ। আমরা নিজেরা যদি ভাগাভাগি করি তাইলে আল্লায়ও আমাগো দুঃখ কমায়া দিবো আশা করি।

এমন সময় রহিম সাব উইঠা দাড়ায় কয়, হুজুর একটা কথা কইতাম।

হুজুর তার দাড়ি ওয়ালা মুখে একটা সুন্দর হাসি দিয়া কনঃ বলেন রহিম সাব।

রহিম সাব এলাকার সবচেয়ে ধনী মানুষ বলা যায়। তার পোলাপাইন সব ঢাকা পড়ালেহা করে। উনি নিজেও শিক্ষিত মানুষ। তাই সবাই উনার কথারে সম্মান করে। উনি বেশ কিছুক্ষণ একটা দম নিয়া কইলেনঃ হুজুর আমরা চাইছিলাম মসজিদটা একটু পাঁকা করতাম। আল্লার ঘরে মানুষজন ইবাদত বন্দেগী করবো। তাছারা পূবের গ্রামের সবাই মিলা ঐ গ্রামের মসজিদটা কতো সুন্দর কইরা সাজাইছে। দেখলেই পরানটা জুড়ায়া যায়। তাছাড়া আপনে আমাগো ইমাম সাব মানুষ। আপনের থাকার জন্য ভালো একটা ঘরের ব্যাবস্থা করন দরকার।

কথাটা কয়া তখনও শেষ হয়নাই। ইমাম সাহেবের চোখ থেকে একটা ফোঁটা গরম তরল গড়ায়া পড়লো। আমার গ্রামের মানুষ খাইতে পায়না। তারা একবেলা খায়া কোনোরকমে দিন কাটায়। আল্লায় এগো মতো এতো গরীব হয়া যায়নাই যে তারে সবাই মিলা সাহায্য করন লাগবো। আরে রহিম ভাই। ইমামের কন্ঠে ভাঙ্গা কান্দনের শব্দ শোনা যায়। মসজিদে আইজকা সবাইরে আইতে কইছি তাই সবাই আইছে। এছাড়া কয়জনে নামাজ পড়ে? পারলে নামাজি বাড়ানোর চেষ্টা করা দরকার। আইজকা যেমন সবাই আইছে এমন কইরা যদি দিনে পাঁচবার আমরা নিজেরা নিজেগো চেহারা দেখতাম তাইলে কি গ্রামে আর শত্রুতা থাকতো? সবাই তো সবাইর ভালো কামনা করতাম। আর আমি যেই ঘরে আছি বর্ষাকালে পানি পরলেও ঐখানেই আমার শান্তি। মাইনসের দান খয়রাতের টাকায় আমার এতো ভাব দেখানোর দরকার নাই। আমি চাইলেই আপনেগো কাছে বেতন নিতে পারতাম। কিন্তু আমারে যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আপনাগো সাথেই পড়তে হইবো তাইলে খালি খালি নামাজ পড়ায়া বেতন নিমু ক্যান?? আমার ঐ মাদ্রাসার চাকরিটাই যথেষ্ট আমার ছোট্ট সংসার চালানোর জন্য। আর সকালে ঘুমের পড়ে তো আমার পোলারে পড়ানো লাগে হেই লগে আমারও কোরান তিলাওয়াত করতে হয়- তাই আমার ঘরের উঠানে আপনেগো পোলামাইয়াগোরেও ডাইকা লই যাতে আমার মতো মুর্খের মাথায় ইসলামের যা জ্ঞান আছে তা যেনো ঢাইলা দিতে পারি।

মুসল্লিদের মইধ্যে কিছু মানুষ পাশের গ্রামের মেহমান আছিলো। হেরা তো মন্ত্রমুগ্ধের মতো হুজুরের কথা শুনতাছে আর নিজেগো চোখের পানি ফালাইতাছে। আসলে যা কইছে এতে চোখের পানি ফালানোর কি হইলো? কিন্তু এর পরেও হুজুরের গলায় কি যেনো একটা মায়া আছে। আর হুজুর কতো বড় মনের মানুষ। বিনয়ের সথে নিজেরে মূর্খ কয়। আর তাগো মসজিদের ইমাম নিজেরেই সবাইর চেয়ে জ্ঞানী কয়। ধিরে ধিরে চোখের সামনে দুইজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষের ছবি চোখে ভাইসা ওঠে।

বহুদিন গড়াইয়া যায়। দিনে দিনে মুসল্লির সংখ্যা বাড়তে থাকে। হুজুরের আকর্ষনীয় কথা আর সহজ সরল জীবনের মধ্যে কি জানি অবাক একটা টান আছে। সবাই এইডা বেশ টেড় পায়। তাই তো এলাকার যেই পোলাপাইনগুলা মালেক স্যারের বাসার সামনে প্রাইভেট পড়তে আসা মাইয়াগুলিরে জালাইতো হেরাও ধিরে ধিরে মসজিদে যাওন শুরু করে। এলাকার বুড়ারা আফসোসে মনে অয় মইরাই যাইবো। কেন এমন ইমামরে যোয়ান কালে পাইলোনা। হেরা অবাক হইয়া দেখে ইমাম সাব বাসায় ফিরনের পথে কতো সোন্দর কইরা ঐ পোলাপাইনগোরে সাথে লইয়া দোকানে বইয়া আড্ডা দেয়। একবার সলিম মুন্সি তার ফোকলা দাঁতের মুখে কইলো ঐ বান্দর পোলাপাইনের লগে কি কথা কইতে যান?? ঐগুলা সব বদের হাড্ডী। হুজুরের জবাব শুইনা সলিম এমন অদ্ভুত

ভঙ্গিতে তাকাইছিলো যে আর কোনো কথাই কইতে পারেনাই। হুজুর কইছিলোঃ সলিম চাচা। ওরা তো আমাগোই সন্তান। আমাগোইতো কাম ওগোরে কছে টাইনা বুঝানো দুনিয়া আখেরাত আর ভালো মন্দ।

বর্ষার সিজনে পুরা গ্রামে বন্যা বইয়া যায়। হুজুরের ঘুম নাই তার এলাকার মানুষের লাইগা। রাইত বিরাতে যেইসব বাড়ীতে পানি উইঠা গেছে ঐখানে গিয়া মানুষের পোলা মাইয়া গোরে কোলে কইরা গ্রামের একমাত্র উচা যায়গা মসজিদে আইনা রাখতেছে। হুজুরের লগে হুজুরের বউও আছে। বুড়ি বুড়ি মহিলাগোরে আপন মাইনসের মতো কান্ধে কইরা আইনা মসজিদে রাখতাছে। ভাঙ্গা মসজিদে রাইতে বৃষ্টি হইলে পানি পড়তে থাকে। কইত্থেকা হুজুরের চৈদ্দ বছরের পোলা টোকায়া টোকায় টিন আইনা ভাঙ্গা চালের মইধ্যে লাগানোর চেষ্টা করতে আছে। গ্রামের মানুষ অবাক চোখে চাইতে থাকে এই মানুষটারে। কি তার বউ!! কি তার পোলা!! গ্রামে ঢাকা থেকে মানুষ আইয়া রিলিফ দিয়া যায়। হুজুর সবাইরে ভাগ কইরা সবার শেষে নিজেরটা আর নিজের পোলা, বউরটা নেয়।

বিকাল হইয়া গেছে। সন্ধ্যা প্রায় হইবো হইবো ভাব। এমন সময় দূর থিকা একজন মানুষরে সবাই আইতে দেখে। কেডা ঐডা? সলিম মুন্সি গায়ের ভিজা গামছাটা দিয়া মুখ মুছতে মুছতে জোরে জোরে বিড় বিড় কইরা কয় আরে ঐটা মজিদ না? হ, পূবের গ্রামের মজিদ। মজিদ মাজা সমান পানি পার হইয়া ক্লান্ত পায় আইসা মসজিদের সিড়িতে ধপ কইরা বইয়া পড়ে। ইমাম সহেব তার দুই চোখে ক্ষুধার আগুন দেখতে পাইয়া নিজের হাতের খাবারের প্যাকেটটা তুলে ধরে। মজিদ ক্ষুধায় কোনো দিকে খেয়াল না কইরা হাপুস হুপুস খাইতে থাকে। মজিদ জানেনা। মসজিদ ভর্তি লোকজন সবাই কেবল জানে ঐ পেকেটটা ইমামের ভাগের একমাত্র প্যাকেট আছিলো।

by brother Hasan Al Banna